মরমি গানের ধারায় হাসন রাজা ও সাবির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের অধীনে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত
অভিসন্দর্ভ

মিসেস রেজওয়ানা চৌধুরী
তত্ত্বাবধায়ক

উপস্থাপনায়
মো. এনামুল হক
গবেষক

সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

মরমি গানের ধারায় হাসন রাজা ও সাবির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের অধীনে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত
অভিসন্দর্ভ

মো. এনামুল হক
গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ২৯
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৮-২০০৯

সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি মো. এনামুল হক এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, এম.ফিল. গবেষণার আওতায় "মরমি গানের ধারায় হাসন রাজা ও সাবির" গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আঙ্গিক ও বিন্যাসে নতুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিসেস রেজওয়ানা চৌধুরীর তত্ত্বধানে অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পূর্বে কোন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা কিংবা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়নি। আমি আরো অঙ্গীকার করছি যে, গবেষণাকর্মটি সম্পর্ণই আত্মবিশেষণের মধ্য দিয়ে নিজ দায়িত্বে উপস্থাপন করেছি।

মো. এনামুল হক
গবেষক
এম.ফিল. রেজিস্ট্রেশন নং- ২৯
শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৮-২০০৯
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিধ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ কথা I

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক. কবি পরিচিতি: হাসন রাজা ১

খ. বংশ লতিকা (হাসন রাজা) ৩

গ. মরমি সাধনার ধারা ও হাসন রাজা ৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক. কবি পরিচিতি: সাবির ১৫

খ. বংশ লতিকা (সাবির আহমেদ চৌধুরী)

১. কবির পূর্বপুর"ষ থেকে কবি কাল পর্যন্ড় ১৮

২. কবি থেকে পরবর্তী পুর"ষ পর্যন্ড় ১৯

গ. চিত্রঃ কবিকুঠি ১৯

ঘ. চিত্রঃ কবির হাতের লেখা গান ২০

ঙ. কবির গানের সাধারণ পরিচিতি ২৩

চ. মরমি সাধনার ধারা ও সাবির ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালী মানস ও মরমিবাদ ২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মরমিতত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা ৩১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাসন-সাবির: তুলনামূলক আলোচনা ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাসন এবং সাবিরের গানের সাহিত্যমূল্য ৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কবি-সাহিত্যিক গবেষকের মন্ড়ব্য ৪৫

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাসন রাজার গান সংগ্রহ প্রসঙ্গে ৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংলাপঃ সাবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৫০

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাসন ও সাবিরের গানের স্বরলিপি প্রসঙ্গে ৬৩

ক. হাসন রাজার গানের স্বরলিপি ৬৫

খ. সাবির আহমেদের গানের স্বরলিপি ৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদেশী ভাষায় অনুদিত গান

ক. হাসন রাজার ইংরেজী অনুদিত গান ৯৭

খ. সাবির আহমেদের ইংরেজী অনুদিত গান ৯৮

গ. সাবির আহমেদের হিন্দি অনুদিত গান ১০১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংগীত সংকলন

ক. হাসন রাজার মরমি গান ১০৬

খ. সাবির আহমেদ চৌধুরীর মরমি গান ১১২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাসন রাজা ও সাবিরের বিভিন্ন আলোকচিত্র

ক. হাসন রাজার বিভিন্ন আলোকচিত্র ১২০

খ. সাবির আহমেদের বিভিন্ন আলোকচিত্র ১২৫

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থাবলী ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

পৃথিবীতে মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষেরই কর্তব্য পৃথিবীতে মহান স্রষ্টার সকল সৃষ্টি জীবের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। যেখানে জীব সেখানে শিব। সৃষ্টির প্রতি ভালবাসাই শুধু একজন স্রষ্টার প্রিয়পাত্র হতে পারে। একজন মরমি সাধক শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য স্রষ্টার সকল সৃষ্টির প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে আস্থাবান থাকেন। অনেক সুফী সাধক, বৈরাগী বৈষ্ণব তারা সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ান। কিন্তু একজন মরমি সাধক মনে করেন যে, তার প্রতি পারিবারিক দায়িত্ব, প্রতিবেশীর দায়িত্ব, সমাজের দায়িত্ব, আত্মীয়স্বজনের দায়িত্ব, দেশ ও জাতির সকলের প্রতি তার সমান দায়িত্ব রয়েছে। মরমি সাধকরা ঐশী চেতনায় সমৃদ্ধ এবং উদ্বুদ্ধ। তারা ত্রিকালদর্শী অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত এবং স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত। মরমি কবি হাসন রাজা ও সাবিরের গানে এই প্রভাব অতি সুনিপুনভাবে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে হাসন রাজা ও সাবির আহমেদের প্রাথমিক পরিচয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মরমি সাধনার তত্ত্ব, তৃতীয় অধ্যায়ে কবি সাহিত্যিকদের মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে গান সংগ্রহ ও কবি সাবিরের সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গানের স্বরলিপি, সংগীত সংকলন এবং দুই কবির বিভিন্ন আলোকচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে-প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার নাম।

অভিসন্দর্ভটিতে বানানের ক্ষেত্রে আধুনিক রীতি অনুসরণ করা হলেও উদ্ধৃতিগুলোতে পূর্বসূরী লেখকদের নিজস্বরীতিই রাখা হয়েছে।

আমার শিক্ষাগুর ও তত্বাবধায়ক মিসেস রেজওয়ানা চৌধুরী এম.ফিল. গবেষণা কর্মের আওতায় এই অভিসন্দর্ভটি তৈরীতে আমাকে দীর্ঘদিন ধরে নিরলস শিক্ষাদান, পরামর্শ, গ্রন্থ সহযোগিতা এবং গবেষণার পদ্ধতিগত তত্ত্বধান করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ এবং উৎসাহ আমাকে বিষয়ের গভীরে মনোনিবেশ করতে বারবার সাহায্য করেছে। সংগীত বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল প্রথম বর্ষে ভর্তির সুবাদে তাঁর কাছে থেকে অনেক তাত্ত্বিক বিষয় গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি, স্বগীয় স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া গবেষণা কাজের জন্য সংগীত বিভাগের লাইব্রেরী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর লাইব্রেরী ব্যবহারের

Dhaka University Institutional Repository

অনুমতির জন্য সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা কর্মে সার্বিকভাবে অনুপ্রেরনা দিয়েছেন আমার আব্বা-আম্মা। তাঁদের এ অবদান আমার কাছে চিরস্বরণীয় হয়ে থাকবে। অসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি হাসন রাজা পরিষদ, সুনামগঞ্জ ও সাবির সমাজকল্যান পরিষদকে এবং আমার সহধর্মিনী শারমিন নাহার কেয়া; সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের প্রতি যাঁরা আমার এ গবেষণাকর্মের যাত্রাপথটিকে সুগম করেছেন। তবে সংক্ষিপ্ত কলেবরে যাঁদের নাম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি উলে-খ করতে পারিনি সেই সব শুভাকাঙ্খীদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ। পরিশেষে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

মো. এনামুল হক
সংগীত বিভাগ, কলাভবন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক. কবি পরিচিতিঃ হাসন রাজা

হাসন রাজা বাংলা মরমি গানের এক অমর স্রষ্টা। আবহমান বাংলা লোকসাহিত্যের কেন্দ্রিয় ধারাই হলো মরমি ধারা। চর্যাপদ থেকেই মূলত এ ধারার উদ্ভব। চর্যা-পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী এবং বাউল পদাবলী বা ভাবসঙ্গীতে এ ধারার পূর্ণবিকাশ। "বলা যায়, একদিকে সিদ্ধাদের চর্যাপদ অন্যদিকে মরমিয়া বাউল ও বৈষ্ণব সঙ্গীত- সূফীদের প্রভাবে যে বিপব সাধিত হলো তা থেকে কেউই রক্ষা পেল না। পরবর্তী অজস্র মারফতি, দেহতত্তে তারই লোকায়ত ধারা নানা তরঙ্গ ভঙ্গে প্রবাহিত। আর এই ধারাকে পরিপূর্ণ করতে যে সমস্ড় সাধক কবিরা যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে দেওয়ান হাসন রাজা (১২৬১-১৩২৯বঙ্গাব্দ) অন্যতম।"

(ড. মৃদুলকান্ড়ি চক্রবর্তী, *হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী*)

তাঁর নামকরণ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোঃ আজরফ লিখেছেন, "সিলেটের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ফার্সী ভাষাবিজ্ঞ নাজির আবদুলাহ বলে আলী রাজা সাহেবের এক বন্ধু তাঁর নামকরণ করেন হাসন রাজা। তদাবধি তিনি অহিদুর রাজা ও হাসন রাজা এই উভয় নামেই আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব মহলে পরিচিতি ছিলেন।"

(দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *হাসন রাজা)*

কৈশোর পর্যন্ড় নানাবিধ দলিল দস্ড়াবেজে তাঁকে অহিদুর রাজা বলেই উলেখ করা হয়েছে। তবে পরিণত বয়সে তিনি হাসন রাজা নামে পরিচতি হতেই পছন্দ করতেন বলে এ নামেই তিনি সর্বসাধারণের কাছে খ্যাতি লাভ করেন। গানের ভনিতায়ও 'হাসন রাজা'র নাম ব্যবহৃত হয়েছে এবং আমরাও তাঁকে গানের রাজা- হাসন রাজা বলেই জানি। তাঁর গানে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিচিত্র উপলব্ধি ও অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ (১৮৫৪, ২৪ জানুয়ারী) লক্ষণশ্রী গ্রামে দেওয়ান হাসন রাজা জন্মগ্রহণ করেন-হাজার লোকের মধ্যে চোখে পড়ে এমনি এক চেহারা নিয়ে। স্বভাব তাঁকে যেমন অন্ড়রের ঐশ্বর্য, তেমনি দেহের ঐশ্বর্য মুক্ত হাতে দান করেছিলেন। চার হাত উঁচু দেহ, দীর্ঘ বাহু, ধারাল নাক, তীক্ষ্ণ পিঙ্গল চোখ এবং কোঁকড়া চুল প্রাচীন আর্যদের একটি চেহারা সম্মুখে তুলে ধরত। এখানে উলেখ করা আবশ্যক, হাসন রাজার আদি পুর"ষেরা ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলীতে বসবাস করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে তাঁর পূর্ব পুর"ষেরা এদেশে আগমন করেন এবং বাংলাদেশের যশোর জেলার কাগদি গ্রামে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন। কিংবদন্ড়ী আছে যে - তাঁদের পূর্বপুর"ষেরা আর্যগোষ্ঠীর ক্ষত্রিয় শাখার অন্ড়র্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যার অধিবাসী ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় ছিলেন, ভাগ্যের অন্বেষণে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন এবং প্রথমে এলহাবাদে আসেন এবং পরে বর্ধমান জেলায় এসে বসতি স্থাপন করেন। এ বংশেরই জনৈক চরম দুঃসাহসী এবং পরম উৎসাহী যুবক যশোর জেলায় আসেন এবং হাবেলী পরগনায় একটি খন্ডরাজ্য ও কাগদি বা কাগদিগী নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই যুবকের নাম হলো রাজা বিজয় সিংহদেব। কিন্তু রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তিনি অধিককাল রাজধানীতে থাকতে পারেননি। অল্পকাল পরে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত লক্ষণতুল্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্জয় সিংহদেব দূর্জনরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এর ফলে ভাতৃবিরোধ আরম্ভ হয়। রাজা বিজয় সিংহদেব যুদ্ধে পরাস্ড়হন এবং আহত বা নিহত না হলেও মর্মাহত হয়ে দেশত্যাগ করেন। পরাজিত রাজা বিজয় সিংহদেব অপরাজিত মন নিয়ে সিলেটে এসে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করেন। তিনি এসে সর্বপ্রথম বর্তমান বিশ্বনাথ অন্ড়র্গত কুলাউড়া নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধর রাজা রঞ্জিত রায় রামপাশা গ্রাম স্থাপন করে সেখানে তার দৌলতখানা স্থানান্ড়রিত করেন। ঐ বংশের দেওয়ান বাবু রায় চৌধুরী জমিদার মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বাবুখাঁ নাম গ্রহণ করেন। কয়েক পুর"ষ পর ঐ বংশের দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী বর্তমান সুনামগঞ্জের অন্ড়র্গত সুরমা নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম লক্ষণশ্রী'তে স্বীয় বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন, আঞ্চলিক উচ্চারণে যার নাম লখনছিরি। শান্ড় ছায়ায় ঘেরা এই গ্রামে বিখ্যাত দেওয়ান বংশে হাসন রাজার জন্ম। তিনি ছিলেন দেওয়ান আলী রেজা চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র। বাহ্যত সংসারী ও প্রতাপশালী জমিদার হলেও তাঁর অন্ড়রে বেজে চলেছে মরমিয়া সুর। বিষয়-সম্পত্তির ভোগবিলাসে মন ভরলো না হাসনের। তাঁর অন্ড়রাত্মা কেঁদে উঠলো, গান ধরলেন-

"মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দী হইয়ারে
কান্দে হাসন রাজার মন মনিয়ায় রে।"

হাসন রাজা ছিলেন গানের স্রষ্টা, সুরের স্রষ্টা। তাঁর চিন্ড়া-চেতনার পরিচয় রয়েছে তাঁর গানে। তাঁর গানে কাব্য সম্পদের চেয়ে নিরাভরণ হৃদয়ানুভূতির সহজ সরল প্রকাশ ঘটেছে। অধরা সেই অলখ বন্ধুর প্রেমে হাসন রাজা মজেছেন। সেই বন্ধু প্রেমে হাসন আত্মাহারা, বন্ধুদর্শন লাভে সবকিছু ত্যাগ করে বনবাস করতেও তাঁর দ্বিধা নেই। কেননা, তাঁর নয়নে প্রেমের নেশা লেগেছে-

নিশা লাগিলরে বাঁকা দুই নয়নে
হাসন রাজা পিয়ারীর প্রেমে মজিলরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

খ. বংশ লতিকা (হাসন রাজা)

নিম্নে বিজয় সিংহ দেব থেকে হাসন রাজা পর্যন্ড় বংশ লতিকা দেওয়া হলো যা সংগৃহীত হয়েছে সুনামগঞ্জের বর্তমান বংশধরদের কাছ থেকে।

বংশ লতিকা

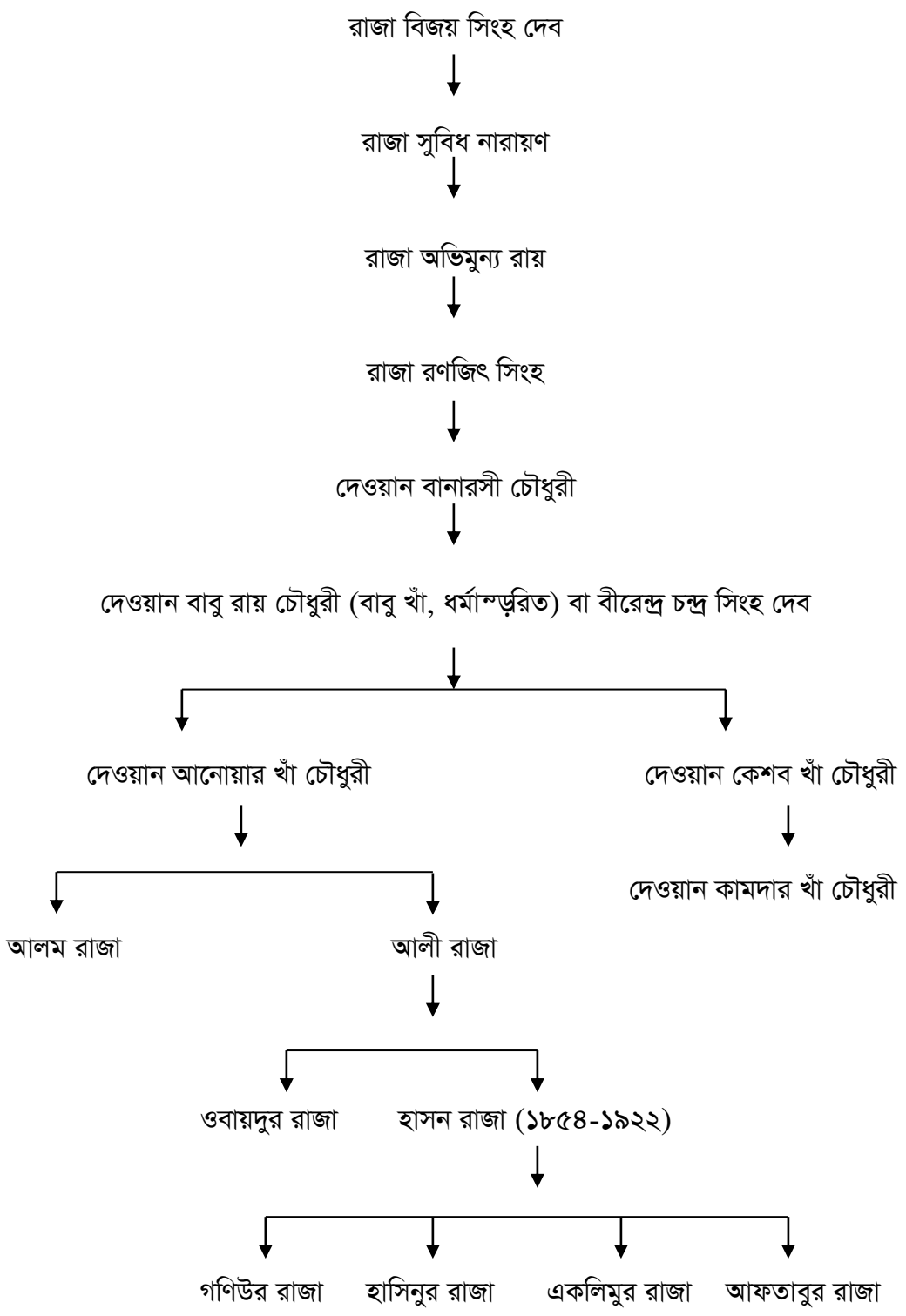

বংশ লতিকা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, বিজয় সিংহ ষোড় শতাব্দীতে কুনাউড়ায় আগমন করেন। তাঁর অধস্ড়ন পুর"ষে জন্মগ্রহণ করেন বানারসী রাম সিংহ দেব। বানারসী রামের একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ দেব তথা বাবু রায় চৌধুরী আরবী, ফার্সী ভাষায় সুপ"িত ছিলেন। তিনি ধর্মান্ড়রিত হয়ে 'বাবু খাঁ' নাম গ্রহণ করেন এবং কয়েক পুর"ষ পর দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী রামপাশা হতে সুনামগঞ্জের নিকটবর্তী লক্ষণশ্রী গ্রামে স্বীয় বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। দেওয়ান ছিল উপাধি।

গ. মরমি সাধনার ধারা ও হাসন রাজা

হাসন রাজার চিন্ড়া-চেতনার পরিচয় রয়েছে তাঁর গানে। তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে গান রচনা করেছেন। মুখে মুখে গান রচনা করে যেতেন আর তাঁর কর্মচারীরা তা লিপিবদ্ধ করতেন। জনশ্রুতি আছে রাতে খাওয়া দাওয়া করে তিনি গান রচনা করতেন এবং এসব গানের সুর দিয়ে তাঁর গায়িকাদের দ্বারা গাওয়াতেন। নিজ হাতে তিনি ঢোলক বাজাতেন, ক্লান্ড় হয়ে গেলে আবিদ আলী বলে তার প্রিয় খানসামার হাতে ঢোলক তুলে দিতেন। এ ঢোলকের সঙ্গে মন্দিরা বাজাতো সোনাজান সাম্মী এক গায়িকা। তবে এদের মধ্যে তাঁর পরিচালিকা দিলারামই ছিল গানের মজলিসের পরিচালক। এ গানগুলিই পরবর্তীকালে 'হাসান-উদাস' নামে পুস্ড়কে ঠাঁই পায়। প্রেমিক সম্বন্ধে হাসন রাজার সহজ সরল উক্তি–

পীরিতের মানুষ যারা
আউলা ঝাউলা হয়রে তারা
হাসন রাজা পিরীত করিয়া
হইয়াছে বুদ্বিহারা'

যাঁর 'চাঁদ মুখ' দর্শন করলে সকল দুঃখ শোক দূর হয়-জীবন সার্থক হয় তিনি যে অধরা। সেই অধরার দেখা না পেয়ে হাসন রাজা ব্যাকুল । কিন্ড় কার সঙ্গে মিলনের তরে, দর্শন লাভের জন্য এমন আকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন ? মরমি কবি তাঁর গানেই এর উত্তর দিয়েছেন।

বাউলা কে বানাইলরে হাসন রাজারে
বাউলা কে বানাইলরে
বানাইল বানাইল বাউলা তার নাম হয় যে মৌলা।
দেখিয়া তার রূপের চটক
হাসন রাজা হইল আউলা ॥

Dhaka University Institutional Repository

বাউল-মরমিয়া গানে সৃষ্টিকর্তা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সার্বজনীন এক 'প্রেমিক পুর"ষ' রূপে আবির্ভূত হয়েছেন । তিনিই বাউলের 'মনের মানুষ', ফকিরের 'আলেক সাঁই, রবীন্দ্রনাথের প্রাণের মানূষ' লালনের 'অচিন পাখি' হাসন রাজার 'মৌলা', খোদা' কানাই, 'হাসন জান', 'সোনাবন্ধু তিনি অধরচাঁদ'। মানব অন্ড়রে যে পরম সুন্দর অবস্থান করছেন তিনি অধরা ধরা দিয়েও ধরা দেন না । বাউল সাধকগন তাকেই খুঁজে বেড়ান নক্ষত্র খোঁচিত আকাশে , পুস্পশোভিত বাগান বনভূমিতে, আপন বাহির , মিলন-বিরহের মাঝে। মনের মাঝে মনের মানুষের অনুসন্ধান রত বাউল সাধক কবি। মনের মানুষকে পাবার অন্বেষণ রত বাউলগণ তাই কেঁদে মরে–

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥

এখানে একটি বিষয় স্মরণীয় যে, বাউলদের সাধনা ও সূফীদের সাধনার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সূফীদের সাধনা-মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রেমের সাধনা। প্রেমের তীব্রতায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার এক প্রকার অভেদ জ্ঞানই তাদের সাধানার মূলভিত্তি। সূফীদের সাধনা জ্ঞানমূলক ও বিশেষভাবে অনভিূতিমূলক সাধনা। বাউলদের সাধনা নির্দিষ্ট যোগমূলক ক্রিয়া , প্রকৃত পুর"ষের মিলনের মধ্যে দিয়ে নিজের আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধির সাধনা। হাসন রাজা এই অর্থে বাউল নন। পরস্পরগত ঐতিহ্যধারায় নেমে আসা কোনো বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কখনো যুক্ত ছিলেন না। তবে বাউলদের সর্বভেদ সমন্বয়বাদ ও মানবাতবাদের প্রভাব তার গনে পড়েছে। দেওয়ান মোহাম্মাদ আজরফ জানিয়েছেন যে, ''হাসন রাজা যৌবনেই সৈয়দ মাহমুদ আলী বলে পাঞ্জাব থেকে আগত চিশতিয়া তরিকার এক দরবেশের কছে মুরীদ হয়েছিলেন'' ক্রমবিকাশের ধারায় তিনি একজন দার্শনিকরূপে দেখা দিয়েছিলেন।''

(ড. মৃদুলকান্ড়ি চক্রবর্তী, *হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী*)

হাসন রাজার গানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রেমেরই জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তি চেতনায় ব্যক্ত হয়েছে বিশ্ব প্রেমের বাণী। তিনি ছিলেন মরমি ধারার গানের রচয়িতা, যা আমরা তাঁর গানের পান্ড়ুলিপি থেকে পেয়ে থাকি। শোনা যায়, হাসন রাজার উত্তর পুর"ষের কাছে তাঁর গানের পান্ড়ুলিপি আছে। অনুমান করা চলে, তাঁর গান এখনো সিলেট-সুনামগঞ্জের লোকের মুখে মুখে আছে। হাসন রাজার কিছু হিন্দী গানেরও সন্ধান পাওয়া যায়। মূলত: মরমি গানের ছক-বাঁধা বিষয়-ধারাকে অনুসরণ করেই হাসনের গান রচিত। ঈশ্বরানুরক্তি, জগৎ-জীবনের অনিত্যতা ও প্রমোদমত্ত মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

সাধন-ভজনে অক্ষমতার খেদোক্তিই তাঁর গানে প্রধানত প্রতিফলিত হয়েছে। প্রভাত কুমার শর্মা বলেন, তাঁহার বাড়ী দেখানো সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। ঘটনাটি সত্য। "কয়েকজন বিদেশী ভদ্রলোক এখানে আসিয়া তাঁহার বাড়ী যান। বাড়ীর সম্মুখে গিয়া হাসন রাজা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করিলেন কি চান? ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে না চিনিয়া বলিলে আমরা হাসন রাজা সাহেবের বাড়ী দেখিতে আসিয়াছি। মরমি কবি অত্যন্ড় আগ্রহের সাথে বলিলেন আসুন আসুন আমি আপনাদের তাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তাহাদের মাঠের মধ্যে দিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার কবর তৈয়ার হইতেছিল। সেই চিরদিনকার বাড়ীর দিকে অঙগুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন ঐ দেখুন আমার বাড়ী" ।

(দেওয়ান শমসের রাজা সম্পাদিত,*হাছন রাজার তিন পুর"ষ* ভূমিকা অংশ প্রভাত কুমার শর্মা)

তিনি কোথাও নিজেকে দীন-হীন বিবেচনা করেছেন, আবার তিনি যে অদৃশ্য নিয়ন্ত্রকের হাতের সূতোঁয় বাঁধা ঘুড়ি সে কথাও ব্যক্ত হয়েছে-

গুড্ডি উড়াইল মোরে, মৌলার হাতে ডুরি
হাসন রাজারে যেমনে ফিরায় , তেমনি দিয়া ফিরি।
মৌলার হাতে আছে ডুরি আমি তাতে বান্ধা
যেমনে ফিরায়, তেমনে ফিরি, এমনি ডুরির ফান্ধা ॥

এর মধ্যে কোনো পুঁথিগত বিদ্যা নেই, কোনো কৃত্রিমতা নেই, আছে খাঁটি অনুভূতি। সহজ সরল কথার সঙ্গে আঞ্চলিক সুরের মিলনে তাঁর গানে নিজস্ব এক র"প বা Style (গায়কী) ফুটে উঠেছে । মূলতঃ তাঁর গানে কথার সঙ্গে আঞ্চলিক সুরের মিলনে যে এক বিশিষ্টতার ছাপ লক্ষ্য করা যায় যাকে সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলা যেতে পারে 'ঘায়কী গরানা'। হাসন রাজার গানে নিজস্ব গায়কী ঘরানার মৌলিকতার সুস্পস্ট ছাপ পড়েছে যে কারণে তাঁর রচিত গানগুলিকে "হাসন রাজার গান" বলে চিহ্নিত করাই সমীচীন। লালনের গান যেমন লালনগীতি বলে পরিচিত তেমনি হাসন রাজার রচিত গানগুলিও "হাসনগীতি" বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি কতো গান রচনা করেছিলেন তার সঠিক হিসাব মেলেনা। বলা যায় তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় দুশো দশটির মতো। 'হাছন-উদাস' গ্রন্থে ২০৬টি গান সংকলিত হয়েছে। এর বাইরে আরো কিছু গান 'হাছন রাজার তিনপুর"ষ' এবং 'আল-ইসলাহ'- সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মূলত: হাসন রাজা ছিলেন মরমি কবি। বিশ্ব প্রকৃতির মর্মে যিনি প্রবিষ্ট, তিনিই মরমি। ইংরেজী Mystic শব্দের বাংলা অনুবাদ মরমি। গ্রীক ভাষায় Muien (ম্যুন) থেকে Mystic শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এই Muien শব্দটির অর্থ হলো -

Dhaka University Institutional Repository

নয়ন মুদ্রিত করা, ভাব অন্ড়রের মহালক্ষ্যের দিকে ফিরিয়ে দেয়া। উপনিষদের আবৃত চক্ষুর্মৃতত্বমিচ্ছন কথারই প্রতিধ্বনি। বিশ্বের অন্ড়রের সঙ্গে মানব আত্মার অন্ড়রঙ্গ সমন্ধের নিবিড় উপলব্ধি। অর্থাৎ মরমিয়া তিনি পরমাত্মার সাথে যার ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক পরিচয় ও অভিজ্ঞতা আছে। (A mystic is best defined as one who has intimate spiritual experience of the divine being).

এমনি অভিজ্ঞতার প্রকাশ হাসন রাজার গানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

"আয়নার মধ্যে যেমন মুখ দেখা যায়
সেই মতে আমার রূপে দেখা দিল আমায়।"

অন্য একটি গানে অতীন্দ্রিয়লোকের অরূপ রতনের বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে-

"কিবা শোভা ঝলমল করে বাঁকা তার নয়নরে
কালা না হয় ধলা না হয় নূরেরী চটক রে।"

হাসন রাজা ছিলেন স্বভাব কবি। নশ্বর জগতের ভোগ-বিলাসের উর্ধে ছিল তাঁর দৃষ্টি। বিষয়-বৈভবের মধ্যে থেকেও অনেকটা নির্লিপ্ত জীবনযাপন করে গেছেন। আলার প্রেমের বসন্ড়-হিলোলে তাঁর হৃদয়-মুকুল বিকশিত হয়েছিল। ভাবের আবেগে সহজ সরল ভাষায় রচিত তাঁর গান বাংলাদেশের পল-ীবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করে। হাসন রাজা প্রেমের বিরহ ও মিলনের গভীর নির্জন পথ ধরে পৌঁছাতে চেয়েছেন অতীন্দ্রিয়লোকে, পরম একের সঙ্গে একাত্ম সাধনে। প্রেমই যে ঈশ্বরমুখী গন্ড়ব্যের একমাত্র পাথেয় সে কথা কবির গনে বাব বার ফুটে উঠেছে। কবি নিজেই প্রথমে চিহ্নিত করেছেন প্রেমিকরূপে-

''হাসন রাজা প্রেমের মানুষ
প্রেমের নাচন নাচন করে
বিকিয়ে হরির প্রেম বাজারে''

গান রচনার সময় হাসন রাজা দীন দুনিয়ার কথা ভুলে যেতেন। তিনি ভালো বাংলা লিখতে পারতেন না। বংশের নিয়মানুসারে শুর"তেই আরবী ভাষার চর্চা করেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষাও পাঠ শুর" করেন। তবে বিদ্যালযের পড়াশোনায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাই মুখে মুখে গান রচনা করতেন। তিনি গান বলে যেতেন আর তাঁর কর্মচারীরা তা লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি ছিলেন ভাবের মানুষ। তাইতো বলছেন এভাবে–

লাগলরে পীরিতের নেশা
হাসন রাজা হইল বেদিশা।

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়িয়া দিব লক্ষণছিরি আর রামপাশা।
ছাড়িয়া যাব আরি-পরি, আর ছাড়িব লক্ষণছিরি
বন্ধু কেবল মনে করি, জঙ্গল করব বাসা ॥

তত্ত্বসন্ধানী হাসন রাজা গানের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকর্তার দর্শন লাভের আকুলতা ব্যক্ত করেছেন, যার কাছ থেকে এ জীবজগতের শুর" হয়েছে এবং দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার পর একদিন তার সাথে মিলন হবে।

"আঁখি মুজিয়া দেখ রূপরে
দিলের চোখে চাইয়া দেখ বন্ধুয়ার স্বরূপরে।"

কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন-

"আমার নয়ন ভুলানো এলে
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।"

সুফি-বাউল-বৈষ্ণবতত্ত্ব মরমিবাদের বিভিন্ন ধারা। যেমন- স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেম সম্পর্ক, মনের মানুষ সন্ধান, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন প্রয়াস। ইসলামে নিহিত মরমিবাদ বস্তুত সুফিবাদ নামে পরিচিত। আর ইসলামী সুফিবাদই বিশ্ব-মরমিদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। আমাদের দেশে এই সুফিতত্ত্বের এক ধারা বৈষ্ণব ভাববাদে। "শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈতাচার্য-নিত্যানন্দের প্রভাবে সৃষ্টি হয় সুবিশাল বৈষ্ণব পদাবলী। মূলতঃ সুফিতত্ত্ব স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেম-সম্পর্ক স্থাপন করেছে। বাউল-তত্ত্ব স্রষ্টাকে দেহ মধ্যে মনের মানুষরূপে অনুভব করার শিক্ষা দিয়েছে। বৈষ্ণব-তত্ত্ব রাধাকৃষ্ণের রূপকে মানবীয় প্রেমের মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমাস্পদকে সন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বৈষ্ণব ও সুফি এই ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী হাসন রাজাও এই প্রেমের পথেই গান গেয়ে উঠেছেন।"

(ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী*)

তাঁর গানে আশিক ও মাশুক , রাধা ও কৃষ্ণ তত্ত্ব মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। তাইতো ধর্মের সকল বিভেদ অতিক্রম করে তিনি বলেছেন-

"যে বলে খোদা দেখে না, সেতো চিরকালের কানা
র"য়ানীর সেই কানা আছে মোর জানা
আউয়ালে আখেরে আলাহ্ জাহির বাতিন
আর যত ইতি দেখ কিচ্ছুই যে না।"

মরমি সাধনার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জাতধর্ম আর ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে ওঠা। সকল ধর্মের নির্যাস, সকল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ভেতর দিয়ে সাধক আপন করে নেন। তাঁর অনুভবে ধর্মের এক অভিন্ন রূপ ধরা পড়ে– সম্প্রদায় ধর্মের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সর্বমানবিক ধর্মীয় চেতনার

এক লোকায়ত ঐক্যসূত্র রচনা করে। হাসন রাজার সঙ্গীত, সাধনা ও দর্শনে এই চেতনার প্রতিফলন আছে। হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের যুগল-পরিচয় তাঁর গানে পাওয়া যায়। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন, কয়েক পুরূষ পূর্বের হিন্দু ঐতিহ্যের ধারা হাসন রাজার মরমিলোকে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ঠাঁই ছিল না। তাই একদিকে 'আলাজী'র ইশ্‌কে কাতর হাসন অনায়াসেই 'শ্রীহরি' বা 'কানাই'য়ের বন্দনা গাইতে পারেন। একদিকে হাসন বলেন:

আলাহ আলাহ আমি দেখি
আলাহ দেখিয়া হাসন রাজা সুখী।
আলাহ আলাহ আমি দেখি।
আচানক[১] সুন্দর আলাহ কেমনে আমি লেখি
লেখিতে না পারিয়া দিলের মাঝে রাখি ॥

আবার পাশাপাশি তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়:

আমার হৃদয়েতে শ্রীহরি,
আমি কি তোর যমকে ভয় করি।
শত যমকে তেড়ে দিব, সহায় শিব শঙ্করী।

কেননা–

হাসন রাজার লাগিয়াছে শ্যাম পিরিতে পিরিতের টানা
বাজায় ঢোলক বাজায় তবল আর গায় গানা।"

এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হলে চিত্তের প্রসার ঘটাতে হবে। দেশ ও জাতি ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে আত্মার স্বরূপ আবিষ্কার করতে হবে। চিনতে হবে নিজকে এবং মানুষকে। মানুষ ছাড়া স্রষ্টার অস্ড়িত্ব কোথায়? এখানে বলা আবশ্যক, আমি না থাকলে স্রষ্টার অস্ড়িত্ব থাকত না। শুধু তার পক্ষেই আমি সেই সত্য আমি সেই পবিত্র বলায় কোন দোষ নেই। সবার উপরে মানুষ সত্য একথা শুধু পরম ভক্তের মুখেই শোভা পায়। ভাবের রাজ্যে একমাত্র আমি'র সত্ত্বা ছাড়া সকল সত্ত্বাই নশ্বর-মানবাত্মার পরম বিকাশই পরম আত্মার চরম প্রকাশ। হাসন রাজা এই সত্ত্বাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেন-

"আমিই মূল নাগর রে
আসিয়াছি খেইড় খেলিতে ভবসাগরে রে
আমি রাধা, আমি কানু, আমি শিব সংকরী
অধর চাঁদ হই আমি, আমি গৌর হরি।

১.অর্থ–অতুলনীয়, অসম্ভব।

আমি মূল,আমি কূল, আমি সর্ব ঠাঁই,

আমি বিনে এ সংসারে

অন্য কিছু নাই।"

আধ্যাত্মিক সাধনার শীর্ষে আহোরণ করা যার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তিনিই কেবল এমন উচ্চকণ্ঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারেন। হাসন রাজা এও জানতেন নশ্বর এ দেহে অবিনশ্বর সত্তার বসত, সৃষ্টির মূলে আমি। সক্রেটিসের ভাষায় - know thyself এবং মাওলানা রুমির ভাষায়-I gazed into my own heart, there I saw Him. He was no-where else কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছেন-

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

তাই হেরি তায় সকলখানে

ও তোরা আয়রে ধেয়ে

দেখরে চেয়ে আমার বুকে

ওরে দেখরে আমার দু'নয়নে।"

হাসন রাজাও দেখলেন, দুই রূপ যে এক, তাই তিনি বলছেন-

"তুমি কে আর আমি কে তাই তো বুঝি নারে

এক বিনে দ্বিতীয় আমি অন্য কিছু দেখি নারে।

বুঝিয়া দেখি তুমি বই হাসন রাজা কিছু নই

হাসন রাজা যারে কই সেও দেখি তুমি নারে।"

আবার অন্য গানে বলছেন এভাবে-

"হাসন রাজায় কয়

আমি কিছু নয়রে আমি কিছু নয়,

অন্ড়রে বাহিরে দেখি কেবল দয়াময়।

তুমি আমি, আমি তুমি ছাড়িয়াছি ভয়

উন্মাদ হইয়া হাসন নাচন করয়।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন-আরাধনার একমাত্র উপাদান হলো মানবদেহসদৃশ মানবাত্মা। আবার অন্যত্র তিনি বলেন জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা । এই সব বাণী যখন পাঠ করি, তখন গভীর প্রজ্ঞায় মরমি কবি হাসন রাজার পরমাত্মা সন্ধানী উন্মাদনা ব্যক্ত করতে পারি এভাবে-

"হাসন রাজা হইয়াছে বাউলা

মাবুদ আলার লাগি হাসন রাজা যে আউলা

হাসন রাজা হইয়াছে আউলা।"

"হাসন রাজা ছিলেন খাঁটি মরমি কবি। তিনি সবসময় একটা কিছু সামনে দেখতেন, যাকে ধরার জন্য ব্যকুল হয়ে পরতেন কিন্তু ধরতে পারতেন না। সেই অনুভূতির ব্যথায় তিনি অস্থির হয়ে কাঁদতেন। আবার ক্ষনিকের জন্য পেয়ে আনন্দে নাচতেন। তাঁর এই হাসিকান্নার কাহিনী নীল আকাশের মত গভীর দূর দিগন্ড়রেখার মত ঝাপসা, সন্ধ্যার অন্ধকারের মত রহস্যময়। এখানেই তাঁর কবিত্ব, ভাবুকতা, এখানেই তিনি মরমি। এক প্রকারের দিব্য মদিরমত্ততা, যার প্রভাবে পার্থিব পদার্থের তরল প্রবাহ থেকে আত্মাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। এই মত্ততার মূলতত্ত্ব হলো, শাশ্বত জ্ঞানের যুক্তি নিরপেক্ষ উপলব্ধি। শাশ্বত জ্ঞানের এই যুক্তি নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মর্মস্পর্শী আবেদন, কথা ও সুরে সহজ সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন হাসন রাজা। সে জন্যেই তাঁকে আমরা বলি মরমি কবি।"

(আবু সাঈদ জুবেরী, *ছোটদের হাসন রাজা*)

মরমি কবি কেবলি চান মুক্তি, অকুল পাড়ির আনন্দ গান গেয়ে চলবার মতো মুক্তি। তবে মরমি কবি যে মুক্তি খুঁজেছেন এমন নয়, তাঁর চেষ্টার মূলে তাকে শ্রেষ্ট স্ড়রের জীবন গঠন ও ধর্ম সাধন। যে সাধনার মূলে রয়েছে প্রেম। হাসন রাজার গানে প্রেমের কূলপাবী বহমানতা ও শিখরস্পর্শী মহিমান্বিত রূপ লক্ষণীয়। প্রেম হলো মানুষের মনোদৈহিক এক ধরনের আবেগ-অনুভূতি, যার মূলে রয়েছে কামনাসঞ্জাত নানা ভাবলক্ষণ। অবশ্য একমাত্র দেহজ কামনা তথা নর-নারীর শরীরী আকর্ষণই প্রেমের সবটুকু নয়। প্রেম কখনো প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা থেকে এসেছে কখনো তা ভগবদ্ভক্তির সমার্থক। এমনকি গোটা বিশ্বে মানবসমাজের মধ্যে যে অপ্রত্যক্ষ ঐক্য বা মিলনের সেতুবন্ধন রয়েছে তাকেও বিশ্বমানব-প্রেম বলে অভিহিত করা হয়। মরমি কবি হাসন রাজা মূলত ঐশ্বরিক প্রেমের পন্থেই তাঁর গানগুলো লিখেছেন। এখানে তাঁর সেরকম কিছু গানের উলেখ করছি–

১. "প্রেমের আগুন লাগলরে
হাসন রাজার অঙ্গে,
নিভেনা হৃদয়ের আগুন
ডুবলে সুরমা গাঙ্গে।"

২."আগুন লাগাইয়া দিল কোনে
হাসন রাজার মনে,
নিভেনা দার"ণ আগুন
জ্বলে দিল জানে।"

৩. "নিশা লাগিলরে

বাঁকা দুই নয়রে নিশা লাগিলরে।

হাসন রাজা প্যারীর প্রেমে মজিলরে।"

এই সাধক কবি দেখেছেন যে, শাশ্বত পুর"ষ তাঁরই ভিতর হতে বাহির হয়ে তাঁর নয়ন পথে আবির্ভূত হলেন। বৈদিক ঋষিরাও এমনিভাবে বলিয়াছেন যে, যে পুর"ষ তাঁর মধ্যে তিনিই আদিত্যমন্ডলে অধিষ্ঠিত । মরমি গানে ''আমি''র পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে-আমি সুন্দর, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, আমি হতে এই ত্রিজগত, আমি হতে সৃষ্টি হয়েছে ধ্বনি । আমি সুন্দর আমি ধ্বংস, আমি ভিতর ও বাহির , চিন্ড় ও বাক্য , আমি প্রকাশ ও অপ্রকাশ। আমার দৃষ্টিতে সৃষ্টি হয়েছে আকাশ ও পৃথিবী, এই দৃশ্যমান জগত । এইরূপ, আমার কর্ণ হতে সৃষ্টি হয়েছে এই শব্দ , এই ধ্বনি, আমার শরীর থেকে সৃষ্টি হয়েছে শক্ত ও নরম , ঠান্ডা ও গরম, এই স্পর্শ , আমি নাসিকা দ্বারা দৃষ্টি করেছি এই গন্ধ , আমি জিহ্বা দ্বারা করেছি এই রস মিষ্ট ও তিক্ত। আমার তো আদি অন্ড় নেই। জীবনের তো শেষ নেই, সে তা চিরকাল জীবিত । আমি আপনাকে চিনেছি , আপনাকে জেনে আমি বলছি-আপনাকে চিনলে তাকে চেনা যায়। ব্যক্তি সত্তার সগৌরব ও সমুজ্জল আত্মঘোষণা হাসন রাজার গানে যেমন প্রকাশ পেয়েছে-আমাদের লোকায়ত রচনায় সে এক বিরল দৃষ্টান্ড়। এই মানবতার সূর নিহিত রয়েছে ব্যক্তির নিজের সত্তায় আস্থা ও শ্রদ্ধা। এই ব্যক্তি সত্তায় মরমি কবির যে অকুণ্ঠ আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে তার পরিচয় কয়েকটি গানে ফুটে উঠেছে। একটি এখানে উলেখ্য–

আমি কিছু নয় কেন করি ভয়

কিছুই না হয় সদায় নাহি ভয়

যে দিকে ফিরিয়া কেবল দয়াময়

সকলই তুমি তুমি

মিছে বলি আমি আমি ॥

গানের প্রথম চরণেই ব্যক্তি সত্তার স্পর্ধিত আত্মগৌরবের অকুণ্ঠ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। হাসন রাজার বিষয়-সম্পত্তি ও সঙ্গতির তুলনায় তাঁর ঘর-বাড়ী তেমন আকর্ষণীয় বা বিলাস-বহুল ছিল না। নিজে অতি সাধারনভাবে দিন যাপন করতেন। এই নিয়ে আত্মীয়-পরিজন অনুযোগ করলে কবি তাঁর স্বভাব-সুলভ ভাষায় বলতেন–

আগে যদি জানত হাসন বাঁচব কতদিন-

বানাইত দালান কোঠা করিয়া রঙ্গিন ॥

এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে কবি সচেতন ছিলেন। কয়েকটি গানে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। হাসন রাজা জীবিত কালেই সাধের (প্রিয়) লক্ষশ্রীতে নিজের কবর তৈরি করে রেখেছিলেন । এই অনিত্য সংসার থেকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত হাসন রাজার গানে ধ্বনিত হয়েছে এইভাবে-

ও মন যাইবার রে ছাড়িয়া
কেহ নাহি পাইবে তোমায় সংসার ঢুঁকিয়া
কিসের আশা, কিসের বাস, কিসের সংসার
মইলে পরে ভাবিয়া দেখো কিছু নয় তোমার ॥

আসলে মানুষতো এই পৃথিবীতে চিরকাল থাকবে না। হাসন রাজার মনে এই ভাব অতি গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল, যার ফলে তিনি প্রতাপশালী জমিদার হলেও একসময় ভাবাবেগে আপুত হয়ে বাস্ড় ব জীবনের সবকিছুকে তুচ্ছ মনে করেছেন। যার প্রভাব আমরা বৈরাগ্য বিষয়ক গানগুলিতে পেয়ে থাকি। তিনি বলছেন–

১. মরণ কথা স্বরণ হইল নারে
হাসন রাজা তোর।
কান্দিয়া হাসন রাজায় বলে, আলা কর সার।
কি ভাবিয়া নাচ হাসন, শূন্যের মাঝার।"

২. "কিসের বাড়ী কিসের ঘররে কিসের জমিদারী
সঙ্গের সঙ্গীরা কেউ নাই তোর কেবল একেশ্বরী
ঐ যে তোমার ধন জন সুন্দর সুন্দর স্ড়ির
কেহ নি যাইবে সঙ্গে যমে নিতে ধরি।
কিসের আশা, কিসের বাসা, কিসের লক্ষণছিরি
(আরে) কিছুই কিছুই নয়রে, সকলি গৌরহরি।"

এছাড়াও কবি বলেছেন, এখানে ঘরবাড়ী তৈরী করেতো কোনো লাভ নেই। কারন এই ঘরতো আসল ঘর না, চিরদিনের আমার যে বাড়ী, আমাকে সে বাড়ীতে নিয়ে চল। সেজন্য তাঁর ঘরবাড়ী ভাল ছিল না। আর লোকে তা নিয়ে বলাবলি করত। যা আমরা তাঁর একটি বহুল প্রচলিত গানে পাই-

"লোকে বলে বলেরে, ঘরবাড়ী ভালা না আমার
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার।
ভালা কইরা ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার"

মূলতঃ হাসন রাজা প্রেমের মিলন ও বৈরাগ্যের পথ ধরেই অতীন্দ্রিয়লোকের সন্ধান লাভ করেছেন। এ পথেই তিনি তাঁর জীবনের গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন এ পথই পরম প্রেমাস্পদের মিলিত হবার পথ। তাই তিনি গেয়ে উঠেছেন–

"বন্ধু তোর লাগিয়ারে,
ও বন্ধু তোর লাগিয়ারে মোর মন পাগলরে
ভাবতে ভাবতে হাসন জানের প্রাণ গেলরে।"

অন্য আরেকটি গানে তিনি বলেছেন–

"প্রাণে যদি মার মোরে, ছাড়বো না তোরে
হাসন রাজা যদি মরে তোমায় ছাড়া রইবো না।"

একদিন ডাক আসল, কানাই'র দয়া হল, তাই একদিন ডাক পড়ল, মরমি কবি সে ডাক শুনলেন, সাড়া দিলেন, চিরদিনের যে বাড়ি, অনন্ড় মিলনের সঙ্গীতে যা মুখরিত, সেখানে তাঁর স্থান হল-দেহে দেহে, প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, আত্মায় আত্মায় চির প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিশে গেলেন।

"আইস হাসন রাজা এই তোর ঘর বাড়িরে
হাসন জানে বলে দেখি রূপের ছটক
চিরকালের জন্য মন মোর হইল আটক।"

"হাসন রাজা পৃথিবীর অনিত্যতা সম্পর্কে ছিলেন সর্বদা সচেতন। সংগীতের সাথে ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। বিত্ত তাঁকে শান্ড়ি দিলেও প্রশান্ড়ি দিতে পারেনি। সে জন্যে একাগ্র মনে নীরবে নিভৃতে তিনি সাধনা করেছেন মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়ার। তিনি জানতেন একদিন তাঁর এ জীবনের অবসান ঘটবে। তাই আপন মনে গেয়েছেন–

একদিন তোর হইবেরে মরণ হাসন রাজা,
হাসন জানে ডাকতে আছে, তাড়াতাড়ি রে।
মায়াজালে বেরিয়ে মরণ হইলনারে স্মরণ।"

(ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ভলুম-১৪)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক. কবি পরিচিতিঃ সাবির

বিশ্ব সাহিত্য পরিমন্ডলে মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর মহান বাণী যিনি উচ্চারণ করেছেন তিনি সাবির আহমেদ চৌধুরী (জ.১৯২৪)। অনেক সাহিত্যসেবী পরলোকগমনের পর স্বীকৃতি পান। কেউ কেউ জীবদ্দশায় স্বনামধন্য হয়ে ওঠেন। কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী শেষোক্ত পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। ইহলোকে থেকেই তিনি তাঁর সাধনার ফল লাভ করেছেন। সুধীজনের দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে তাঁর উপর। কবি, গীতিকার ও সমাজসেবী হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কবি-রচিত সঙ্গীত শ্রবণ করে, কবির সমাজসেবামূলক কাজের ফল লাভ করে কৃতার্থ হয়েছি, এর ফলে কবিকে জানার আকাঙ্খা প্রবল হয়েছে। সে আকাঙ্খাই নিয়ে যায় কবির কবি জীবন থেকে ব্যক্তি জীবনে। একজন নিভৃতচারি কবি সাবির মরমি রসধারায় আপুত করে চলেছেন এবং এখনও গীত রচনায় নিমগ্ন রয়েছেন। বহু দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন, বহুধা বিভক্ত, মানবিক প্রেমে পরিপূর্ণ, ঐশী চেতনা সমৃদ্ধ এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের জীবন প্রবাহের যে সম্পৃক্ততা এবং তার জীবন্ড় প্রবাহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যে সমস্ড় সাধক কবিরা যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে সাবির উলেখযোগ্য। ১৯২৪ সালের ১৫ জুলাই নরসিংদী জেলার বেলাবো থানার হাঁড়িসাঙ্গান গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কবির মাতৃভূমি হাঁড়িসাঙ্গান অতি মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। এ গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে ‘গঙ্গজলী’ নদী প্রবাহিত। দক্ষিণে রয়েছে ‘কয়রা’ নদী। আশেপাশে অনেক গ্রাম। এগুলোর মধ্যে ওয়ারী-বটেশ্বর, কামবারো, আকানগর, চন্দনপুর, গোতাশিয়া ও ভাবলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। পূর্বে এ সব গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল হিন্দু। গীতবাদ্য, পূজা-অর্চনা আর নানারকম খেলাধুলা নিয়ে তাদের সময় কাটতো। এরফলে কবির বাল্যকাল আনন্দঘন পরিবেশে অতিবাহিত হতো। পিতা হানিফ মোহাম্মদ কবির এবং মাতা আছিয়া খাতুন। কবি-পিতা অসাধারণ সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পরোপকার, জনসেবা এবং মানবপ্রেম ছিল তাঁর প্রধান গুন। যার প্রভাব কবির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মাতাও ছিলেন একজন মহীয়সী মহিলা। হানিফ মোহাম্মদ ছিলেন পাঁচ সন্ড় ানের জনক। তাঁদের নাম যথাক্রমে মফিজউদ্দিন আহমেদ, ফুলজান বেগম, রমিজউদ্দিন আহমেদ, মোমিনা বেগম ও সাবির আহমেদ। স্বরনীয় যে, হানিফ মোহাম্মদ গ্রাম্য কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে নিহত হন। তখনো সাবিরের ধরাধামে আবির্ভাব ঘটে নি। তিনি তখন মাতৃগর্ভে। পিতার মৃত্যুর চার মাস পর তিনি ভূমিষ্ট হন। তাঁর লালন পালনের ভার পরে তাঁর মায়ের উপর। শিশু সাবির ধীরে ধীরে বড় হতে

থাকেন। মা আদর করে তাঁকে 'সাঈদ' নামে ডাকেন। সেদিনের ছোট্ট 'সাঈদ' বেশ একটু চঞ্চল ছিলেন। গঙ্গাজলী নদীর প্রবল স্রোতে তিনি ভেসে চলতেন, কখনো বা স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটতেন, কোনো কোনো সময় ডুব দিয়ে হারিয়ে যেতেন গভীর পানিতে। মাঝে মাঝে শিশু সাবির আবার অত্যন্ড় গুর"গম্ভীর হয়ে যেতেন। নদীর ধারে দন্ডায়মান গাবগাছের তলে ধ্যানমগ্ন সাধকের মতো বসে কি যেনো ভাবতেন। এছাড়াও খেয়ালি শিশু-কবি কখনো কখনো মাছ ধরায়, কখনো বা পাখি শিকারে মেতে উঠতেন। শৈশব থেকে বাল্যে পদার্পন করে কবি গ্রাম্য খেলাধুলায় আনন্দ পেতেন। তবে খেলাধুলায় মত্ত হয়েও লেখাপড়ায় তাঁর আলস্য ছিল এমন নয়। বালক সাবির এ সময় বিদ্যালয়ে গমন করেন। মূলতঃ সাবিরের বাল্যশিক্ষা শুর" হয় তাঁদের পারিবারিক মক্তবে। ঐ মক্তবের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কবির চাচা তাজ মুহম্মদ। তাঁর যত্নে করির প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মফিজউদ্দিন আহমেদও ঐ মক্তবের শিক্ষক ছিলেন। তাজ মুহম্মদ এবং মফিজউদ্দিন আহমেদের যৌথ সহায়তায় সাবিরের শিক্ষা প্রসার লাভ করে। মক্তবের শিক্ষা শেষ করে সাবির আহমেদ দক্ষিণদুরো জুনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কবির গ্রাম থেকে এ বিদ্যালয়ের দুরত্ব দু'মাইল। কবি হেঁটে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতেন। প্রখ্যাত ফোকলোর গবেষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ছিলেন এ বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক। বালক সাবির এ আদর্শ শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। বছরের পর বছর সাবির যে কতিত্বেও সাথে উচ্চ শ্রেণীতে উঠে যেতে থাকেন। ১৯৪৫ সালে সাবির আহমেদ এ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। ঐ বছরই ঢাকায় তিনি আহসানউলাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ওভারশেয়ার কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালের শেষভাগে তিনি সাব-ওভারশেয়ার পাশের সনদপত্র পান। তবে, যখন ঐ প্রতিষ্ঠানটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হয়, তখন তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপোমা কোর্স অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। যথাসময়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপোমা কোর্স সমাপ্ত করে তিনি সনদপ্রাপ্ত প্রকৌশলী হিসেবে স্বীকৃতি পান। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-জীবন তাঁর এখানেই শেষ হয়ে যায়। এরপর সাবির আহমেদ চৌধুরী সি. এন্ড বি. বিভাগে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন চাকুরী করার পর তিনি চাকুরী ছেড়ে দেন। এ সময় শুর" হয় তাঁর ভবঘুরে জীবন। কোথায় কখন কিভাবে তাঁর সময় কাটতো এদিকে খেয়াল নেই। পীর ফকিরের মাজারে, সাধু-দরবেশের আস্ড়নায়, মসজিদ-মন্দিরে এবং কখনো কখনো গুণী ব্যক্তির দরবারে থাকতেন তিনি। শোনা যায়, ঢাকার বড়কাটরা মসজিদের মোয়াজ্জিনের কাছেও তিনি কিছুদিন ছিলেন। উলেখ্য, ঢাকার বাবু বাজারে হযরত বাহার শাহের আস্ড়নায় থাকাকালে একটি ঐশী-ভাবনা জেগে ওঠে তাঁর অন্ড়রে।

জীবন ও জগত সম্পর্কে তাঁর মনে আসে গভীর চিন্ড়া। স্রষ্টার প্রতি গভীর বিশ্বাসে তাঁর প্রাণ ভরে ওঠে। তাইতো তিনি বলছেন এভাবে-

আমায় নিয়ে আমার আমি
খেলছে সর্বদাই
আজব তাঁর এ খেলার রীতি
একটু বিরাম নাই ॥

এ জীবন সত্যিই প্রহসন বৈকি! ঘর-সংসার, প্রেম-বিবাহ, মিলন-বিচ্ছেদ ইত্যাদি কত মায়ার খেলা চলছে জীবনে। নশ্বর এ জীবন চিরদিনের নয়। জগৎ সরাইখানা মাত্র। দু'দিনের এ বিচরণক্ষেত্র ছেড়ে যেতেই হবে। কেউ তা রোধ করতে পারবে না। পার্থিব কর্মকাে লিপ্ত থেকে পরপারের পাথেয় সঞ্চয় থেকে বঞ্চিত হলে, তার আর কোনো উপায় নেই। সেই রাজাধিকাজ যেদিন তলব দিবে, সেদিন নিকাশ দিতে তাঁর সমীপে উপস্থিত হতেই হবে। এর অন্যথা হবে না, এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। যেদিন আসবে শমন বাঁধবে কষে, সেদিন কেউ হবে না সঙ্গের সাথী। বিশ্ব থেকে চিরবিদায় এটি চিরসত্য, এই যাত্রা অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা অনন্ড় কালের যাত্রা। তবে এ যাত্রা যেন শূন্য হাতে যাত্রা না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সে জন্যে কর্ম প্রয়োজন। কিন্তু কর্ম সম্পাদন আর হয় কই? কবি দুঃখ করে গেয়েছেন-

তবু যে হায় আমরা মানুষ,
রঙ তামাশায় রই যে, বেহুশ,
ভাবি নাই যে কে আমাদের
মহাপারের যে কান্ডারী ॥

একবার অবশ্য ভাবা দরকার যে, যতোই মহাসুখে মগ্ন হই না কেনো, যতোই সে মাহপ্রভুকে বিস্মৃত হয়ে যাই না কেনো, এ জীবন, এ জগৎ মিথ্যা-

মানব জীবন এই
এই আছে, এই নেই,
সিন্ধু-সাগরে এক
বিন্দু সমতুল।

তবে তাঁর মনে এ চিন্ড়াও প্রবল হয় যে, "জাগতিক চিন্ড়াকে বাদ দিয়ে অধ্যাত্ন-চিন্ড়া দাঁড়াতে পারে না। জীবনে রয়েছে অনেক কর্তব্য, অনেক দায়িত্ব।"

(মযহারুল ইসলাম, কবি পাগলা কানাই)

সংসার, সমাজ, সংসারের মানুষ- এ সবও উপেক্ষার বিষয় নয়। এ রকম চিন্ড়া করে কবি আবার ফিরে আসেন কর্মজীবনে। ১৯৪৮ সালে সাবির আহমেদ পুনরায় চাকুরী গ্রহণ করেন এবং তদানীন্ড়ন সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিযুক্ত হন। অবিলম্বে তিনি কর্মস্থলে যোগ দেন। সুনামগঞ্জে চাকুরী জীবনে সাবির আহমেদ লাভ করেন অনেক অভিজ্ঞতা। সাপ্তাহিক সাদেক পত্রিকার সম্পাদক কবি প্রজেশ কুমার রায়, দৈনিক সোলতান পত্রিকার সম্পাদক মকবুল হোসেন চৌধুরী, সুনামগঞ্জ কলেজের উপাধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মরমি কবি হাসন রাজর পুত্র একলিমুর রাজা, তৎকালীন মন্ত্রী অক্ষয়কুমার দাশ প্রমুখ গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে এসময় তাঁর সহৃদয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুনামগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক কাজী মকিমউদ্দীন, মুনসেফ আমীর আলী জোয়ার্দার প্রমুখ তাঁর বন্ধু বলে গণ্য হন। এখানে থাকাকালে প্রখ্যাত মরমি সঙ্গীত শিল্পী নিমলেন্দু চৌধুরীর সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটে। নির্মলেন্দুর সুমধুর গান তাঁকে মুগ্ধ করে। "সাবির আহমেদের জীবনে এ সময়ের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মরমি কবি হাসন রাজার সঙ্গীত ও দর্শনের প্রভাব। সুনামগঞ্জের আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত হাসন রাজার গানের উদাসী সুরে তন্ময় হতেন। মুগ্ধ মনে গানের মমার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন।"

(ড. মৃদুলকান্ড়ি চক্রবর্তী, কবি সাবির ও তাঁর গান)

খ. বংশ লতিকা (সাবির আহমেদ চৌধুরী)

১. কবির পূর্বপুর"ষ থেকে কবি কাল পর্যন্ড়

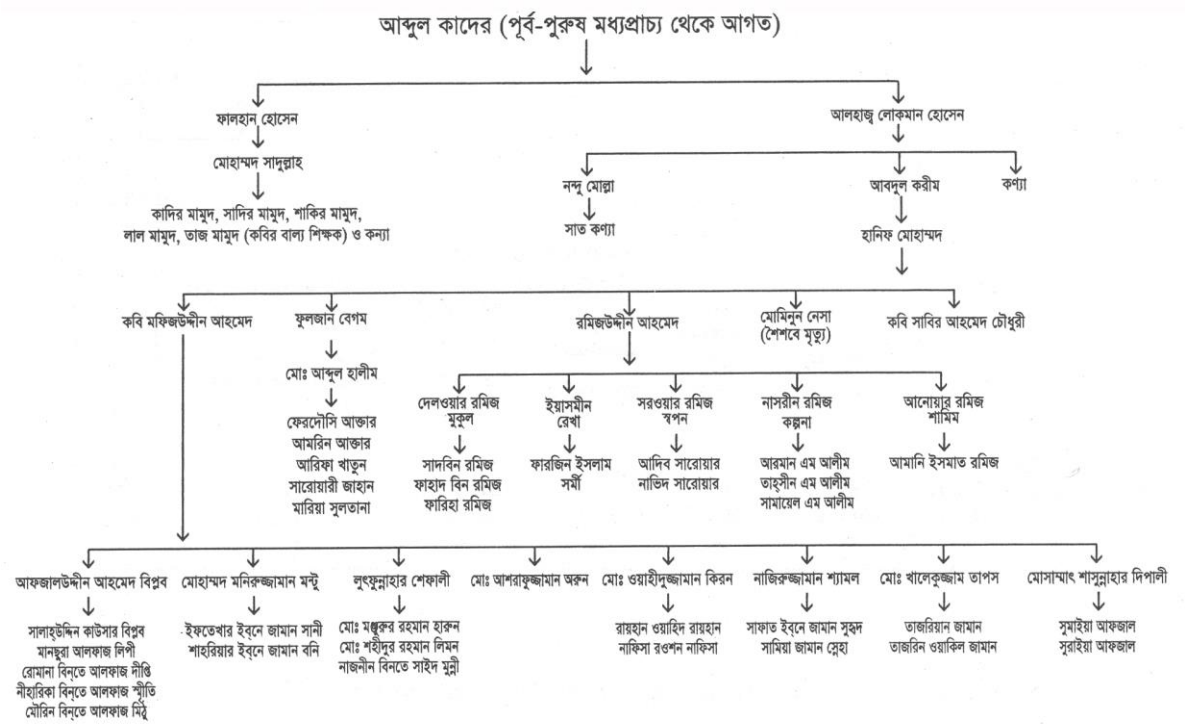

২. কবি থেকে পরবর্তী পুরুষ পর্যন্ত

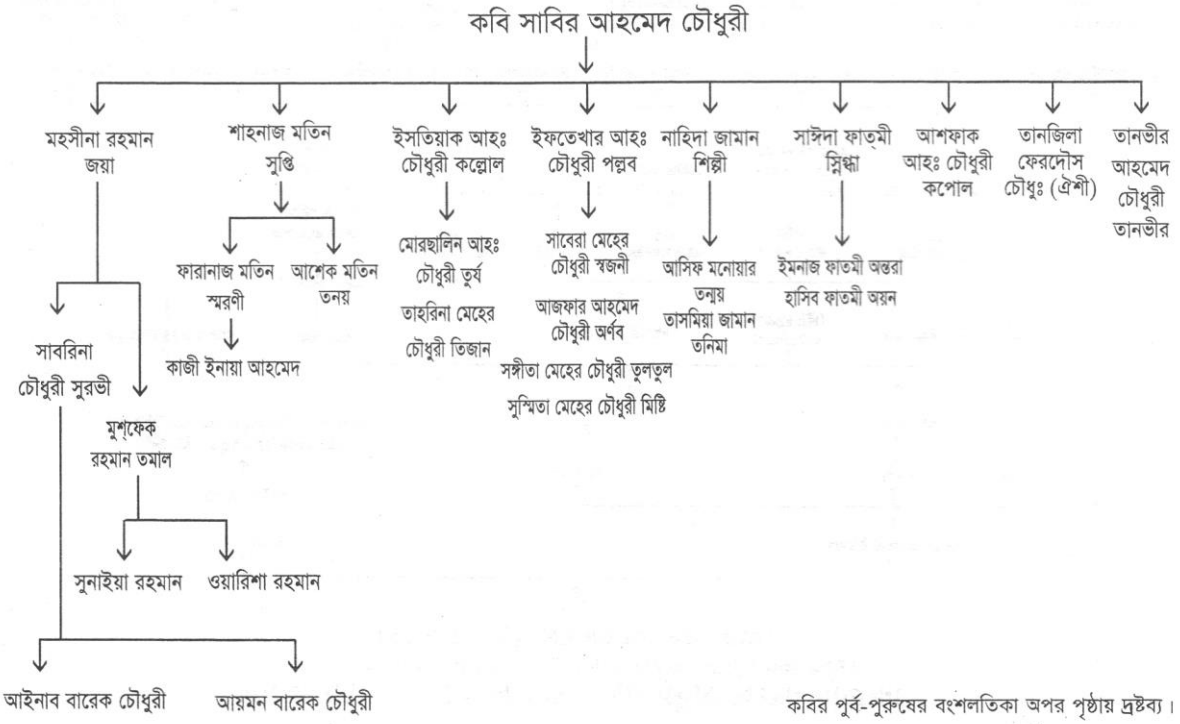

কবির পুর্ব-পুরুষের বংশলতিকা অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গ. কবিকুঠি

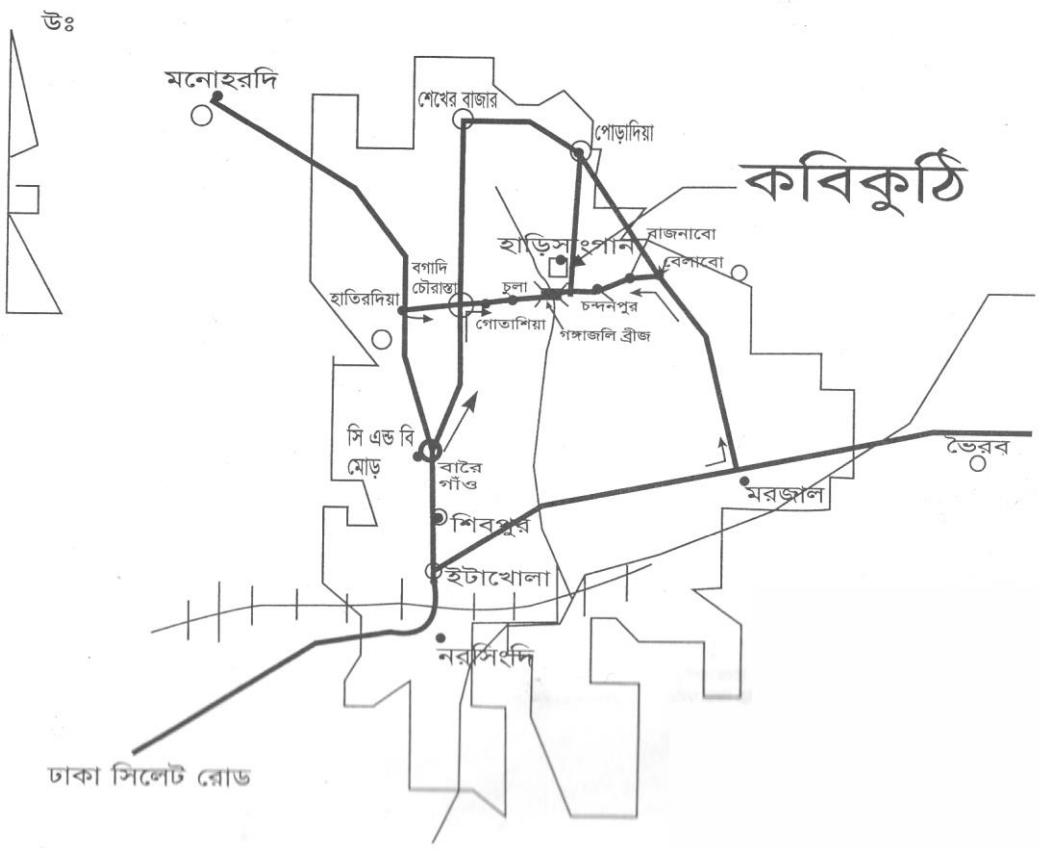

ঘ. কবির হাতের লেখা গান

১.

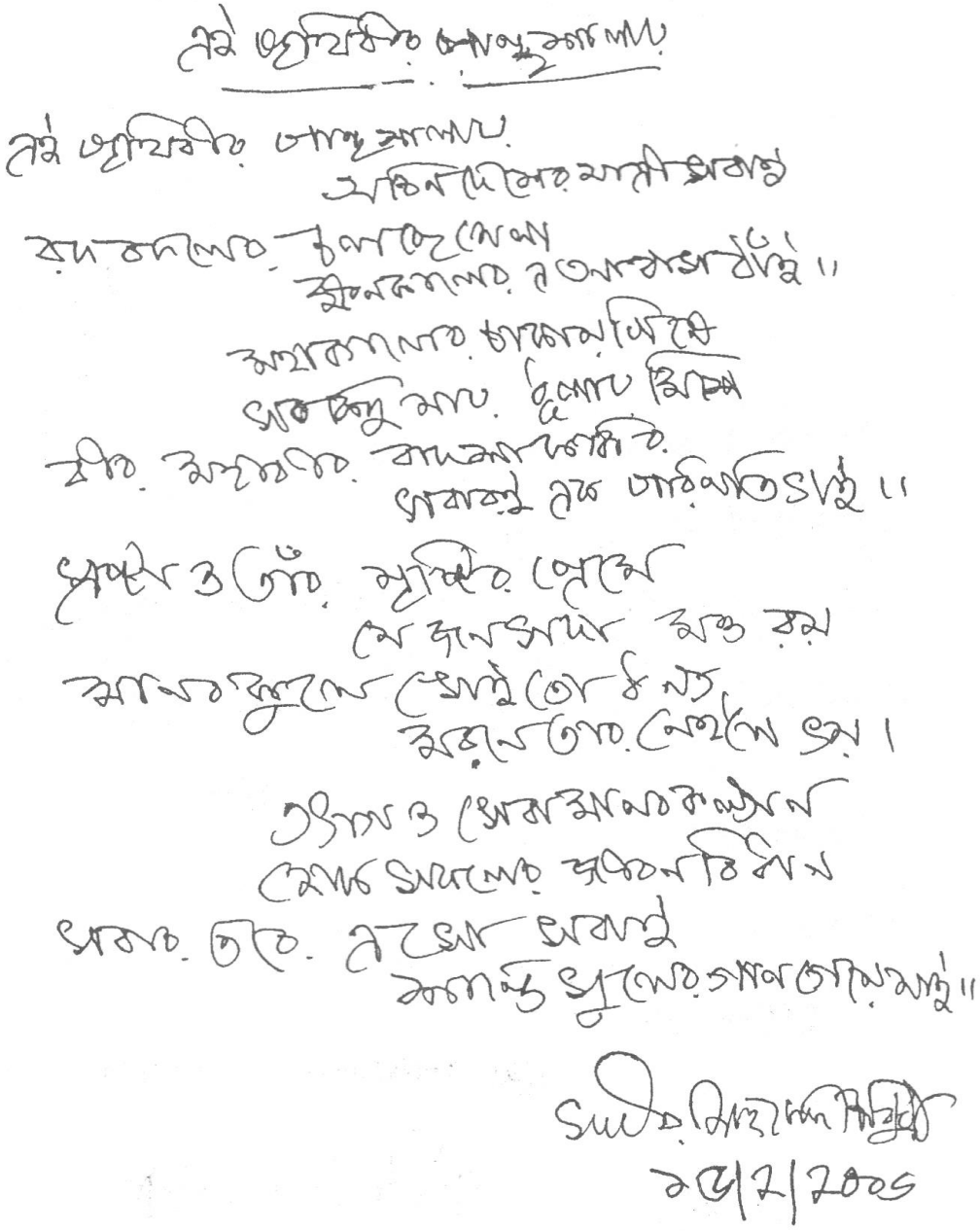

২.

তুমিই বলো কাঁদন কেন

তুমিই বলো কাঁদন কেন
কেন হলো এই [illegible] মানা
চাঁদ মিলালো [illegible] আশায়
[illegible] তোমার আমার ভাষা ।।

উড়ে মানুষ নাটাই হাতে
অনন্তের দিগন্ত বিহারী
বিস্তৃত [illegible] যেন
মানবের [illegible] পথচারী
অপার [illegible] ভুলে কাঁদে
সাজাই তোমায় আপন মনে
চলার পথে মুক্ত আকাশ
[illegible]
অপার সিন্ধু বিন্দু কণা
[illegible]
[illegible]
[illegible]
আমার [illegible] সেথায়
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।।

[illegible]
২৩/২/২০০৫

৩.

যেদিন আমি আকাশবাণী

যেদিন আমি আকাশবাণীর
পরিবারের মেলাঘরে
ভাবনার কথা ভেবে মনে
কতো নামে অশ্রু ঝরে ॥
সকলের মুখে শান্তি কামনা
সেইতো ছিলো সুষ্ঠু আচার
চিরস্মৃতির মুগ্ধ অন্তরে
তোমরা সবাই সেই কর্মধার
বিরহের এক চিন্তু ভরা
[illegible] ॥
[illegible]
উপলব্ধি নিষ্ঠা কাজেতে
সুস্থ সাহসী তোমার দিতে
রইলো আমার দিবস রাত ।
স্মৃতি যেন [illegible]
শেষ ইচ্ছা আমার
এই অনুভবে আমাদের
মিলে তোমার কাব্যকথা
বাঁধার আশায় মুক্ত হয়ে
কাটাবে মোদের দিনগুলি ভরে ॥

[illegible]
৩১/১২/২০০৫ ইং

ঙ. গানের সাধারণ পরিচিতি

সাবির একজন ভাববাদী সাধক। ১৯৩৬ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় লিখিত তাঁর প্রথম কবিতা চিরন্ড়ন ছাপা হয়েছিল দৈনিক আজাদ পত্রিকার মুকুলের-মহফিলের পাতায় ১৯৪৬ সালে। বাল্যকাল থেকে অদ্যাবধি সাবির কবিতা রচনা করেছেন, মূলতঃ তিনি একজন মরমি কবি। দক্ষিণধুরো জুনিয়র বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় প্রখ্যাত ফোকলোর গবেষক পন্ডিত মোহাম্মদ হানিফ পাঠানের কাছ থেকে প্রথমে সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা তাঁর জীবনের গতিকে একটি আলোকিত দিকে ফিরিয়ে দেয়। কাব্যরস আর গীতিমাধুর্যের সম্মিলন ঘটেছে তাঁর রচিত গানে। শুর“তেই যে কবি লেখেন 'চিরন্ড়ন' কবিতা, তাঁর কবিকর্ম চিরন্ড়ন ব্যপ্তি নিয়ে, অনির্বাণ দীপ্তি নিয়ে, অমর জীবন নিয়ে সাহিত্য ভূবনে অক্ষয় অবদান রূপে প্রতিভাত হবে এই তো স্বাভাবিক। দুই সহস্রাধিক গান উপহার দিয়ে সাবির আজ বিরল কবি প্রতিভা হতে চলেছেন । তিনি এখনও সতেজ-সজীব এবং আন্ড়রিক আশা আরও গীত রচনা করে আমাদের অনুপ্রাণিত ও আপুত করবেন গীত সুধারসে। কবি রচিত মোট কাব্যগীতির সংখ্যা হলো সাতটি। এগুলি হলো- আমার মনের ফুলদানীতে, এই কথা সেই সুর, ইসলামী উপলক্ষের গান, শত হামদ্ শত নাদ, ঐশী জ্যোতি, পৃথিবী আমার ঘর, এই দেশ এই মাটি। এছাড়া আমার মা নামে একটি গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন। গানগুলিতে কবির গভীর অনুরাগ-অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে মানবতাবাদ থেকে বিশ্বজয়গানে। মানুষের প্রতি সুগভীর আস্থা, মানুষের ভেদাভেদ অতিক্রম করে, ধর্মের সকল বিভেদ পার হয়ে বিশ্বমানবতার মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলতে চান এই বিশ্বকে। কবি বলেন-

"সকল দেশের সকল মানুষ
কেউ নয় কারো পর
সারা দুনিয়ায় যার যেথায় খুশি
যেখানে বেঁধেছে ঘর
এসো গড়ে তুলি সাম্যপ্রীতির
এ বিশ্বসংসার ॥"

(সাবির আহমেদ চৌধুরী , পৃথিবী আমার ঘর)

কবি দেশ-মাটি-মানুষকে ভালোবাসেন। দেশটাতো কেবল মৃন্ময় নয়, চিন্ময়। তাঁর রচনায় যে অধ্যাত্মভাব, বিশ্ব-মানবিকতা ফুটে উঠেছে তা বাংলা সংগীতের এক ঐশ্বর্যময় সংযোজন বলতে হবে। আমি সত্তায় আস্থাবান কবি সাবির মিলিত হতে চান পরম সত্তার সঙ্গে। "এটিই মূলত: মরমি চেতনা

এবং এরই প্রবল প্রকাশ সাবিরের গানে লক্ষ্য করা যায়, সে জন্যই তিনি মরমি কবি। যেমন করে আশেক মিশতে চায় মাশুকের সঙ্গে প্রেমের বাহুডোরে।"

(মযহারুল ইসলাম, কবি পাগলা কানাই)

সর্বোপরি তাঁর সমর্পণ সেই পরম স্রষ্টার কাছে। তাইতো তিনি বলছেন এভাবে–

চাইনা আমি কিছু নিজের লাগি
তোমার কাছে পাগল
পূণ্য যদি করেই থাকি
পরকে দিয়ো সকল ॥

চ. মরমি সাধনার ধারা ও সাবির

সাবির মানবতাবাদী বিশ্বমানব-প্রেমিক ব্যক্তিত্ব , বিশ্বমানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই কবি তাঁর বহুমাত্রিক জীবনবাদ ও আধ্যাত্মিক অনুভব দিয়ে অসংখ্য মরমি গান রচনা করেছেন। "একজন আধুনিক মনস্ক কবি একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও আবহমান বাংলার ঐতিহ্যকে ধারণ করে যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনায় সত্য, শুভ-সুন্দরকে খুঁজে ফিরছেন বৈচিত্র্যময় গানের ডালি সাজিয়ে। পেশায় একজন স্বার্থক প্রকৌশলী আর নেশায় আজীবন গীতি কবিতায় নিমগ্ন।"

(ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, কবি সাবির ও তাঁর গান)

তাঁর উদাস হৃদয়ের মাঝখানে সবসময় বেজে উঠেছে পরম সত্তার মধুর সংগীত। কবি সর্বক্ষণই অনুভব করেন সেই শক্তিমানের লীলাখেলা। প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড তাঁরই ইশারায় পরিচালিত হয়। পরম শক্তিমানের সাথে কবির নিবিড় যোগসুত্র রয়েছে। কবির সংগীতে সে কথাই পাই–

অন্তর দিয়ে অন্তর দেশ
খুঁজে দেখ মনা ভাই
মনের ঘরে করেন বিরাজ
মহান মালিক সাঁই ॥

মরমি চিন্তাধারায় সাবির নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গানে বৌদ্ধ দর্শনের মূল সুর চর্যাপদ থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান, মুর্শিদী, মারফতি, ইসলামী তথা সুফি ভাবধারার মধ্যে প্রায় সর্বত্রই একটা মানবতাবাদী দর্শনের সাযুজ্য বিদ্যমান। এজন্য তাঁর গান বাংলাদেশ, ভারত সহ বিশ্বের অনেক দেশের আকাশ জলমাটি স্পর্শ করে সুধীজনের কাছে পৌঁছেছে

। "গানের ভাষা যেমন সহজ ও সরল, ভাবের দিক থেকে তেমনি গভীর যা হৃদয় স্পর্শ করে। তথ্যপ্রবাহের অবাধ যুগে আর প্রযুক্তির কল্যাণে সাবির রচিত গান অডিও, সিডি, ভিসিডিতে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য শিল্পীরা গেয়েছেন এবং ধারণ করেছেন।"

(সুধীন দাশ, সাবির সংগীত স্বরলিপি)

মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় যাবো, কি তার শেষ পরিণতি, ইহকাল ও পরকাল, স্বর্গ, নরক এসব হাজারও প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছি আমার সকল গানের মাধ্যমে। "মরমিবাদ, ইসলামীবাদ, সুফীবাদ, অধ্যাত্ব ভাবদর্শন, মানবতা বিবর্জিত নয়।"

(জাহান-আরা বেগম, বাংলাদেশের মরমি সাহিত্য)

যে যার মতো ধর্মীয় অনুশীলন করেও স্রষ্টার প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব নয় যদি না ভক্তমনে মানবতাবোধ থাকে। আমি স্রষ্টার কাছে মানুষের মুক্তি চেয়েছি। আমার সকল গানের মাধ্যমেই মানবতার কথা বলেছি। আমার মনে বারে বারে প্রশ্ন উঠছে আমি কে? স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির রহস্য কি? আমার তুমির হিসাব মিলাতে বারে বারে হিসাব ভুল করেছি। এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হাজার প্রশ্নের জটিলতার আবর্তে জড়িয়ে পড়েছি। হারায়ে গেছি ভাবের দেশে। বেদ, বাইবেল, পবিত্র কোরআন, গীতাসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে সত্য সুন্দরকে আহরণের চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকদের জীবন দর্শন থেকে মূল্যবান তথ্য আহরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকদের জীবন দর্শন থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঐশী চেতনায় অনুভবে আপুত হতে চেষ্টা করেছি। তর্ক উঠেছে নিজের মনে বার বার। সে সব তর্কের সমাধান সহজ অর্থে সম্ভব নয় আদমকে স্বর্গ ছাড়া করা না হলে স্বর্গের অবস্থা কি হতো। মাটির পৃথিবীতে মানুষ না এলে কোন প্রজাতির দখলে পৃথিবী থাকতো। আদমকে সিজদা না করা কি শয়তানের মতিভ্রম নাকি- মহান স্রষ্টার লীলাখেলা। ঐ সব হাজার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছি আমার কাব্য কথায় গানের মধ্যে। ইসলাম মানবতারই ধর্ম। আমার নিজের পূণ্যের বিনিময়ে পরকালেও মানুষের মুক্তি চেয়েছি। দেশের কথা বলেছি জাতি ও বিবেকের কথা বলেছি। দেশ ও জাতি বাদ দিয়ে তো সমাজ হতে পারে না। আমি বিচিত্র মাধ্যমে গান লিখছি তবে সব গানেরই মূল সুর এক। স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর সৃষ্টির মঙ্গল কামনা। বিশ্বপ্রেমই স্রষ্টা, প্রেমের পাদপিঠ এ তথ্যে আমি বিশ্বাসী। মানুষের মাঝে আমার এ ভাবনা প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করেছি। যদি এ ভাবনা আরও প্রসার হয় তবে মানুষের কল্যাণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মরমি সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই এটা, বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে জাতধর্ম আর ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে ওঠা। সকল ধর্মের নির্যাস, সকল সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ভেতর দিয়ে সাধক আপন করে নেন। বাল্যকাল থেকে অদ্যাবধি সাবির কবিতা রচনা করেছেন । কাব্যরস আর গীতিমাধুর্যের সম্মিলন ঘটেছে তাঁর রচিত গানে। শুর“তেই যে কবি লেখেন 'চিরন্ড়ন' কবিতা, তাঁর কবিকর্ম চিরন্ড়ন ব্যপ্তি নিয়ে, অনির্বাণ দীপ্তি নিয়ে, অমর জীবন নিয়ে সাহিত্য ভূবনে অক্ষয় অবদান রূপে প্রতিভাত হবে এই তো স্বাভাবিক। দুই সহস্রাধিক গান উপহার দিয়ে সাবির আজ বিরল কবি প্রতিভা হতে চলেছেন । তিনি এখনও সতেজ-সজীব এবং আন্ড়রিক আশা আরও গীত রচনা করে আমাদের অনুপ্রাণিত ও আপুত করবেন গীত সুধারসে। তাঁর রচনায় যে অধ্যাত্মভাব, বিশ্ব-মানবিকতা ফুটে উঠেছে তা বাংলা সংগীতের এক ঐশ্বর্যময় সংযোজন বলতে হবে। মূলতঃ বিচিত্র ভাবরসের সম্মিলন ঘটেছে সাবিরের গানে। দেশপ্রেম, মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ যেমন তাঁকে আপুত করে, তেমনিভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধে উদ্দীপ্ত করে তোলেন শান্ড়রসের নান্দনিকতায় গানের ভিতর দিয়ে। তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষের কিছু কিছু চিরন্ড়ন হৃদয়বৃতি আছে, যা আবহমানকাল ধরেই ক্রিয়াশীল থাকে। তাঁর জীবনদর্শন হচ্ছে মানুষের কল্যাণ-প্রয়াস এবং বিশ্বজনীন মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। সে মানুষ হিন্দু না মুসলমান না খৃষ্টান না বৌদ্ধ না জৈন্য তার বিচার করেন নি। তিনি মানুষ আর মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলছেন এভাবে–

সৃষ্টার নেই বংশ-বিচার
নেই কোনো তাঁর জাতিকুল
মানব-কুলের সবাই মানুষ
জাত-পরিচয় সবই ভুল ॥

এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হলে চিত্তের প্রসার ঘটাতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেন দেশ ও জাতি ধর্মের উর্দ্ধে উঠে আত্মার স্বরূপ আবিষ্কার করতে হবে। চিনতে হবে নিজকে এবং মানুষকে। কারণ এই মানুষে মানুষ আছে। তাকে চিনতে হবে, জানতে হবে। বিশ্বমানব-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। এই বিশ্ব মূলত স্রষ্টার রূপের অপরূপ প্রকাশ। এ যেন তাঁর আত্মবিকাশ। সেই মহাসত্যের বান্ড়ব রূপায়ন, মহাপ্রভুর রূপ-ধারণ। নিরাকার রহস্যময়ীর স্বরূপের অভিব্যক্তি। অসীমের লীলা সসীমে সীমাবদ্ধ হওয়া। স্রষ্টার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-লীলায় তাঁরই মহিমা প্রকাশ। কবি তাই বলেছেন–

রূপ অরূপের শুধুই খেলা
দেখছি জগত জুড়ে
তাঁরই বাঁশি সবকে ঘিরে
বাজছে মধুর সুরে ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালী মানস ও মরমিবাদ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এর একদিকে ছোট বড় পর্বতশ্রেণী, অন্যদিকে সুবিশাল সমুদ্র। মাঝে মাঝে সমতল ভূমি। দেশের অভ্যন্ড়রে মালার মত ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল আর হাওড়-বাওড়। এই সব নদী দ্বারা বাহিত পলিমাটির আর্দ্র কোমলতা মানুষের মনকে গ্রাস করেছে। তাই দেখা যায়, বাঙালি সহজে যেমন অপরকে হৃদয়ে মিশিয়ে নেয়, তেমনি নিজের স্নেহরসে অপরকে সিঞ্চিত করতেও তার সময় লাগে না। হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ সাধনের এই যে নৈপুণ্য- এই নৈপুণ্যই বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে একটি বিশিষ্ট আসন দান করেছে।" বাঙালি তার আপন সংস্কৃতির দ্বারা চিহ্নিত। এই সংস্কৃতি সর্বজনীন সংস্কৃতি।"

(জাহান-আরা বেগম, বাংলাদেশের মরমি সাহিত্য)

নিজের শ্রমলব্ধ অন্ন দ্বারা ক্ষুদিতকে সেবা করার যে প্রবণতা, তা বাঙালি চরিত্রেরই বিশিষ্টতা। সে মনে করে , মানুষকে সেবা করা মানেই ঈশ্বরকে সেবা করা। ঈশ্বর বাঙালির সব কিছু। দুঃখে-দৈন্যে, রোগে-শোকে, আনন্দে-কর্মে সে স্বরণ করে ঈশ্বরকে। ঈশ্বর চেতনা মানেই ধর্ম চেতনা। মনে হয় সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর বুঝি ইচ্ছা করেই ধর্মের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংলার জলবায়ুতে। তাই এর বীজ বাঙালি হৃদয়ের গভীরে মূল বিস্ড়র করে দিয়েছে সবার অলক্ষ্যে। তাই কোনো অবস্থাতেই ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে চিন্ড়া করতে পারে না। "যুগে যুগে কত রাজা এলো,কত রাজা গেল, কত সংস্কৃতির উত্থান-পতন হলো, বিচিত্র তাদের আচরণ, বিচিত্র তাদের ধর্মবিশ্বাস। কিন্ত্র কোনো কিছুতেই বাঙালি তার নিজ বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয় নি। বরং সব কিছুকে গ্রাস ক'রে আপন মনের মাধুরীতে আপনিই হয়ে উঠে সমুজ্জ্বল।"

(ড. সালাহউদ্দীন আহমদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ)*

"এ জন্যেই বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে বাঙালিকে আলাদাভাবে চেনা যায়। বাঙালির ক্রিয়া-কর্ম সব কিছুতেই তার এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সবিশেষ লক্ষ্যযোগ্য।"

(সাবির আহমেদ চৌধুরী , পৃথিবী আমার ঘর)

এই যে বাঙালি স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে– এর কারণ নির্ণয় করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুর মধ্যে এমন এক মাদকতা মিশানো আছে, যার দরুন প্রক্রতি একদিকে হয়েছে সবুজ-শ্যামল, অন্যদিকে হয়েছে রুদ্র-ভয়ঙ্কর। এদেশের মানুষের মনের উপরও পড়েছে এই প্রকৃতির ছাপ। শষ্য-শ্যামল মাঠ, সবুজ গাছ-গাছালি, পাখির মন-মাতানো গান, বহমান নদীর কলতান এদেশের মানুষকে করে তুলেছে ভাবুক-উদাস। কিন্তু তাই বলে সে বৈরাগীর একতারা হাতে নিয়ে বিবাগী হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। সংসার জীবনে তাকে করতে সংগ্রাম–কঠোর সংগ্রাম। জীবিকার অন্বেষণে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে ক্ষেতে-খামারে, শহরে-গঞ্জে, কলে-কারখানায় উদয়ান্ড় পরিশ্রম করতে হয়।

তারই মাঝে দুদ অবসর যখন হাতে আসে, তখন সে বসে পড়ে গাছের ছায়ায়- কর্ণ-কুটিরের দাওয়ায়। সুদূর দিগন্ড়ে ক্লান্ড় দৃষ্টি প্রসারিত করে। গভীর ভাবনা আপনা থেকেই তার অন্ড়রে এসে ঘুরপাক খেতে থাকে। সে ভাবনা প্রধানত ঈশ্বর চিন্ড়ার দ্বারাই প্রভাবিত। সংসারের প্রতি দায়িত্ববোধের প্রেরণায় তাকে সংগ্রাম করতে হয় ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্য তার রণ ক্ষেত্রে নয়- সাধন ক্ষেত্র। সে সাধনা জীবনসাধনা। আত্মার সাধনা। অন্য কিছুতে তার হৃদয় নেই- হৃদয় তার এক তারার সহজ সুরে। তাই তো সংসারে সংগ্রামী ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কর্তব্যের যুপকাষ্ঠে মাথা দিয়েও দৃষ্টি তার বা বা ফিরে যায় বনবীথির শান্ড়-ছায়ায়-নদীর উপরখ । বাস্ড়ব জীবনে এই দ্বৈতচাপের মধ্যে পড়ে অধিকাংশ মানুষই হারিয়ে যায় সংসারের শত চোরাগলির ভিড়ে। আবার কেউ কেউ বেরিয়ে আসে প্রাণান্ড়িক শক্তিতে কাঁধের জোয়াল ফেলে দিয়ে; সংগ্রামের হাতিয়ার নিক্ষেপ করে ঢুকে যায় বিজন ভূমিতে- জনপদের এক প্রান্ড়ে নির্জন কুটিরে। আধ্যাত্মিক চিন্ড়া-ভাবনায় হৃদয় তারে আপুত হয়ে ওঠে। অন্ড়রে অনির্বাণ আলোর শিক্ষা জ্বালিয়ে তারা অন্বেশন করতে থাকে বিশ্ব-ব্রক্ষা ের অতল-অন্ধকারের আড়ালে রয়েছে যে রহস্যময়- তাকেই। ভোগবিলাস, কামনা-বাসনা প্রভৃতি ষড়-রিপুর দ্বারা তাড়িত সাধারণ মানুষের মতো তখন আর তারা থাকে না। তখন তারা অধ্যাত্মবাদী-মরমি সাধক। ভজন-সাধন আর আরাধনার দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়াই হয় তাদের মূল লক্ষ্য। তাদের অন্ড়রের আবেগ-আকুতি-ধ্যান-ধারণা সম্পৃক্ত রচনাকেই বাংলা সাহিত্যে মরমি সাহিত্য নামে আখ্যায়িত করা হয়। “আসলে অধ্যাত্ম জীবন-সম্পর্কিত গভীর অনুসন্ধিৎসা তাদের মর্মমূলে যে ভাবের সৃষ্টি করে সেই ভাবের বাণীময় রূপই মরমি সাহিত্য। এ সাহিত্য নির্ঝরিণীর মত স্বতোৎসারিত- মর্মমূল থেকে উৎসারিত। কে এই জগতের নিয়ন্ড়া, কি তার স্বরূপ, মানব জীবনের উৎস কি, কেনই বা জীবন সৃষ্টি হলো পৃথিবীতে, কি তার উদ্দেশ্য, পরিণতিই বা কি ইত্যাকার প্রশ্নরাজি বাঙালির ভাবুক দৃষ্টিকে করে তুলেছে তত্ত্বাশ্রয়ী।”

(আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য)

এসব চিরন্ড়ন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে খুঁজতে দৃষ্টি তার চলে যায় সুদূর রহস্যলোকের অন্ধকার রাজ্যে। খুঁজতে থাকে তার সিংহ দরজার চাবি। সেই চাবি যার হস্ড়গত হয় সে সিদ্ধপুর"ষ- যার হয় না সে ব্যাকুল হয়ে মাথা খুঁড়তে থাকে সেই অন্ধকারের বন্ধ দুয়ারের সামনে । এমনি করেই গড়ে উঠেছে অধ্যাত্মবাদ বা মরমিবাদ।

মরমিবাদের পরিচর্যা করা হয় মরমি সাধনার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের মরমি সাধনার বহু ও বিচিত্র পন্থা রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মমতকে কেন্দ্র করেই এসব পন্থার উদ্ভব। যেমন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনা, নাথ সাধনা, হিন্দু যোগসাধনা, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি। তবে এসব সাধনার সঙ্গে ইসলামের সুফি-সাধনা মিশ্রিত হয়েই বাংলার মরমি সাধনাকে ব্যাপক, উজ্জ্বল ও শক্তিশালী করে তুলেছে। এই শক্তিশালী মরমি সাধনার স্বরূপকটিকে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে সামাজিক পটভূমি। "এদেশে যুগে যুগে নানা জাতির শাসন কায়েম হয়েছে আবার পতন হয়েছে। এমনি করেই এসেছে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং সর্বশেষে মুসলমান। "

(ড. মৃদুলকান্ড়ি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা ;হাজার বছরের বাংলা গান)*

ইতিহাসে থেকে জানা যায়, সেন রাজাদের শাসনের শেষভাগে সমাজে নানাবিধ অনাচার ও কুসংস্কার চরমে উঠেছিল। এদেশের মধ্যে যে বিভ্রান্ড়ি ও বিশৃংখলা বিরাজ করছিল তারও কারণ ছিল। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ শাসিত। ব্রাহ্মণরা উচ্চকোটির লোক। এরাই দেশের শাসন ক্ষমতার প্রতিভূ। সমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় এক বর্ণের লোকেরা অন্য বর্ণের লোকদের ঘৃণা ও অবিশ্বাস করতো। পরস্পরের মধ্যে মিল তো দূরের কথা, বরং স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতো। উচ্চকোটির ব্রাহ্মণরাই ছিল ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ও শাসনের অধিকারী। তারা কেবল নিজেদের সুখ-সুবিধা নিয়েই মশগুল থাকতো। অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের চিন্ড়া বা ইচছা কোনোটাই তাদের ছিল না। সমাজে বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মাবলম্বী যারা ছিল, তারা এদের ভয়ে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছিল। সেই লাঞ্ছিত জনমনের বন্ধ বাতায়নে ইসলামের উদার হাওয়ার প্রবাহ ইতিমধ্যেই শুর" হয়েছিল। আরবের মুসলিম বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে বহু আগে থেকেই আসা-যাওয়া শুর" করেছিল। তাদের প্রভাবে এদেশের নিম্নশ্রেণীর বহু লোক ইসলাম গ্রহণ ক'রে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে ফেলেছিল। সেই সময় আরব, পারস্য থেকে বহু দরবেশ-সাধক ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন। এঁদের আন্ড়রিক প্রচেষ্টায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাড়তে থাকে। এই সময় দেশে হিন্দুদের সঙ্গে বৌদ্ধদের ও হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মীয় মতবাদের পার্থক্যহেতু বিদ্বেষ যেমন চরমে উঠেছিল তেমনি উচ্চকোটি সুবিধাপ্রাপ্ত সুখী মানুষের সঙ্গে নিম্নকোটির উৎপীড়িত মানুষের বিরোধ ও বৈষম্য চরমে

উঠেছিল। ঠিক এই অবস্থায় তুর্কীরা অভিযান চালিয়ে এদেশ দখল করে নেয়। মুসলামন শাসন কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু পীর-দরবেশ-আউলিয়া ও সুফি সাধক আরব ও মধ্য-এশিয়া থেকে আগমন করেন ইসলামের মহান বাণী প্রচারকল্পে ও মানুষের আত্মিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে। তাঁরা প্রচার করলেন এক নতুন কথা, আত্মা সকল শক্তির উৎস। যদি সাধনার দ্বারা, সংস্কৃতির দ্বারা আত্মাকে উন্নত করা যায়, তবে মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনাই আত্মার কল্যাণ আনতে সক্ষম। এসব সাধকেরা অনাড়ম্বর ও নির্লোভ জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে ইসলামের আদর্শকে এমনভাবে প্রকটিত করলেন, যা দেখে সাধারণ মানুষেরা অভিভুত হয়ে পড়লো। অত্যাচারিত জনগণ মুক্তির পথ পেলো। অগণিত লোক ইসলাম গ্রহণ করে চিন্ড্র ও দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুন করে সাজালো। যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তারাও এর প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারলো না। নিজেদের ধর্মমতের সঙ্গে সুফিমতকে মিশিয়ে এক উদার মতবাদের সৃষ্টি করে ঈশ্বরের সাধনায় ব্রতী হলো। এতকাল অসংখ্য দেবদেবীর পুজারী ছিল যে জাতি, তারা এবার সকল শক্তির উৎস হিসাবে এক আলাহকে চিনতে শিখলো। তাদের নবজাগ্রত আত্মা সাধনার যে পথ বেছে নিল, তাতে কেউ হলো বৈষ্ণব সহজিয়া প্রেমপন্থী, কেউ হলো প্রেমপন্থী বাউল আবার কেউবা সুফি-সাধক। সমস্ড় বিদ্বেষ ও বিভেদ ভুলে গিয়ে তারা জীবনের এক নতুন অর্থ খুঁজে পেলো। সুফি দরবেশদের কাছ থেকে তারা লাভ করলো আধ্যাত্মিক সম্পদ। এসব সুফিদের আখড়ায় বহু ভক্ত ও শিষ্যের আনাগোনা হতো। জাতিধর্মের কোনো বাছ-বিচার ছিল না। এখানে ধর্মালোচনা হতো। সুফিরা মানুষকে উন্নত জীবনের বাণী শোনাতেন-আত্মার বিকাশ সাধনের পন্থা বাতলে দিতেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্ত- শিষ্যরাও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে। পরবর্তীকালে তারাও সিদ্ধিলাভ করে কর্ম আদর্শের দ্বারা সমাজ-মানসকে প্রভাবান্বিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মরমি-তত্ত্ব ঃ একটি পর্যালোচনা

প্রাচ্যের মিষ্টিসিজম মুখ্যত সাধকদের ধর্মাসাধনার সঙ্গে যুক্ত। বেদ উপনিষদ প্রভৃতির মধ্যদিয়ে প্রাচীন ভারতবাসীর ধর্মচেতনা সর্ব প্রথম একটি সমুন্নত রূপ গ্রহণ করে। ভগবৎসত্তার সামীপ্যলাভের জন্য বেদের মধ্যে যগযজ্ঞ এবং শাস্ত্রীয় আচার-আচরণের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রাশ্রিত এ ধর্মসাধনার প্রবক্তারা সকলেই বড় বড় বিদ্বান এবং পন্ডিত। শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়া-কর্ম, আচার-অচারণ, মন্ত্র উপাসনার পাষণভারে পীড়িত হয়ে কালক্রমে এক শ্রেণীর সাধক সহজ ও মধ্যপন্থায় ভগবানের সাযুজ্য লাভের জন্যে অগ্রসর হলেন। এরা হলেন মধ্যযুগের সন্ত এবং বাউল সম্প্রদায়। এ উভয় শ্রেণীর সাধকের লক্ষ্য ছিল শাস্ত্রভার থেকে মুক্ত হয়ে কায়াসাধনার সাহায্যে পরমানন্দ লাভ করা। দেহই তাদের বিশ্ব। জাতি ও সমাজের বন্ধন উভয় শ্রেণীর সাধকই অস্বীকার করেছেন। আলোকিত দৃষ্টির সাহায্যে জগতের ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্ড়ুর মধ্যেও তাঁরা পরম-সত্তার স্পর্শ অনুভব করে মিষ্টিক আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন। পূর্বোলিখিত পাশ্চাত্য মিষ্টিকদের উপলব্ধির সঙ্গেও তাঁদের মিষ্টিক চেতনার সাদৃশ্য অছে। অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার সকল উত্তর খুঁজেছেন তাঁরা মানবদেহ এবং বিচিত্র মানব জীবনের মধ্যে। খুব সম্ভব একারণে কবি রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁদের ধর্মকে মানবধর্ম বলে অভিহিত করেছেন।

শাস্ত্রভার এবং লোকচারের শাসনমুক্ত এই সহজ সাধনার ধারা আর্যভূমির বাইরে ভারতের পূর্ব-উত্তর সীমান্ড়ে এবং মগধ-বঙ্গের অশচি ভূমিতে উদ্ভূত হয়েছিল বলে কোনো কোনো পন্ডিত মনে করেন। এর কারণ মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক কবীর ভারতবর্ষের পূর্ব-সীমান্ড় ঘেঁষে এবং বাউলরা বাংলাদেশে উদ্ভূত হন এবং প্রচলিত সাধনার ধারা অগ্রাহ্য করে তাঁরা নবতর ধর্মচেতনার পথে চলতে থাকেন। শুধু ভারত-ভূমিতে নয়, মধ্যযুগের পারসিকগণ রাজনৈতিক পরাধীনতার দর্ুন যখন ইসলাম ধর্ম স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যেও ইসলামের সুকঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার বির্দ্ধে ভক্তি ও প্রেমের পথে ধর্ম জিজ্ঞাসার একটি নতুন ধারার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। পারস্যদেশের সুফি ভক্ত কবিদের শাস্ত্রভারমুক্ত সহজ প্রেমসাধনা এই নতুন ধারার পরিচয়বাহী। ক্রমে এই সুফি মত ভারতবর্ষ পর্যন্ড় প্রসার লাভ করে। কেউ কেউ মনে করেন, মধ্যযুগের মিষ্টিক সাধক কবীর সুফি সাধক মুহম্মদ তকীর শিক্ষায় সুফি মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

বহুকাল সভ্যতার অগ্রগতির পর ভারতবর্ষে যাগযজ্ঞ এবং ক্রিয়াকান্ড প্রধান বৈদেশিক সভ্যতার পত্তন হয়। বাউলেরা বলেন, বৈদেশিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার পূর্বেও শাস্ত্রীয় আচার-বিচারের কঠোরতা দেখে তারা বলেছিলেন, "বাহিরের বেদকে বিদায় দিলে অন্ড়রের বেদ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই অন্ড়রবেদ মানিলে বাহিরের শাস্ত্রের আর প্রয়োজন থাকে না। পূজা-পার্বন, আনুষ্ঠানিকতা সবই ঘুচিয়া যায়। জাতি-বর্ণ প্রভৃতির ভেদবুদ্ধিরও অবসান হয়। ইহারই নাম 'সহজ বেদ'। এই বেদই বিশ্বের আকাশে নানারূপে নিরন্ড়র মূর্তিমন্ত্ররূপে ধ্বনিত।"

বাউলদের সহজ প্রেমসাধনার মরমি মতবাদ কালক্রমে বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণ, জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম এবং সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের ওপর কিভাবে গভীর প্রভাব বিস্ড়র করেছিল, তার বিস্ড়ৃত বর্ণনা দিয়েছেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ১৯৫৪ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর বাংলার বাউল নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে। ঋগ্বেদের একটি সূত্রে বলা হয়েছে, প্রেমের চেতনাই প্রকৃত জাগরণ সূচিত করে, গায়ত্রী মন্ত্রের নিহিতার্থ হলো সর্ববন্ধন থেকে মুক্তির ইঙ্গিত। "বেদের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাউলদের প্রতিকী হেয়ালীর সাদৃশ্য অতি নিকট, বেদের পুর"ষ-সূত্রে বাউলদের মানবীয় ধর্ম এবং প্রেমতত্ত্বের জয়গান। মনে হয় বাউলদের সংস্পর্শে এসে কর্ম ও আচার ধর্মপ্রধান বেদপন্থীরা ক্রমশ মরমিয়া হয়েছেন।"

(জাহান-আরা বেগম, বাংলাদেশের মরমি সাহিত্য)

তান্ত্রিকদের সঙ্গে মরমিয়া বাউলদের কায়াযোগের সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে অনুরাগ তত্ত্ব বাউলদের নিজস্ব অনুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গতিবাদ তত্ত্বের সঙ্গে কবীরের অগ্রসর-বাণীর সাদৃশ্য অছে। উপনিষদেও বাউলদের কায়াত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বের সন্ধান মেলে। জৈন-বৌদ্ধদের নির্বাণ ভাবনার সঙ্গে বাউলিয়াদের নির্বাণতত্ত্বের পার্থক্য নেই সহজিয়াপন্থী বৌদ্ধদের দোহাকোষ শাস্ত্র এবং আচার বন্ধনমুক্ত প্রেমসাধনার কথা। "দোহাগুলিতে সিদ্ধাচার্যেরা যে শূণ্যের কথা বলেছেন, সে শূন্য হলো সহজ-সরল-শুভ্র নিস্কলঙ্ক প্রেম।"

মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন

অনুষ্ঠানিক শাস্ত্র-ধর্মের কঠোর অনুশাসনমুক্ত হয়ে সহজ প্রেমধর্ম প্রচন্ড আবেগের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছিল মধ্যযুগে ভক্তি ধর্মের জাগরণের ফলে। সব ধরণের মিষ্টিক অনুভূতির প্রেরক-শক্তি হলো প্রেম। ভক্তি আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল ভক্ত-ভগবানের রহস্যময় মিলনের পথকে সুগম করে

দেওয়া। এ ধরনের রহস্যময় মিলন-অনুভূতির বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাববিহ্বলতার প্রকাশ ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর অনুগামীদের জীবনে। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের যে আবেশ ও মূর্চ্ছার কথা বলা হয়েছে, তা তাঁর সাধক জীবনের সুগভীর মিষ্টিক অনুভূতিরই অভিব্যক্তি। মীরাবাই-এর মাধূর্যরসের সাধনায়ও সেই মিষ্টিক অনুভূতি। মূলতঃ মধ্যযুগে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ড় অঞ্চলেই ভক্তিপ্রধান মিষ্টিক সাধকদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। উত্তরাঞ্চলে রামনন্দ, তুলসীদাস, নানক, কবীর, দাদু পশ্চিমাঞ্চলে তুকারাম এবং মারাঠা ভক্তেরা, দক্ষিণাঞ্চলে শৈব, সন্তরা আবির্ভূত হয়ে মিষ্টিক প্রেমসাধনার আলোকে জাতীয় চিত্তকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। রামানন্দ নিজে ব্রাহ্মণ হলেও জোলা কবীর, মুচি রবিদাস, নাপিত সোনা, জাঠধন্না প্রভৃতি তথাকথিত নিচুবর্ণের মানুষকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভক্তি ও প্রেমের পথই তাঁর মিষ্টিক সাধনার পথ। পরম ঐক্যের উপলব্ধির জন্যে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থকে প্রাধান্য দেন নি, দিয়েছেন মানুষের অন্ড়রের উদ্বোধনকে। মিষ্টিক প্রেমসাধনার প্রভাবে সকল জাতি এবং ধর্মালম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখতে প্রেয়েছিলেন কবীল। একটি দোহায় কবীল বলেছেন ঃ মন্দিরে বা মসজিদেই যদি ভগবানকে খোঁজ কর তবে ঝগড়া মিটিবে না। তিনি সবার অন্ড়রে। খোদা যদি মসজিদেই থাকেন, তবে বাকি জগৎটা কার ? তীর্থে মূর্তিতে রাম থাকলে কেহ তো তাকে পাবে না। পুবে থাকেন হরি, পশ্চিমে থাকেন আলা। তারে অন্ড়রের মধ্যে দেখ খুঁজে, সেখানেই রাম রহমান। বাউল এবং সুফি মিষ্টিক সাধকদের মত কবীলও বলেন-

"মরিতে জান, তবে জীবন্ড়েই মর, ইহাই সার পথ।"

সুফিরাও জীবন্ড়ে মরাকে বলেছেন ফানাফিল-া। প্রিয়তমের সাধক যখন আত্মাহারা হয়, দার্শনিকের ভাষায় ব্রহ্মের মধ্যে যখন বিলীন হয়, তাকেই বলে জ্যান্ড়ে মরা। এ ধরনের আত্মহারা মিলনকে বলা চলে মিষ্টিক অনুভূতির চরমতম প্রকাশ। কবীলে সাধনায় অসীম শূন্যে নিমজন, বাহ্য পূজা-অর্চনা, তীর্থ ব্রত বিসর্জন দিয়ে সহজ- সাধনায় আত্মহারা ভাব। মিষ্টিক ভাবজগতের অধিবাসী কবীল বলেন "এখন আমি চক্ষুও বুজি না, কায়াকষ্টও করি না, নয়ন খুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া দেখি সর্বত্র সেই সুন্দর রূপ, সর্বত্র পাই তাঁহারি পরিচয়। "কবীরপন্থী দাদুর মধ্যেও মিষ্টিক-এর সেই কায়া-সাধনার কথা, সেই শূন্যমন্ডলে উপস্থিত হয়ে আত্মার দর্পণে নিজেকে প্রত্যক্ষ করবার প্রয়াস।

বাংলাদেশের লালন-পাঞ্জু সম্প্রদায়, কর্তাভজা সম্প্রদায়, বলরামী সম্প্রদায়, সহজিয়াপন্থী সাধক, জগমোহনী সম্প্রদায় প্রভৃতি মরমিয়া সাধকবৃন্দ সহজ প্রেমের পথে সুগভীর মিষ্টিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সাধনায় জ্ঞান থেকে প্রেমের প্রাধান্য স্বীকৃত। সে জন্য সাধনার পথে তাঁরা নারী-বর্জনের কথা ভাবতে পারে নি। নরনারীর প্রেমের মধ্যদিয়ে অধ্যাত্ম-নিয়োগের বিকাশই ছিল তাঁদের

পরম লক্ষ্য। সহজিয়া সাধক চন্ডীদাসের নারী সাহচর্যে মিষ্টিক প্রেম সাধনার কথা কারো অবিদিত নয়। সহজিয়া পদগুলিতে তিনি যে গভীর মিষ্টিক অনুভূতির রূপ দিয়েছিলেন, তা যে কোনো অনুভূতিশীল চিত্ততে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করে। সহজিয়া প্রেমসাধকরা প্রাধান্য দিয়েছিলেন স্বকীয়া থেকে পরকীয়া প্রেমের ওপর। যেহেতু পরকীয়া প্রেমের আকর্ষণ স্বকীয়া প্রেম থেকে অনেক বেশি। অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রেমের পরম মাধুর্য উপলব্ধি করে বৈষ্ণবভক্ত কৃষণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখেছেন-

স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে বিবিধ সংস্থান।
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উলাস। (অদ্য, চতুর্থ)

এ ধরণের প্রেম সাধনায় বৈষ্ণব সাধকদের মিষ্টিক চেতনার পরিচয় অতি প্রত্যক্ষ। মরমি কবি হাসন রাজা, লালন শাহ, কাঙাল হরিনাথ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, গগণ হরকরা সাবির প্রভৃতির গানে মিষ্টিক অনুভূতির গভীরতম প্রকাশ ঘটেছে। যেমন সাাবিরের গানে পাই–

“যতই আপন ভাবিস রে তুই
খাঁচার পাখিটিরে
একদিন সে পালিয়ে যাবে
সোনার শিকল ছিঁড়ে ॥”

(সাবির আহমেদ চৌধুরী, ঐশী জ্যোতি)

মিষ্টিক সাধকেরা শাস্ড়্রাচার এবং লোকাচারের বন্ধনমুক্ত হতে পেরেছিলেন বলে তাঁদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের জীবনধারার এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য ঘটেছিল। মিষ্টিক প্রেম-সাধনাতে তাঁরা গুর“বাদকে প্রাধান্য দিতেন। বহু স্থলে হিন্দু সাধকের সুমলমান গুর“ ছিল। হিন্দুদের মধ্যে নিচুবর্ণের নিরক্ষর বাউলের সন্ধান পাওয়া যেত বেশি। শাস্ত্র জ্ঞানমুক্ত নিরক্ষর বাউলের সহজ অনুভূতিকে যে আলোকিত উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায়, তা যে কোনো শিক্ষিত মনকেও আলোকিত উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায়, তা যে কোনো শিক্ষিত মনকেও বিস্মিত করে। ‘বরা’ নামক কৈবর্ত শ্রেণীর একজন সাধক লৌকিক মায়ের ক্রন্দনের প্রতীকের মধ্যদিয়ে জগত জননীর সন্ড়ান ব্যকুলতাকে কি চমৎকার অভিব্যক্তি দিয়েছেন নিম্নলিখিত সঙ্গীতে-

মাইওরে ঢোল, ঢুলি এই কাঁসির ঝনঝনি।
ধীরে ধীরে বাইওরে মাঝি, যেন মায়ের কাঁদন শুনি ॥

মিষ্টিক সাধক যেমন সহজ প্রেমের সাধক, তেমনি তাঁদের অনুভূতিতে স্রষ্টাও সহজ, শব্দহীন, প্রকাশহীন, শান্ড় এবং চিরন্ড়ন। কবি সাবির তাঁর একটি গানে বলছেন এভাবে–

কোন কারিগর বানাইলো ঘর

মধ্যে আজব কারখানা

কেমনে চালায় কারখানা তাঁর

নেই সে ঠিকানা ॥

দুইটি নলে বাতাস চলে

যন্ত্র চলে সে কৌশলে

দশ মোকামে আছে পাঁচটি

রূপের নিশানা ॥

জ্ঞানের অতীত, ক্ষয়হীন, পরিবর্তনহীন, নিত্য শাশ্বতের সহজ মিষ্টিক উপলব্ধিই বাউলের চরম এবং পরম উপলব্ধি। পারস্য দেশে মরমিয়া সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে মিষ্টিক চেতনার সুগভীর প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁদের সে চেতনার প্রকাশ মিষ্টিক সুফি কবিতা। আবু সৈয়দ আবুল খঅয়ের, ফরিদুদ্দীন অক্তার, জালালুদ্দীন র"মি, জামি, গুলসানি, রাজ, মহম্মদ শবিস্ড়রি, হাফিজ, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির মিষ্টিক কবিতা সর্বযুগের মানুষের হৃদয়-মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। তুরস্কের মিষ্টিক কবিদের মধ্যে উলে- খযোগ্য ছিলেন নেসিমি। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের মতো সুফি সাধকেরাও ইন্দ্রিয় সচেতন প্রেম বর্ণনার মাধ্যমে সুগভীর ভগবৎপ্রেমের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁদের মিষ্টিক চেতনার গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে তাঁদের কবিতা মানবীয় প্রেমের কি ভগবৎ প্রেমের তা বুঝে ওঠা মুস্কিল। সুরা, নারী, বুলবুলি, বাগিচা, সাকী প্রভৃতিকে তাঁরা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। সূফি সাধকদের মতে নিত্য সৌন্দর্যের প্রতীক একমাত্র স্রষ্টা, প্রেমের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রকাশ সার্থক, প্রেম বিতরণ করে তিনি ধন্য এবং সত্যিকারের প্রেমপতি একমাত্র তিনিই। সহজিয়া মিষ্টিক বৈষ্ণব কবিদের মতো সূফি সাধকেরাও জাগতিক প্রেমকে তুচ্ছ মনে করেন নি। তাঁদের সুগভীর প্রত্যয় ছিল, এই জাগতিক প্রেমই মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে মিলনুসেতু। এই প্রেমেই মনের সমস্ড় মলিনতা ঘুঁচিয়ে মানুষকে উত্তীর্ণ করে ভগবৎ প্রেমের রাজ্যে। সে জন্য বৈষ্ণব মহাজনদের মতো শুধু তাঁদের কবি না বলে দ্রষ্টাও বলা যায়। তাঁদের কবিতা কোনো শিল্প প্রেরণায় রচিত নয়, আবেগবিহব্বল মহূর্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমাত্র। শুধু গীতিকাব্যের সুরঝঙ্কৃত স্বপ্নপরিধিতে নয়, জাগতিক নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক প্রেম আখ্যায়িকার মধ্য দিয়েও তাঁরা মিষ্টিক প্রেমানুভূতির চমৎকার রূপ দিয়েছেন। এ

ধরণের কাহিনীর মধ্যে ইউসুফ-জুলেখা, লায়লি-মজনু বিখ্যাত। নীতিবোধক কাব্য কবিতায়ও তাঁরা মিষ্টিক চেতনার চমৎকার অভিব্যক্তি দিয়েছেন। মরমিয়া সূফি কবিদের মধ্যে হাফিজের স্থান সুচিহ্নিত। মরমিয়া বৈষ্ণব কবি এবং বাউলদের মতো তিনিও শাস্ত্রচার এবং লোকচারের কেনো বন্ধন স্বীকার করতেন না। একমাত্র সহজিয়া প্রেমের পথই ছিল হাফিজের নিকট অধ্যাত্ম উপলব্ধির রাজপথ।

মূলতঃ প্রেম সাধনায় হাফিজ বৈষ্ণব কবিদের মত মিষ্টিক। ভগবানকে কখনো দেখেছেন তিনি সখার মতো, কখনো প্রেমাস্পদের মতো, অবার কখনো বা প্রণয়িনীর মতো। এক জায়গায় তিনি বলেছেন-

তুমি যে রাজার রাজা, তুমি প্রিয়তম
রহ মোর প্রেমলোকে ধ্রুবতারা সম।

এখানে ভগবানের সঙ্গে কবির সখ্যভাব। আর এক জায়গায় বলেছেন-

ঘোমটা খোলো, ঘোমটা খোলো
আমার দিকে মুখটি তোলো
আর কত কাল চলবে বলো
লুকয়ে তোমার থাকা?
গুণ্ঠনে রূপ বাড়েই কেবল
যায় না ও ধন ঢাকা।

এখানে কবি স্রষ্টাকে সম্বোধন করেছেন প্রণয়িনীর মতো। আবার স্রষ্টাকে প্রভুভাবে উপলব্ধি করে আত্মসমর্পণের আকুতি নিয়ে তিনি বলেছেন-

আসিয়াছি দুয়ারে তোমার
সেবকের লয়ে অধিকার,
হে প্রভু, করুণা তব যাঁচি
চরণের দাস হয়ে আছি
মুখপানে ফিরে তুমি চাও। (নরেন্দ্র দেব-কৃত অনুবাদ)

বাংলার মরমি কবিদের মতো হাফিজও অনুভব করেছেন, বাইরের শাস্ত্রাচারে শাসনমুক্ত না হলে অন্তরের প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। তাই তিনি প্রকৃত প্রেমসন্ধানীদের আহ্বান করে বলেছেন-

বলেন ডেকে, শোনরে সাকি,

সংসারে তোর আর কি বাকি?

বাঁধন ছিঁড়ে আয় না ছেড়ে বাসা।

কাজ কি রে তোর আসবাবে সই,

সম্পদে সুখ হয় না তো কই ?

চলরে সেথা প্রেমের আছে বাসা।

বস্ড়ুত পারস্য দেশের সূফি কবিরাও বাংলাদেশের মরমি কবিদের মতো মুক্তি কামনা করেন। আনন্দময় আলোকিত উপলব্ধির স্রষ্টার নৈকট্য লাভই ছিল তাঁদের পরম কাম্য বস্ড়ু। রূপরসময় বর্হিসৌন্দর্য্যকে তাঁরা উপেক্ষা করেন নি, কিন্তু অন্ড়রের প্রেম, ভক্তি এবং আনন্দের উদ্বোধনই ছিল তাঁদের পরম আকাঙ্খিত বস্ড়ু। তাঁরা ছিলেন আনন্দের কবি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাসন-সাবিরঃ তুলনামূলক আলোচনা

এ অধ্যায়ে হাসন রাজা ও সাবিরের কবি মানষ এবং ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উভয়ের বৈশিষ্ট্যও উপস্থাপিত হয়েছে। হাসন রাজা ও সাবির আহমেদের মধ্যে অন্যতম প্রধান যে বিষয় লক্ষ্য করা যায় ,তা হলো দুজনেই মরমি কবি। এক্ষেত্রে হাসন রাজার কিছু আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবো–হাসন রাজা সত্যিকার অর্থে সুপুরষ ছিলেন। তাঁর উঁচু দেহ, দীর্ঘ বাহু, ধারালো নাক এবং কোঁকড়ানো চুল প্রাচীন আর্যদের চেহারা স্বরণ করিয়ে দেয়। তিনি খুব উদার ও দানশীল লোক ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক উদারতা ও দানশীলতার অনেক গল্পকথা এখনও প্রবীন সিলেট-সুনামগঞ্জবাসীদের কাছে শোনা যায়। কবির উদার দৃষ্টি-ভঙ্গির কারণে সমাজে কর্তৃত্বাধীন গোষ্ঠীর আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। সাবির আহমেদের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই বাস্ড়ব জীবনে কবির কর্মবৃত্তি সাধারণ মানুষের মতোই অবস্থা ও চরিত্রবশে তাকে নানারূপ হতে চয়েছে। কেউ যোদ্ধা, কেউ রাজসভাসদ, কেউ জমিদার, কেউ পলিবাসী গৃহস্থ, কেউ সেক্সপিয়ারের মতো সাধারণ বিষয়ী লোক, কেউ গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী, স্বজাতি ও স্বদেশ পরায়ণ কিন্তু তাঁর হৃদয়ে কাব্য প্রেরণা জেগে ওঠে সেই বৃহত্তমর চেতনার আবেশ হয়, অমনি বাইরের সকল সাজসজ্জা খসে যায়; বিষয় বুদ্ধি, মানুষের প্রতি অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস, স্বার্থসাধন, আত্মপ্রতিষ্ঠা কোথায় ভেসে যায়, তখন তার চিত্ত শিশুর মতো সরল, বিশ্বাস প্রবণ ও আনন্দময় হয়ে ওঠে। সাবিরের এই অবস্থা তথা এই নবজন্মের পরিচয় আমরা কাব্যের সর্বত্র পেয়ে থাকি। দেশ কাল ও পাত্রের সীমা কোথাও থাকে না, কোনোখানে গন্ডি নেই, কোথাও ব্যক্তি নিষ্ঠা বা চরিত্রনীতির পরিচয় নেই। বিশ্ব বিধানের যা কিছু বৈচিত্র্য, তাকে এক দিব্যজ্ঞানের ও আনন্দের ঐক্যসূত্রে বেঁধে যুক্তিবিরোধ নীতিবিরোধ আমিত্বকে প্রসারিত করে কবি এক অপূর্ব স্ফূর্তি এক মহান উলাস প্রকটিত করেন। কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী মরমি কবি হাসন রাজার মাজার জিয়ারত করতে গিয়ে তাঁর মনে যে ভাবের উপলব্ধি হয়েছে তা তিনি ছন্দাকারে প্রকাশ করেছেন এভাবে–

সকল কিছু ছাইড়া হাসন
খুঁজে পেলো ঘর সে আপন
পিছন পড়ে রইলো যে তাঁর
সকর ধন-জন ॥

কবি আবার যখন প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় নেমে আসেন, তখন তিনি যে মানুষ সেই মানুষ, তখন তাঁর চরিত্র আছে, কর্মনীতি আছে, সাধারণ মানুষের যা কিছু দুর্বলতা সবই তাঁর আছে। অন্যদিকে শৈশব থেকেই হাসন রাজা ছিলন দুরন্ড় প্রকৃতির। পড়াশোনায় তেমন আগ্রহ ছিলনা। "বংশের নিয়মানুসারে তিনি শুর"তেই আরবী ভাষার চর্চা করেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষাও পাঠ শুর" করেন।"

(দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *হাসন রাজা*)

তবে বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় তিনি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। হাসন রাজা যে যুগে জন্মেছিলেন, সে যুগে মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষার তত প্রচলন ছিল না। নিজে আধুনিক শিক্ষায় বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি বলে হাসন রাজার মনে দুঃখ ছিল। সেজন্য সুযোগ পেলেই তিনি শিক্ষা প্রসারে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। সুনামগঞ্জের প্রধান ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁর অফুরন্ড় দান ছিলো। নারী শিক্ষা প্রসারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বড় বোনের নাম সহিফা বানু। তিনি শিক্ষিতা এবং একজন কবি ছিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর "সহিফা সঙ্গীত' এবং এবং উর্দু ভাষায় রচিত 'ইয়াদ গারে-সহিফা' কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি প্রথম সিলেটের মহিলা কবি এবং প্রথম হাজী বিবি।

হাসন রাজা পাখি-প্রেমিক ছিলেন। কোড়া পাখি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। এই পাখি তিনি শিকার করতেন। কখনো পাখি শিকারে, কখনও ঘোড়া চড়ে, কখনোও বা নৌকা বিহারে তিনি সুরমার বুকে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর অনেকগুলো প্রিয় ঘোড়া ছিল। তাদের নাম রেখেছিলেন জঙ্গ বাহাদুর, চান মুশকি, মুলকী, বাংলা বাহাদুর। অনেকবার তিনি ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ সাহেবদের ঘোড়াকে হারিয়ে 'বাজি' জিতেছেন। তিনি জীবনে কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। জমিদারী কর্মকান্ডে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমনকালে অন্ড়ত চারজন স্ত্রী তাঁর সঙ্গী থাকতেন। তাঁর রচিত একটি গান আছে যেখানে কবি বলেছেন নিজেকে-

যাইবাই নিরে হাসন রাজা রাজাগঞ্জ দিয়া
আর করবায় নিরে হাসন রাজা দেশে দেশে বিয়া ॥

হাসন রাজার কৈশোর থেকে যৌবকাল কেটেছে আরাম আয়েশের মধ্যে। এই সময়কালেই তাঁর জীবনে শোকের ছায়া নেমে আসে। বৈমাত্রেয় বড় ভাই ওবায়দুর রাজার মৃত্যু শোক কাটাতে না কাটাতেই চিরবিদায় নিলেন তাঁর পিতা দেওয়ান আলী রাজা। হাসন রাজার বয়স তখন মাত্র পনের বৎসর। স্বাভাবিক ভাবেই জমিদারীর সকল দায়দায়িত্ব ন্যস্ড় হলো তাঁর উপর। তৎকালীন সিলেট সদর মহকুমার অন্ড়র্গত বিশ্বনাথ থানায় চৌড়ীয়া পরগণার বিরাট রামপাশা এস্টেট ছাড়াও লক্ষণশ্রী, চামতলা, মহারাম, পাগলা, অচিন্ড়পুর, লাউড়, বেতাল ইতাদি নামে সুনামগঞ্জের নানা পরগণায় তাঁর

জমিদারী বিস্তৃত করে এক বিরাট জমিদারীর অধিকারী হলেন। চঞ্চল হাসন হয়ে উঠলেন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার। বনের মুক্ত পাখি খাঁচায় হলো বন্দি। সংসার, বিষয় সম্পত্তি ও ভোগ বিলাসের মায়াজালে আবদ্ধ হলেন হাসনরাজা, বাহ্যত সংসারী প্রতাপশালী জমিদার হলেও তাঁর অন্তরে বেজে চলেছে মরমিয়া সুর। বিষয় সম্পত্তির ভোগবিলাসে মন ভরলো না হাসনের। তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল, গান ধরলেন-

"মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়ারে
কাঁন্দে হাসন রাজার মন মনিয়ায় রে"।

একসময় হাসন রাজা তাঁর পূর্ণ আত্মসমর্পণ নিয়ে স্রষ্টার নিকট নত হয়েছেন। তিনি বলছেন এভাবে–

আমি যাইমু ও যাইমু আলার সঙ্গে
হাসন রাজা আলা বিনে কিছুই নাহি মাঙ্গে ॥

সাবিরও বলছেন এভাবে–

সবই আমার সঁপে দিলাম
তোমার চরণ-তলে
রইলো না আর কিছুই বাকি
আমার নিজের বলে ॥

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মরমি কবি হাসন রাজা যেমন তাঁর গানে স্রষ্টার সন্ধান করেছেন তেমনি সাবিরও তাঁর গানে প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। তিনি বলছেন সবখানে কেবল স্বার্থ-জাল ছড়িয়ে রয়েছে। স্বার্থন্ধ ব্যক্তিরা স্বার্থলোভে খুন-খারাবি অন্যায় অপকর্ম করতে দ্বিধা করে না। এ বড় মর্মান্তিক, বড়ই বেদনাদায়ক অবস্থা। কবির এতে বড়ই মর্মপীড়া। কারণ তাঁর প্রাণ তো বিশ্ব মানবিকতায় পূর্ণ। তাঁর অন্তঃকরণ সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি বলেন-

এই পৃথিবীকে ভালোবেসে আমি
গড়েছি প্রেমের নীড়।

বিশ্বের সকল কবি, সকল সাহিত্য রসিক ঐ একই সুরে গান গেয়ে মানবতার জয়ধ্বনি করেছেন। ভাষা ছন্দ আলাদা, কিন্তু বক্তব্য সবার একই। কবি বলেন-

সকলের আমি সকলে আমার
কেউ নয় মোর পর,
নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে বেঁধেছি
যার খুশি যেথা ঘর ॥

"সাবির মানস অধ্যাত্মভাবে অভিভুত। ঐশী ভাবনায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ। স্রষ্টার প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস। ধর্মীয় মতবাদের প্রতিও তাঁর অপরিসীম আস্থা। ফলে শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে।"

(ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, মরমি কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী)

এ পৃথিবী বিশাল সৃষ্টি একটি চিত্রশালা। মহাশক্তিমান একজন চিত্রকর সেখানে স্থাপন করেছেন নানা চিত্র। প্রতিনিয়ত চলছে তাঁর রঙ-তুলির খেলা। সেই অনন্ড় শক্তিধর চিত্রকরকে সম্বোধন করে কবি বলেন-

নিত্য নতুন কতোই মডেল
রঙ-বেরঙের ছবি,
তুলির ছোঁয়ায় আঁকছো আবার
ফেলছো মুছে সবি ॥

১৯৪৮ সালে সাবির আহমেদ যখন পুনরায় চাকুরী গ্রহণ করে তদানীন্ড়ন সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে নিযুক্ত হন। সেখানে সাবির আহমেদ লাভ করেন অনেক অভিজ্ঞতা। সেখানে সাবির আহমেদের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মরমি কবি হাসন রাজার সংগীত ও দর্শনের প্রভাব। সুনামগঞ্জের আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত অবসরে হাসন রাজার গানের উদাসী সুরে তন্ময় হতেন। মুগ্ধ মনে গানের মমার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাসন এবং সাবিরের গানের সাহিত্যমূল্য

হাসন রাজার গানে কাব্য সম্পদের চেয়ে নিরাভরণ হৃদয়ানুভুতির সহজ সরল প্রকাশ ঘটেছে। এর মধ্যে কোনো পুঁথিগত বিদ্যা নেই, কোনো কৃত্রিমতা নেই, আছে খাঁটি অনুভূতি। সহজ সরল কথায় সঙ্গে আঞ্চলিক সুরের মিলনের তাঁর গানে নিজস্ব একরূপ বা Style (গায়কী) ফুটে উঠেছে। কিছু গানে অপভাষা (Slang) ব্যবহার কয়েছেন এবং কয়েকটি গানে ছন্দ পতন ঘটেছে। কিন্তু কাব্যিক মূল্যের চেয়েও তারা গানের তত্ত্ব ও দর্শন এবং সুরের মর্মস্পর্শী আবেদন আমাদের লোকায়েত সঙ্গীতে অনন্যধারা সংযোজিত করেছে। "শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতের সুর বিচার" নিবন্ধ প্রয়াত লোক শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস হাসান রাজার গানের বিশে- ষণ করে দেখিয়েছেন যে, সিলেটের 'মুরর্শিদী' বা 'মারফতি' গানের সুরের বিশেষ ঢঙের Style সাথে উত্তরবঙ্গের চটকার সুর ও ছন্দের নৈকট্য আছে। মূলতঃ হযরত শাহজালালের পবিত্র সাহচর্যে ধন্য সিলেট ভূমি, তিনশা ষাট আউলিয়ার দেশ নামে যেমন পরিচিত তেমনি বৈষ্ণব ও সূফী সাধকদেরও সাধন ভূমি-এই সুন্দরী শ্রীভূমি। বৈষ্ণব ও সূফী ধর্মের মূল উপজীব্য প্রেম। এই প্রেমের পথেই সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ সন্ধান করেছেন বৈষ্ণব ও সূফী সাধকগণ। সূফী ধর্মের মূল কথা হলো-প্রেমের দ্বারাই জীব পরম একের সাথে আকাত্ম হয়ে যেতে পারেন, প্রেমের এই অবস্থাকে 'ফানা' বলা হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "Those of the Bauls, who have Islamic leanings, call such death in life 'Fana', a term used by the sufis to denote union with the supreme Being". হাসন রাজা এই প্রেমের পথে পরম একের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

(শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা)

বাউল কবিরা যেমন মনের মানুষ'-এর সন্ধানে ব্যাকুল, মরমি কবিও তেমনি হয়েছেন 'দেওয়ানা'-

"পিরীতে মোরে করিয়াছে দেওয়ানা
হাসন রাজা পিরীতি করিয়ে হইয়াছে ফানা"

বৃহত্তর সিলেটের লৌকিক ঐতিহ্যে দুটি ধারা প্রবাহমান। একটি বৈষ্ণব, অপরটি সূফী। "সুরের ছন্দ ও ভঙ্গিতে বৈষ্ণব ধারাটি হলো মূলতঃ বিলম্বিত মীড় আশ্রয়ী এবং তা লীলায়িত, অনুগামী বাদ্যযন্ত্র-

একতারা যুক্ত লাউয়া বা লাউ। সূফী ধারাটির সূর প্রধানতঃ গতি প্রদান, কাটাকাটা ঝটকা দেয়া, ত্রিমাত্রিক ছন্দ, অনুগামী যন্ত্র দোতারা ও খমক। বৈষ্ণব ধারার লীলায়িত চলনের মধ্যে সূফী ধারাটি নিয়ে এল এক গতির আবেগ। এই দুটি ধারারই প্রগতিশীল সামাজিক মুখ্য ভূমিকা ছিল-হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত ভাবধারা, এক মিলিত সংস্কৃতি গড়ে তোলার। হিন্দুর গর", মুসলমানের মুরশিদ, হিন্দুর রাধা-কৃষ্ণ, মুসলমানের আশিক-মাশুক মিলেমিশে এক হয়ে গেছে"।

ড. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন* (দ্বিতীয় খন্ড)

সিলেটের লোকায়ত ধারায় সূফী মতবাদ ও শ্রীচৈতন্য দেব (১৪৮৬-১৫৩৩) যে প্রেম-ধর্মের প্রচলন করেন তাঁর মূল প্রেরণা সূফী মতবাদ- একথা ড. মুহাম্মদ এনামুল হক আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন এবং সূফি সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করে দেখিয়েছেন, "গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই 'নামে র"চি জীবে দয়া' মুসলিম সূফী সাধকদের 'জিকর' ও 'খিদমত' নীতির

নামান্ড়র। এতে ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও স্পষ্ট, অধিকন্তু সূফীদের 'সামা' ও বৈষ্ণবদের 'কীর্তনে'ও কোনো তফাৎ নেই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে 'দশা' হয়, যে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটে উঠে, সূফীদের 'হানের' অবস্থাও তাই। কীর্তন ও সামা এবং দমা হান শব্দার্থ, ভাব সম্পাদন ব্যবস্থা ও মানসিক অনূভুতির দিক হতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি। বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'প্রেম' সূফীদের 'ইশক' রাধাকৃষ্ণ সূফীদের 'সাকী' কিংবা 'সামা' ও 'পরওয়ানা' ঐশ্বর্য সূফীদের 'ক্বিয়ামত' ছাড়া কিছুই নয়।" তেমনি "সূফী সাহিত্যের 'আশিক' ও 'মাশুক' বৈষ্ণব পদাবলীর 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ'। এই সাহিত্যের 'হজরান' 'বিশান' বৈষ্ণব পদাবলীর 'বিরহ' ও 'মিলন'। স্বভাবিবকভাবেই সিলেটের লোকায়ত সঙ্গীতে এই যুগল সাহিত্য ধারার প্রভাব পড়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য ও সূফী সাহ্যিত্যের ও সূফী সাহিত্যের সম্মিলনে সিলেটের মনোজগতকে করে তুলেছে উদার মতাবলম্বী, উদ্দীপ্ত করে তুলেছে মানবতার জীব মন্ত্রে। তাই বলা যায়, আমাদের বাউল মরমিয়া সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়েছে মানবতারই চরম বাণী–

নানান বরণ গাভীরে মনাই একই বরণ দুধ-
আপন মনে ভেবে দেখো, আমরা একই মায়ের পুত।

হাসন রাজার গানেও শুনি তার সরল স্বাভাবিক ভাষার মানবতার সেই চিরন্ড়ন বাণীর উচ্চারণ। 'বৈষ্ণব ও সুফি ধারার' এই যুগল ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী হাসন রাজাও এই প্রেমের পথেই পরম একের সঙ্গে মিলনের সুত্রে তার গানে গেয়ে উঠেছেন-

বুঝিয়ে দেখি তুমি বৈ

হাসন রাজা কিছু নই

হাসন রাজা যারে কই

সেও দেখি তুমি ঐ রে ॥

তাঁর গানে 'আশিক' ও 'মাশুক', 'রাধা ও কৃষ্ণ' তত্ত্ব মিলেমিলে এক হয়ে গেছে। ধর্মের সকল বিভেদ অতিক্রম করে গেয়ে উঠেছেন মাটি ও মানুষের গান–

তুমি কে আর আমি বা কে

তাই তো আমি বুঝি না রে

এক বিনে দ্বিতীয় আমি

অন্য কিছু দেখি না রে ॥

হাসন রাজার গানে কথার সঙ্গে আঞ্চলিক সুরের মিলনে যে এক বিশিষ্টতার ছাপ লক্ষ্য করা যায় যাঁকে সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলা যেতে পারে 'গায়কী ঘরানা'। হাসন রাজার গানে নিজস্ব গায়কী ঘরানার মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট যে কারণে তাঁর রচিত গানগুলিকে "হাসন রাজার গান" বলে চিহ্নিত করাই সমীচীন। লালনের গান যেমন লালন গীতি বলে পরিচিতি তেমনি হাসন রাজা রচিত গানগুলিও "হাসন গীতি" বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কবি-সাহিত্যিক গবেষকের মন্তব্য

হাসন রাজা ও সাবির আহমেদ এই দুই মরমি কবিকে নিয়ে অনেক কবি-সাহিত্যিক তাঁদের নিজস্ব কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন। বাঙলা লোকসাহিত্যে হাসন রাজা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ হাসন রাজাকে বলেছেন গ্রাম্য কবি। লোকগীতির সংগ্রাহক ও গবেষক অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন বলেছেন, হাসন রাজা ছিলেন 'লোককবি'। "বিশিষ্ট দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁকে বলেছেন 'মরমী কবি'।"

(দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *হাসন রাজা*)

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ হাসন রাজাকে জগৎ বিখ্যাত করেছেন। তিনি বারানসীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে প্রশংসার সহিত উদ্ধৃত করেন। পরে বিলেতে হিবার্ট লেকচারেও হাসন রাজার গান উলেখ করেন। যা এরকম–

"পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই। সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাইলেন,

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান ও জমিন
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয় ॥

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভুত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনিভাবে বলিয়াছেন যে পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমন্ডলে অধিষ্ঠিত।

রূপ দেখিলামরে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলামরে
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে ॥"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মাসিক প্রবাসী* (ভারতবর্ষী'য় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ-১৯২৫-২৬), মাঘ ১৩৩২ (২৫ ভাগ, ২য় খন্ড)।

মূলত হাসন রাজা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য তথা সাধারণের জন্য অসংখ্য গান রচনা করেছেন । তাঁর রচনার মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র পাওয়া যায় না। তিনি মানুষকে

ভালবাসতেন। মানুষের মধ্যে বিরাজ করেছেন। তাঁর চরিত্রের এই এক গৌরবের দিক। তাঁর কাব্যে অপূর্ব কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভাষা অত্যন্ড় সরল ও উদাস।

হাসন রাজাকে নিয়ে যাঁরা সংগ্রহ, লেখালেখী ও গবেষণা কাজে ব্যাপৃত তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজনের নাম উলেখযোগ্য। যেমন- প্রভাত চন্দ্র শর্মা, সৈয়দ মুজতবা আলী, দেওয়ান মোঃ আজরফ, ক্ষিতিমোহন সেন, নৃপেন্দ্র লাল দাশ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত চন্দ্র গুপ্ত, আবুল আহসান চৌধুরী, দেওয়ান তৈমুর রাজা, দেওয়ান শামসুল আবেদীন, অমিয় শঙ্কর চৌধুরী, শামসুজ্জামান খান, দেওয়ান মহসীন রাজা প্রমুখ। আমেরিকান গবেষক এডওয়ার্ড ইয়োজিয়ান 100 Songs of Hason Raja নামে বই লেখেন ১৯৯৯ সালে ইংরেজী ভাষায়। লন্ডন প্রবাসী আমান উদ্দিন লিখেছেন, হাসন রাজার উচ্চানুভুতি, প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা বই ১৯৯৮ সালে। ১৯৮৫ সালে মুক্তধারা প্রকাশ করেছে প্রভাত চন্দ্র গুপ্তের লেখা 'গানের রাজা হাসন রাজা'। হাসন রাজার ৭৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৯৮ সালে। প্রকাশ করে স্মারকগ্রন্থ 'প্রসঙ্গ হাসন রাজা' ড. আব্দুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায়। মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া তাঁর কবিতার পংক্তিমালায় হাসন রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদান করে বই রচনা করেছেন ১৯৯৯ সালে 'হাসন রাজার দেশে' নামে। হাসন রাজার জীবনী ও গান নিয়ে বইপত্র রচনা করেছেন : সাদিয়া চৌধুরী পরাগ 'প্রেম বাজারে হাসন রাজা' এবং 'প্রেম সাগরে হাসন রাজা' বইটি লিখেছেন মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া ২০০১ সালে। ২০০০ সালে দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওর রাজার গ্রন্থনা ও সম্পাদনায় কবির জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'হাসন রাজা সমগ্র'। এখনও দেশে বিদেশে বইপত্র, অডিও সিডি, ভিসিডি এবং চলচ্চিত্রে হাসন রাজার গান নিয়মিত প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে চলেছে।

অনেক সাহিত্যসেবী পরলোকগমনের পর স্বীকৃতি পান। কেউ কেউ আবার জীবদ্দশায় স্বনামধন্য হয়ে ওঠেন। করি সাবির আহমেদ চৌধুরী শেষোক্ত পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। ইহলোকে থেকেই তিনি তাঁর সাধনার 'ফল' লাভ করেছেন। সুধীজনের দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে তাঁর উপর। কবি, গীতিকার ও সমাজসেবী হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী অমর পাল সাবিরের "আকাশ আমার ঘরের ছাউনি" গানটি একবার আমেরিকাতে এক অনুষ্ঠানে গাওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলছেন এভাবে–"জীবনে গান গেয়ে বহু পুরষ্কার, সম্মান ও সংবর্ধনা

পেয়েছি কিন্তু বিদেশের মাটিতে সাবিরের এই একটি গানের জন্য এরূপ বিপুল সংবর্ধনা আমার জীবনের এক শ্রেষ্ট স্বরণীয় ঘটনা যার জন্য আমি স্রষ্টার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

(সাবির সানস সন্ধান, পৃ ২৩)।

মরমি সংগীত গবেষক আজরিন আক্তার বলছেন–কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী এমন এক জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাঁর লিখনীর মাধ্যমে, যাতে পুরোপুরি নির্ভেজাল শান্ড়ি ও সমৃদ্ধির ছোঁয়া মেলে। তিনি চেয়েছেন বিধাতার সান্নিধ্য লাভ করতে, তাঁর সন্ড়ুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে ধন্য হতে। ড.আশরাফ সিদ্দিকী মন্ড়ব্য করেছেন এভাবে-"মরমি কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী-যাঁকে আমরা বলি এ যুগের লালন, হাসন অথবা রাধারমণ দত্ত"

(সাবির মানস সন্ধান, পৃ. ৫৭)।

অন্যদিকে ড. কর্ণাময় গোস্বামীর মতে, সাবির আহমেদ চৌধুরীর গীতিসাহিত্য যদি গভীর পর্যবেক্ষণে আনা যায়, তাহলে একথা স্বীকার্য হয়ে ওঠে যে, বর্তমান কালে এই ধারায় তিনিই সর্বাপেক্ষা বাঙালি কবি। তাঁর ভাবনার মর্মমূলে রয়েছেন ঈশ্বর যিনি নিজেকে অবিরাম প্রকাশ করেছেন সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, প্রেমে, মিলনে। সাবির মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, মানবগোষ্ঠী সব কবির দৃষ্টিতে একাকার। মানুষ একমাত্র জীব, যার নেই কোনো জাতবিচার। কবি সাবির আহমেদ সেই বাণী প্রকাশ করেছেন। সে বাণী হচ্ছে ভালোবাসার বাণী। এ ভালোবাসা অকৃত্রিম, এ প্রেম বিশ্বপ্রেম, এ সৌহার্দ্য সব মানবের প্রতি সৌহার্দ্য। একই মায়ের সন্ড়ান সব মানুষ, নেই ভেদাভেদ সেখানে জাতি ধর্মের, গোত্রবর্ণের। তাঁর ভাষায়-

উর্ধ্বে আকাশ নিম্নে ধরণী
আমার ঠিকানা জানি,
বিশ্ব-মানব সকলকে আমি
আত্মীয় বলে নামি।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাসন রাজার গান সংগ্রহ প্রসঙ্গে

হাসন রাজার গানের সংখ্যা দুইশত দশটি, আরো কিছু গান ইতস্ড়তঃ ছড়িয়ে আছে যা এখনও সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে। এই দুইশত দশটি গান থেকে নির্বাচিত কয়েকটি গানের স্বরলিপি উলেখ করা হয়েছে। জানা যায় যে- "সুনামগঞ্জের জমিদার সাধক কবি দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী মহাশয় খুব সঙ্গীত প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি শুধু গান দ্বারা 'হাসন-উদাস' নামে বৃহতৎ পুঁথি রচনা করে ছাড়িয়ে ছিলেন। এখত তা দুস্প্রাপ্য"।

(শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৩৪৫, পৃষ্ঠা ২৯)।

হাসন রাজার জীবিতকালে ১৯১৪ সালে 'হাসন উদাস' ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পর কবির বড় পুত্র দেওয়ান গনিউর রাজা 'হাসন-উদাস' এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯৩৩ সনের ১৭ বৈশাখ। গানের সংখ্যা ২০৬টি। দেওয়ান শমসের রাজার সম্পাদনায় 'হাসন রাজার তিন পুর"ষ" গানের বই প্রকাশিত হয় ১৫ বৈশাখ, ১৯৮৫ তে (১৯ এপ্রিল, ১৯৭৮)। বইটিতে হাসন রাজার ১৯১ টি গান সংকলিত হয়েছে। "কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাত শর্মার মাধ্যমে হাসন রাজার ৮৩টি গানের সঙ্গে পরিচিতি হন এবং সেই সময় অর্থাৎ ১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে ভাষাণদানের সময় কবি রবীন্দ্রনাথই (১৮৬১-১৯৪১) সেই বিখ্যাত বক্তৃতায় হাসন রজার দুটি গানের ভাবদর্শন আলোচনা করেন পরবর্তীকালে ১৯৩১ সালে লন্ডনে হিবার্ট বক্তৃতায় হাসন রাজার দুটি গানের ভাবদর্শন আলোচনা করেন। স্বাভাবিকভাবেই স্বদেশ এবং বিদেশে হাসন রাজার গান সম্পর্কে সুধী সমাজে আগ্রহ ও কৌতুহল জেগে ওঠে।"

(দেওয়ান শমসের রাজা সম্পাদিত,*হাছন রাজার তিন পুর"ষ)*

হাসন রাজার গান গেয়ে যিনি সর্বস্ড়রের মানুষের কাছে এবং দেশে-বিদেশে বিমুগ্ধ এবং তার গান জনপ্রিয় করে তুলেছেন তিনি প্রয়াত লোকশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী। নির্মলেন্দু চৌধুরী তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে হাসন রাজার গান যেমন মোহিত করেছেন বাংলা ভাষী মানুষের কাছে তেমনি ইউরোপ, আমেরিকায় গান গেয়ে বিমুগ্ধ করেছেন ভিন্নভাষী মানুষদের। গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসও হাসন রজার গান গেয়ে বিমুগ্ধ করেছেন ভিন্নভাষী মানুষদের। এছাড়াও তিনি হাসন রাজার গান নিয়ে লেখালেখি করেছেন এবং তার গানের সুর বৈচিত্র্য বিশেষণ করেছেন। পরবর্তীকালে গণমাধ্যমেও হাসন রাজার

গান প্রচারিত হতে থাকে। বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র থেকে নিয়মিত হাসন রাজার গান পরিবেশিত হতে থাকে। এ থেকেই পরিষ্কার হয় যে হাসন রাজার গান সংগ্রহ করা বর্তমানে অতি গুরত্বপূর্ণ বিষয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

মরমি কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক কিংবদন্ড়ীতুল্য মানুষ। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল তিনি সাহিত্য সাধনায় রত আছেন। একজন পোড় খাওয়া মানুষ যিনি শিশুকাল থেকে অত্যন্ড় শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনকে এবং সময়ের কালস্রোতকে মোকাবেলা করেছেন, বহুবার তিনি দারিদ্রের সম্মুখিন হয়েছেন। জন্মের পূর্বে পিতাকে হারিয়েছেন। মায়ের আঁচলতলে ঠাঁই নিয়ে গ্রহণ করেছেন পৃথিবীর পাঠ। একজন সচেতন ও সুবিবেচক মানুষ হিসেবে পৃথিবীর বড় সব দার্শনিকদের জীবন ও কর্ম অনায়াসে পাঠ করেছেন। প্রকৌশলী, ব্যবসা পেশার পাশাপাশি সাবির আহমেদ কখনও সাহিত্য সাধনাকে অবহেলা করেননি। তাঁর গানে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রেমের নির্বান তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। খ্যাতিমান এই গীতিকারের জীবিত অবস্থায় তাঁর সাহিত্য কর্ম নিয়ে ইতোমধ্যে ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ খন্দকার রিয়াজুল হক গবেষণা করে ডি-লিট অর্জন করেছেন। স্রষ্টা প্রেমের এবং বিশ্ব মানবতার এই শিকড় সন্ধানী মানুষ সাবির আহমেদ আমাদের কালের একজন পথিকৃৎ। নিম্নে তাঁরই একটি সাক্ষাতকার তুলে ধরা হলো–

প্রশ্ন ঃ কৈশোর জীবন থেকেই কবিতা লিখছেন- পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন তথা গীতিকার হিসেবেই গণমাধ্যম ও অন্যান্য দিকে বিশেষভাবে পরিচিত। আপনার গানের সংখ্যা দুই সহস্রাধিক। তাহলে কি সাহিত্য অঙ্গনে গীত রচনার দিকটাকেই গুর"ত্ব দেন?

সাবির আহমেদ ঃ আপনার প্রশ্নটা মূল্যবান। ছাত্রজীবন থেকে আমি কবিতা লিখতাম। উলেখ্য যে, আমরা যখন ছোট সেই তিরিশের দশকে গ্রামে এখনকার মতো রেডিও-টেলিভিশন ছিলনা। তখন কলের গান বাজতো। বিশেষ করে বর্তমান সমাজে যে চা খাওয়া তারও প্রচলন তখন ছিলনা। চা কোম্পানির এজেন্টরা গ্রামে গ্রামে কলের গান বাজিয়ে বিনামূল্যে চা বিতরণ করতো এবং কিভাবে চা তৈরি করতে হবে সে প্রক্রিয়া শেখাতো। তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গান শুনতাম। গ্রামের বৃদ্ধ, যুবক সবাই ভিড় করতো সে গান শুনবার জন্যে। আঙুর বালা, কানন দেবী, আব্বাস উদ্দীন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, কে মলিখ এঁদের গান শুনতাম। তখন থেকে গানের প্রতি একটি মোহ আমার কাজ করতো। আমি তখনও ধারণা করিনি যে গান লিখব বা গানের চর্চা করবো।

আমার জন্মের ছ'মাস পূর্বে আমি আমার পিতাকে হারাই। আমার বাবা হানিফ মোহাম্মদ নিজে একজন চারণ কবি ছিলেন যে কথা বড় ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি। বড়ভাই মফিজউদ্দীন আহমেদ ছিরেন একজন স্বভাব কবি। তিনি কবি জসীম উদ্দীনের পলী ঢঙে 'ব্যথার প্রদীপ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থের পান্ডুলিপি তৈরি করছিলেন। বড়ভাই যখন লিখতেন তখন আমি এবং আমার মেঝো ভাই রমিজউদ্দিন দু'জনে একই স্কুলে যেতাম। একদিকে পড়াতেন এবং লিখতেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অন্য দু'ভাই মিলে লেখা শুনতাম এবং পড়তাম। কখনো দেখতাম কবিতা লিখতে গিয়ে বড়ভাই মফিজউদ্দীন ভীষণ উদ্বিগ্ন, কিছুতেই সুবিধামত লাইন মেলাতে পারছেন না তখন আমি বলতাম এভাবে লিখলে কেমন হয়। আমাকে ধমক দিতেন ঠিকই কিন্তু আমার লাইনগুলি তিনি গ্রহণ করতেন। ঐসময় পলী গ্রাম থেকে 'সবুজ পলী' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তখনকার দিনে যে সব সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ পেতো তার প্রায় সবই আমাদের বাড়িতে আসতো। সেসব লেখা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাতে আমার কবিতা লেখার আগ্রহ জন্মে। সবুজ পলী'র সাথে 'বাংলা প্রবাদ পরিচিতি' গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান জড়িত ছিলেন। তিনি দক্ষিণদুর" মাধ্যমিক ইংরেজি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। আর ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলাম আমি। আমি যখন চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন কৌতুহল বশতঃ সাফল্য নামে একটি কবিতা লিখে হানিফ পাঠানকে দেখাই। তিনি আমাকে ভীষণ উৎসাহ দেন। তারপর থেকে স্কুলে দেয়াল পত্রিকা এবং অন্যান্য পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত লিখতে শুর" করি। কবিতা লিখতে আমার বড়ভাই ছিলেন প্রথম উৎসাহদাতা।

আমি চলিশ দশক পর্যন্ড় শুধু কবিতাই লিখেছি। গান লেখার শুর" পঞ্চাশ দশকের প্রথম থেকে। কিন্তু গানের প্রতি আমার ভালবাসা এবং প্রেম ছিল অন্যরকম। তবে গানের সঠিক আঙ্গিক কিভাবে রচনা করতে হয় তা তখনও আমি জানতাম না। কারো কারো সহিত্যের সকল শাখায় স্বাচ্ছন্দ্য পদচারণা। কেউবা আবার নাটক, প্রবন্ধ, গল্প লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন যেহেতু সাহিত্যের নানা শাখা রয়েছে তাই আমি কবিতা এবং গানকে সাধনার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেই। বিশ্বজনীন একটি মাধ্যম গান; যা দিয়ে আমার ভাবনা মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে পারি। তাছাড়া গান শুধু মানুষকে আনন্দ দেয় না। হৃদয়ের কথা বলে। প্রেম, ভালবাসা, সমাজের নানা সমস্যা ও তা সমাধানের ইঙ্গিত বহন করে। সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায়। আমি মনে করি ঈশ্বর আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল গান। উলেখ্য যে, নবী হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গেয়ে মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে আবহান করতেন। গানে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়। আজও খাজা মঈনুদ্দিন

চিশতী (রহঃ)-এর দরগা শরীফে গজল সংগীত গীত হচ্ছে। অন্যদিকে সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র ছাড়া সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজা অর্চনা চলে না। যেহেতু গানের মাধ্যমে পশুপাখি বশ মানে। আমার প্রতিটি গান বাণী সমৃদ্ধ। স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত মানব কল্যাণে সকলের কাছে পৌঁছানোর জন্য সাহিত্যের অন্য ধারায় না গিয়ে গানকে বেছে নিয়েছি। এখানে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। নিয়তি আমাকে এ পথে টেনে এনেছে। আমি যে বাঁশি আর সেই বাঁশরিয়ার সুরে আমার এই কথা সেই সুর।

তারি সুরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি চিত্তে আমার বাজে
সেই সে সাড়া পাই ইশারা এই হৃদয়ের মাঝে।

অনেক বড় বড় লেখক আক্ষেপ করেছেন গান লিখতে না পারায়। মানব জাতির কাছে সহজ মাধ্যম হিসেবে আমার বক্তব্য প্রকাশের জন্যে গানকে আমি শ্রেয় মনে করেছি। আজকের লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজর ল সবই গানের মাধ্যমে সমধিক পরিচিত। যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এ পথে চলতে চেষ্টা করব। ইন্‌শাআলাহ।

প্রশ্ন ঃ সংগীত রচনার বিশেষ কোন দিকটি আপনাকে আকর্ষণ করে?

সাব্বির ঃ সংগীত রচনার ক্ষেত্রে প্রধান দিক হলো বাণী। বাণী যদি সমৃদ্ধ না হয় সে গানের স্থায়িত্ব বলতে কিছু থাকে না। যেমন; পূজার মূর্তি যখন তৈরি করে তা যদি সুন্দর নির্মাণ না হয় তাহলে তাতে যতই রঙ চঙ করা হোক না কেন তা সুন্দর হয় না। সে রকম গানের বানী বা কথা যদি সমৃদ্ধ না হয় তাহলে সুরকার কিংবা গায়ক যেভাবে উপস্থাপন কর ক না কেন, সে গান স্থায়ী হয় না বা হৃদয়ে দাগ কাটে না। একজন গীতিকার সত্যিকার অর্থে একজন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে পারে তার গানের মাধ্যমে।

উলেখ্য, কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কোন সীমাবন্ধ গন্ডি নেই। কবিতার ভাবার্থ অনুযায়ী কবিতার বিস্তৃতি ঘটতে পারে। কিন্তু একজন গীতিকার একটি গানকে ১৫ থেকে ২০ লাইনের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ রাখেন। এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাকে যেনো একটি মহাকাব্য রচনা করতে হয়। যে সকল গান সত্য এবং সুন্দরের কথা বলে, মুক্তির কথা বলে, শান্তির কথা বলে, মানবতার কথা বলে সে সকল গান কালজয়ী। যে কবিতা বা গানের মর্মার্থ বেশিরভাগ লোকের কাছে সহজে বোধ্যগম্য নয় সে গান বা কবিতার মর্মার্থ যতই ভাল হোক না কেনো তার সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তাই গানের বাণীকে সহজবোধ্য করার জন্য রূপক, চিত্রকল্প এবং দুর্বোধ্যতা আমি পরিহার করার চেষ্টা করেছি। যা বলার তা সরাসরি বলেছি। অনেক গান রয়েছে যা সমকালেই ঝরে যায় আবার অনেক গানই

মহাকালীন আসন পেতে বসে। যে গানের বাণী চিরন্ড়ন বা সার্বজনীন নয় তা সমকালে ঝরে যাবেই। যে গানে প্রকৃতি প্রেম ভালবাসা থাকে তা চিরন্ড়ন ও সার্বজনীন সে পথে চলতে বা সে গান লিখতে আমি চেষ্টা করেছি। এ পথে কতখানি সার্থক হয়েছি সে প্রশ্ন আমার মনেও বারে বারে জাগে। যে গান মানুষের কথা বলে, সমাজের কথা বলে, মানবতার কথা বলে, ইহকাল এবং পরকালের কথা বলে, জীবন ও জগতের কথা বলে, সত্য ও সুন্দরের কথা বলে সেই গান লিখবার জন্য আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার গানের মূল সুর মরমি ধারায় পরিপুষ্ট। মরমি ভাব দর্শনেই কি আপনি আস্থাবান? আপনার ভাব দর্শন কি?

সাবির ঃ হ্যাঁ, আমি মরমি দর্শনে আস্থাবান একথা বললে ভুল হবে না। এখানে সবার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মরমি দর্শন কি? মরমি দর্শন হলো সকল ধর্ম দর্শনের মূল সুর স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত যে মানুষ সেই শ্রেষ্ঠ মানব, তাকেই মরমি আখ্যা দেয়া যায়। এখানে উলেখ্য যে, স্রষ্টা তার সকল সৃষ্টিকে সমানভাবে ভালবাসেন। কোনরকম বৈষম্য না করে সকলখানে আলো বাতাস বৃষ্টি-জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ দেশ কাল জীব জন্তু পশুপক্ষি সকলের প্রতি সমানভাবে কর"ণা বর্ষণ করে থাকেন।

পৃথিবীতে মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষেরই কর্তব্য পৃথিবীতে মহান স্রষ্টার সকল সৃষ্টি জীবের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। যেখানে জীব সেখানে শিব। সৃষ্টির প্রতি ভালবাসাই শুধু একজন স্রষ্টার প্রিয়পাত্র হতে পারে। এখানে সুফী, বৈষ্ণব, পীর-আউলিয়া, তাঁদের সাধনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বেহেশত পাবার আশা এবং দোযখের ভয়। অর্থাৎ বেহেস্ড়ের লোভ আর দোজখের ভয়ে সবকিছু করে। কিন্তু একজন মরমি সাধক শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য স্রষ্টার সকল সৃষ্টির প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে আস্থাবান থাকেন। অনেক সূফী সাধক, বৈরাগী বৈষ্ণব তারা সংসারধর্ম পরিত্যাগ করে বনে জঙ্গলে স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ান। কিন্তু একজন মরমি সাধক মনে করেন যে, তার প্রতি পারিবারিক দায়িত্ব, প্রতিবেশীর দায়িত্ব, সমাজের দায়িত্ব, আত্মীয়স্বজনের দায়িত্ব, দেশ ও জাতির সকলের প্রতি তার সমান দায়িত্ব রয়েছে। মরমি সাধকরা ঐশী চেতনায় সমৃদ্ধ এবং উদ্বুদ্ধ। তারা ত্রিকালদর্শী অন্ড়র্দৃষ্টি ও দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত এবং স্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত। বাইম একপ্রকার মাছ যে কাঁদার মধ্যে থেকেও তার গায়ে কাঁদা স্পর্শ করে না। একজন মরমি সাধক সংসার জীবনের সকল কাজকর্ম করেও সংসার বিরাগী হয়ে থাকেন। এখানে উলে- খ্য কোন কোন সাধকের

মতে ষড় রিপু ত্যাগ করলে স্রষ্টার নৈকট্য পাওয়া যায়। আমি এ তত্ত্বে বিশ্বাসী নই। কাম না থাকলে স্রষ্টার সৃষ্টি থাকতো না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ছয়টি রিপুর প্রয়োজন রয়েছে। সকল বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করা স্রষ্টার অপছন্দ।

প্রশ্ন ঃ আপনার বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। কোন গানগুলো লিখে আপনি আনন্দবোধ করেন?

সাবির ঃ যে গানগুলি বিশ্বজনীন মানব প্রেম এবং স্রষ্টা ও তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেম বিধৃত সে গান লিখতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আমার কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রত্যেকটিতে এরূপ গানই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। আমি আমার বক্তব্যকে গানের কথায় প্রকাশ করেছি। আমি চেয়েছি সকল জীবের কল্যাণে তার ব্যবহার হোক। সাহিত্য কর্মে জীবন দর্শনকে জগত ও জীবন ভাবনায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার গান বিচিত্র ধারায় রচিত। যেমন প্রেম, বিরহ, মিলন, মরমি, ভাবদর্শন, ইসলামী উপলক্ষের গান, অধ্যাত্ম ভাবদর্শন এবং সর্বোপরি বিশ্বমানবতাবাদের জয়ধ্বনি আপনার রচনায় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। এ সম্পর্কে কি আপনার বিশেষ ভাবনা কাজ করে?

সাবির ঃ মানব মনের চিরন্ড়ন জিজ্ঞাসা আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় যাবো, কি তার শেষ পরিণতি, ইহকাল ও পরকাল, স্বর্গ, নরক এসব হাজারও প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে টেষ্টা করেছি আমার সকল গানের মাধ্যমে। মরমিবাদ, ইসলামীবাদ, সূফীবাদ, অধ্যাত্ব ভাবদর্শন, মানবতা বিবর্জিত নয়। যে যার মতো ধর্মীয় অনুশীলন করেও স্রষ্টার প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব নয় যদি না ভক্তমনে মানবতাবোধ থাকে। আমি স্রষ্টার কাছে মানুষের মুক্তি চেয়েছি। আমার সকল গানের মাধ্যমেই মানবতার কথা বলেছি। আমার মনে বারে বারে প্রশ্ন উঠছে আমি কে? স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির রহস্য কি? আমার তুমির হিসাব মিলাতে বারে বারে হিসাব ভুল করেছি। এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হাজার প্রশ্নের জটিলতার আবর্তে জড়িয়ে পড়েছি। হারায়ে গেছি ভাবের দেশে। বেদ, বাইবেল, পবিত্র কোরআন, গীতাসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে সত্য সুন্দরকে আহরণের চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকদের জীবন দর্শন থেকে মূল্যবান তথ্য আহরণে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকদের জীবন দর্শন থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছি। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঐশী চেতনায় অনুভবে আপুত হতে চেষ্টা করেছি। তর্ক উঠেছে নিজের মনে বার বার। সে সব তর্কের সমাধান সহজ অর্থে সম্ভব নয় আদমকে স্বর্গ ছাড়া করা না হলে স্বর্গের

অবস্থা কি হতো। মাটির পৃথিবীতে মানুষ না এলে কোন প্রজাতির দখলে পৃথিবী থাকতো। আদমকে সিজদা না করা কি শয়তানের মতিভ্রম নাকি- মহান স্রষ্টার লীলাখেলা। ঐ সব হাজার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছি আমার কাব্য কথায় গানের মধ্যে। ইসলাম মানবতারই ধর্ম। আমার নিজের পূণ্যের বিনিময়ে পরকালেও মানুষের মুক্তি চেয়েছি। দেশের কথা বলেছি জাতি ও বিবেকের কথা বলেছি। দেশ ও জাতি বাদ দিয়ে তো সমাজ হতে পারে না। আমি বিচিত্র মাধ্যমে গান লিখছি তবে সব গানেরই মূল সুর এক। স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর সৃষ্টির মঙ্গল কামনা। বিশ্বপ্রেমই স্রষ্টা, প্রেমের পাদপিঠ এ তথ্যে আমি বিশ্বাসী। মানুষের মাঝে আমার এ ভাবনা প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করেছি। যদি এ ভাবনা আরও প্রসার হয় তবে মানুষের কল্যাণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে আপনার বিশ্বজনীন দর্শন ও শান্ড়ির পক্ষে কতটা কাজ করতে পারে অন্ড়ত বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে?

সাবির ঃ স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি আমাদের এই মাটির পৃথিবী। মানুষকে সত্য সুন্দর ও শান্ড়ির পথ দেখাতে যুগে যুগে কালে কালে নবী-রাসুল, প্রেরিত পুর"ষ, অবতার, সাধু-দরবেশ, সমাজ সংস্কারক পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। তাদের কল্যাণে পৃথিবী হয়েছে সকলের বাসযোগ্য নিরাপদ এক আবাসভূমি। কিন্তু সত্য সুন্দর ও প্রেম প্রীতি ভালবাসা সহমর্মিতা পরস্পর সহযোগিতা সহনশীলতা একমাত্র মুক্তির পথ, এ কথা আজ আমরা ভুলে গেছি। শক্তি দিয়ে দেশ জয় করা যায় কিন্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। সন্ত্রাস দমনের নামে শক্তি প্রয়োগ সন্ত্রাসকে উসকানি দেয়। বনের পশুরা বনে মিলেমিশে অবস্থান করে। সেখানে কোন হিংসা দলাদলি নেই। একে অপরকে হত্যা করে না। তাই আমার সাহিত্য কর্মে বিশ্ব শান্ড়ি ও মানব কল্যাণে বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যুদ্ধ চাই না শান্ড়ি চাই অস্ত্র মুক্ত বিশ্ব চাই এই পৃথিবী হোক সবার জন্য নিরাপদ এক আবাস ঠাঁই। এই শে- াগান দেবার চেষ্টা করেছি। এবং নানাভাবে মানুষকে শান্ড়ির পথে পরিচালিত করার প্রয়াস চালিয়েছি। কিন্তু প্রচারেই প্রসার। আমার সাহিত্যকর্ম এখনও অনেকটা নিরবে নিভৃতে। সকল ক্ষেত্রে তেমন প্রচার এবং প্রসার পায়নি। প্রচার করার দায়িত্ব শুধু আমার একার নয়। আমার প্রেম ও শান্ড়ি অহিংসার বাণী সভা সমিতি সেমিনার আন্ড়র্জাতিক ভাষার অনুবাদ ও প্রচারের মাধ্যমে যদি তুলে ধরা হয় তবে, বর্তমানের উন্মাতাল বিশ্বে শান্ড়ির সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। আমি আশাবাদী। আমার বিশ্বজনীন বাণী যদি বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া যায় তবে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শান্ড়ির সুবাতাস বয়ে আনবে। বর্তমানে মানব সমাজ প্রত্যেকে আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একদিন সত্যের সন্ধান খুঁজে পাবে।

প্রশ্ন ঃ আপনার গানের আবেদন কি মানবজাতিকে বিশ্বমুখী করে তুলবে বলে বিশ্বাস করেন? সে প্রসঙ্গে বলুন।

সাবির ঃ জাতিভেদ প্রথা, বর্ণ-বৈষম্য সাম্প্রদায়িকতার তীক্ষ্ম ছোবলে মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি চলছে সর্বত্র। অথচ মানুষের একটি জাত সে জাতির নাম মানবজাতি। একই ধর্ম সে ধর্মের নাম মানব ধর্ম। ধর্ম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে তারা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ। এক আকাশের নিচে এবং পৃথিবীর বুকে বসবাসরত সকল মানুষ সবাই মিলেমিশে এক সুবিশাল মানব পরিবার। এই মহান তত্ত্ব ভুলে বিশ্বে চলছে মারণাস্ত্রের মরণখেলা। একদিকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের অভাবে কোটি কোটি মানব সন্তান অপুষ্টি অনাহারে পথে পথে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। অন্যদিকে সন্ত্রাস দমনের নামে সন্ত্রাসের জন্ম দিয়ে কোটি কোটি মারণঅস্ত্রের মরণখেলায় উন্মত্ত সারাবিশ্ব। কিন্তু কেউই কোনদিন ভাবছে না দু'দিনের এই মানবজীন দু'দিন পরেই সবারই বিদায় নিতে হবে। আজ আমরা যারা পৃথিবীতে বর্তমান আছি দেড়শ বছর আগে আমরা কেউ ছিলাম না। দেড়শ বছর পরেও আমরা কেউ থাকবা না। আমরা সবাই যে এই ঘর আমার, এই বাড়ি আমার বলছি আমাদের পূর্বপুরুষও একই কথা বলেছে। আমাদের পরবর্তীরা একই কথা বলবে। প্রত্যেকেই আমরা মায়ের গর্ভে পিতার ঔরসে একই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে এসছি। এবং পৃথিবীতে আগমের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয় হচ্ছে মানব শিশু এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয় হচ্ছে শব দেহ। পিতার পরিচয়ে তার বংশ পরিচয় এবং জাতি ও ধর্মের পরিচয় বহন করে। নিজের ধর্মের বিধানগুলো সুচারুরূপে পালন করা এবং অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই প্রকৃত ধর্মের বিধান।

আমরা লক্ষ্য করেছি পৃথিবীতে কত বীর কত রাজা মহারাজা বীর বিক্রমের দুর্দান্ত প্রতাপে পৃথিবীকে শাসন করে গেছেন। চেঙ্গিস, গজনী মাহমুদ, সীজার, নেপোলিয়ান যাদের দাপটে একদিন পৃথিবী ছিল প্রকম্পিত তারা আজ কোথায়? তাই বলতে দ্বিধা নেই পৃথিবী আজ যাদের অঙ্গুলি নির্দেশে চলছে তারাও একদিন তাদের পূর্বসুরীদের মতোই ধুলোয় মিশে যাবে। পৃথিবীর আদিম সভ্যতা যেমন- রোম সভ্যতা, স্পেনীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা-সিন্ধুসভ্যতা সেসবও আজ ইতিহাসের পাতায়। এখানে উলেখ্য যে, পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল অবতার, প্রেরিত পুরুষ অবতরণ করেছেন তারাও মানুষে মানুষে মহামিলনের কথা বলে গেছেন। পবিত্র কোরআনে আলাহপাক বলেন: মানবজাতি এক ও অভিন্ন এবং আমি (আলাহ) তাদের সকলের প্রভু। এই অর্থে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষ এক

জাতি এক আমাশের নিচে বসবাস করে সকলে পরস্পর ভাই ভাই। জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ ভিন্ন থাকাটাই সৃষ্টির বৈচিত্র। বৈষম্য আছে বলেই স্রষ্টার সৃষ্টি এতো বৈচিত্রময়। পৃথিবীতে সবার মধ্যে যদি সাম্য থাকতো তবে চলমানতা থাকতো না। কিন্তু মানুষের পেশা ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। সবাই যদি উচ্চ পেশায় রত থাকতো তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন অচল হয়ে যেতো। পেশায় ছোট বলে কেউ হেয় নয়। কিন্তু মানুষ মানুষে কোনো বৈরিতা থাকা উচিৎ নয়। এজন্য বিশ্ব মানব গোষ্ঠীকে আমি কল্পনা করেছি এভাবে-

আকাশ আমার ঘরের ছাউনি
পৃথিবী আমার ঘর
সারা দুনিয়ার সকল মানুষ
কেউ নয় মোর পর।

আমার এই বাণী চিরন্ড়ন, যা মানবতার উদ্ভাসনে যুগে যুগে কালে কালে মানব জাতিকে সহায়ক ভূমিকা দিতে পারবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ঃ আপনি দুই সহস্রাধিক গান রচনা করেছেন তার মধ্যে মূল যে সুর রয়েছে তাহলো মরমিয়া ভাবরস ও বিশ্বমানবাতর কল্যাণ তথা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। আপনার জীবন ও সাধনা কি সেদিকেই পরিচালিত?

সাবির ঃ আমার গানের বাণী সমকালের নয় মহাকালের বলে আমি মনে করি। সাম্য শান্ড়ি মানবতা জগত জীবন ধর্মীয় মূল্যবোধ ঐশী চেতনা সর্বোপরি বিশ্বপ্রেম আমার গানের মূল সুর। গানের বাণীকে সকলের কাছে সহজবোধ্য করার জন্যে আমি আমার গান লেখার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতা পরিহার করার চেষ্টা করেছি। আমার দুই সহস্রাধিক গান সবই যে কালোত্তীর্ণ তা আমি বলি না তবে কিছু গান যে বিম্বশান্ড়ি ও মানব কল্যাণে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা যোগাবে এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী। আমার সমগ্র কর্মজীবন, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রেম প্রীতি, দুঃখ বেদনা ভালবাসার যে বাস্ড়ব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেটিকে মানুষের কাছে ভাগ করে দিয়েছি। আমার জীবন দর্শন আমার জীবন থেকে নেয়া। আমি চেষ্টা করেছি জীবনের সত্য ও মানবতাবোধ গানের ভিতর দিয়ে রূপ দিতে, কতখানি সার্থক হয়েছি জানিনা।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে বর্তমান গীতিকারদের মধ্যে আপনি অন্যতম ও বয়োজ্যেষ্ঠ গীতিকবি। বর্তমানকালে যে আধুনিক গান লেখা এবং গাওয়া হচ্ছে সেগুলি কি মান সম্মত? বাংলা গানের যে বৈশিষ্ট্য তা কি বর্তমান রচিত গানে লক্ষ্য করা যায়?

সাবির ঃ সব গান যে মান সম্মত নয় একথা ঠিক নয়। এখানে আমি বিশেষভাবে উলে- খ্য করতে চাই যে, অনেক সম্মানিত গীতিকারও রয়েছেন যারা সমৃদ্ধ গান রচনা করে চলেছেন। আমার মনে হয় বর্তমানে যে সকল গান লেখা হচ্ছে তার আবেদন সমকালেই ঝরে যাবে। কালজয়ী আবেদন এ সকল গানে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। গানের বাণী যদি সমৃদ্ধ না হয় তাতে যতই ভাল সুর সংযোজন করা হোক না কেন, সে সমস্ড় গান আবেদনহীন। এবং গানের যে সাধারণ ধর্ম স্থায়ী অন্ড়রা এবং সঞ্চারী। দেখা যাচ্ছে বর্তমানে অনেক গীতিকারের গানের সঞ্চারী খুঁজে পাওয়া যায় না। সুরকার ও শিল্পী সবাই সঞ্চারীতে সুরারোপ ও কণ্ঠ দিতে অনিহা প্রকাশ করে থাকেন। যা সত্যিই দুঃখজনক। এ সমস্ড় গান আমার মনে হয় সনাতনী গানের পরিপন্থি। এব্যপারে বাণী প্রধান এবং সনাতন পদ্ধতিতে গান রচনার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গীতিকাররা আরও সচেতন হবে বলে মনে করি। এখানে উলেখ্য, অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা যায় ভাল বানী প্রধান গানও যন্ড়সংগীতের প্রাধান্যের ফলে শ্রোতাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে গানের বাণীই বোঝা যায় না। সেদিকে যত্নবান হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয় গানের বর্তমান রূপের পরিবর্তন হয়ে এর প্রকৃত বা আসল রূপ ফিরে আসবে।

প্রশ্ন ঃ কবি নজর"ল ইসলামী গান রচনা করেছেন এবং আপনিও ইসলামী ভক্তি ভাব ও উপলক্ষ্যের গান লিখেছেন এবং বোধ করি সংখ্যার দিক দিয়ে বেশি ইসলামী গান আপনিই লিখেছেন। এ সম্পর্কে কিছু বলুন-

সাবির ঃ কাজী নজর"ল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ পদচারণা। কবি সাহিত্যিকরা জাতির বিবেক। নজর"ল ইসলাম যখন ইসলামী গান রচনা করেছেন তখন মুসলিম সামাজে গানের অবস্থান নিষিদ্ধ ছিল। শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের সুমধুর কণ্ঠে নজর"লের রচনায় ইসলামিক গান আস্ড়ে আস্ড়ে সমাদৃত হতে থঅকে। তখন কবি নজর"ল এককভাবে মুসলিম সমাজে তার ইসলামি গান দিয়ে প্রভাব বিস্ড়ার করেন। তিনি একক কবি যিনি নিয়মিত গান লিখে মুসলিম সমাজকে গান শোনাতে উব্দ্ধ ও আগ্রহী করেন। নজর"লের পথ ধরে মুনসী

মেহের্লা, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কবি কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ ইমদাদ আলী, কবি গোলাম মোস্ড়ফা, সাঈদ সিদ্দিকী, ফররুখ আহমদ, কবি আজিজুর রহমান, আবদুল লতিফ, সিরাজুল ইসলাম, প্রমুখ ইসলামী সংগীত রচনায় যথেষ্ট অবদান রাখেন। আমার ধর্ম ইসলাম। তাই অন্যান্য আঙ্গিকে সংগীত রচনার পাশাপাশি ইসলামী সংগীত রচনার তাগিদ অনুভব করি। একথা সত্য যে, বাংলা ভাষায় আমার ইসলামী গানের পরিমাণ পাঁচশতের কাছাকাছি। হামদ নাত ছাড়াও ইসলামী বিভিন্ন উপলক্ষের গান লিখেছি। সে তুলনায় প্রচার প্রসার তেমন হয়নি। সরকারীভাবে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নজর্লের গান প্রচার হচ্ছে বলেই আমরা তার গান সর্বত্র শুনছি এবং জনপ্রিয়তা আছে। আমার গান যে প্রচার হচেছ না তা নয় বাংলাদেশে খ্যাতিমান শিল্পী ছাড়াও পশ্চিম বাংলায় প্রখ্যাত শিল্পীর কণ্ঠে ইসলামী গান গীত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আমি আশাবাদী আমার ইসলামী গানগুলো বেঁচে থাকবে। ইসলামি গানের মধ্যেও আমি স্রষ্টার কাছে আমার নিজের মুক্তির চেয়ে মানব মুক্তি এবং বিশ্বমানতার মুক্তির আবেদন জানিয়েছি। ইসলাম ও মানবতারই ধর্ম। ইসলামী গানের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃপ্রেমের আহ্বান জানিয়েছি। এসকল গান একদিন আদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন ঃ আপনার জীবন সংগ্রাম পেশায় প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ী আর নেশায় কবি। কোনটিকে বেশি ভালবাসেন?

সাবির ঃ মানব জীবন সংগ্রাম মুখর। কঠিন বাস্ড়বতা ও দুঃখ দুর্দশা অভাব অনটন প্রত্যক্ষ করেছি আমার জীবনে আমার শিশু কিশোর দিনগুলিতে। বাবার অকাল মৃত্যুতে পরিবারের নেমে আসে দারিদ্রের ছাপ। তাই ছাত্রজীবন থেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দারিদ্র্যকে জয় করবই। এই দুরন্ড় আশা নিয়েই আমার জীবন পরিচালতি করার চেষ্টা করেছি। এবং শিক্ষা জীবন শেষে চাকরী জীবনেও সে লালিত স্বপ্নকে বাস্ড়বতায় রূপ দেয়ার জন্যে পরবর্তীতে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করি। আমি দারিদ্র্যের কাছে মাথা নত করিনি। নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে ব্যবসার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। এবং আমি মনে করি সফলও হয়েছি। কর্মজীবন ও ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনা ও লেখার অভ্যাস চালিয়ে আসছি। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও দর্শন শাস্ত্রের নিগুঢ় তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যবান জ্ঞান আহরণের প্রয়াস চালিয়েছি। যেহেতু শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার কোন বিকল্প নেই। যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষের মুনষ্যত্বের বিকাশ ও মানবতাবোধের উন্মেষ ঘটায় না, সে ব্যক্তি যতই

ডিগ্রীধারী হোন না কেনো তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বা শিক্ষিত বলা যায় না বলে আমি মনে করি। আমার জীবন সংগ্রামের মতো সাহিত্য সাধনাও সংগ্রামেরই ফসল।

এতোসব কাজের মধ্যেও বন্ধ থাকেনি আমার সমাজ সেবা। দুস্থ মানব কল্যাণে কাজ করা। শিক্ষার জন্যে আমি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। যাতে দেশে সচেতন ও শিক্ষিত নাগরিক গড়ে ওঠে। ছাত্রদের বৃত্তি দিয়েছি। অনেক কবি সাহিত্যকদের গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করেছি। যা নিজের কর্তব্য বলে মনে করেছি। এবং বর্তমানেও সে কাজ অব্যাহত আছে। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা ও তাঁর সৃষ্টির সেবা করতে চেষ্টা করব। আমি সৃষ্টির সেবাকে সর্বাধিক গুর"ত্ব দিয়েছি। ব্যবসায় আমি সফল যা আমার উত্তরাধিকারীদের জন্যে। কিন্তু আমার সাহিত্য বিশ্ব মানবতার সম্পদ। সেজন্যে সাহিত্যকর্মে বেশি গুরত্ব দিয়েছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার জীবন ও কর্ম নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. খোন্দকার রিয়াজুর হক সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেছেন। সে সম্বন্ধে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

সাব্বির ঃ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক মরমি কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী চৈতন্য-লালন-রবীন্দ্র মরমী ঐতিহ্য সংক্রমণ শীর্ষক থিসিস রচনা করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট ডিগ্রী অর্জন করেন। কোন জীবিত কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্মের উপর গবেষণা করে ডি. লিট অর্জন উপমহাদেশে এক বিরল ঘটনা। তাই এটা স্রষ্টার মহান অনুগ্রহ। আমার সাহিত্য কর্মের উপর ডি. লিট অর্জনের জন্য আমি গৌরাবান্বিত। এটা শুধু আমার একার নয় দেশ ও জাতি এবং বাংলা ভাষাভাষীদের জন্যেও গর্বের বিষয়।

এছাড়া যে তিনজন মহামনিষী চৈতন্য লালন রবীন্দ্র বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিদের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আমার সাহিত্যকর্মকে তুলনামূলক বিশেষণ করেছেন সেটা আমার জন্য এক পরম পাওয়া। কারণ, উপরোক্ত তিনজনই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দিকপাল। এখানে উলে- খ্য যে, আমি এবং ড. খোন্দকার সিরাজুল হক প্রথমে যোগাযোগ করি অধ্যাপক ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি আমাদের নিয়ে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মানস মজুমদারের কাছে। যিনি হাসির ছলে সেদিন বলেছিলেন- জীবিত কোন লেখকের সাহিত্যকর্ম নিয়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পর্যন্ড় কোন ডি. লিট ডিগ্রী হয় নি। তিনি বলেছিলেন, সাবির সাহেব আপনি মরে যান তার পর আপনার সাহিত্যের উপর ডি. লিট দিবো। এক

সময় ডি. লিট দেয়া হলো। এটা সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমত এবং আমার সৌভাগ্যের বিষয়। আজ আর আমাদের মাঝে ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় বেঁচে নেই। তিনি গ্রন্থখানিও দেখে যেতে পারেননি। আমি তার বিদেহী আত্মার শান্ড়ি কামনা করি। ডি. লিট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ড. রিয়াজুল হকের অক্লান্ড় পরিশ্রম এবং পশ্চিমবঙ্গে খ্যাতিমান লোকগবেষক ড. সনৎকুমার মিত্র এবং ড. দুলাল চৌধুরীর সার্বিক সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করছি।

প্রশ্ন ঃ বর্তমান কালে বিক্ষুদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক বিশ্বের আপনার গান আশা জাগিয়ে তোলে সত্য, শুভ, সুন্দরের পথ পাড়ি জমাতে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

সাবির ঃ যা সত্য তাই সুন্দর। জীবনে সুখ আছে, আছে আনন্দ আছে বেদনা। সুখ দুঃখের সমন্বয়েই মানব জীবন। আত্মজ্ঞানে যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সেই শ্রেষ্ঠ মানব। শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে নারী পুর"ষ সবার সমান অধিকার। সৎ চিন্ড়া সদালাপ মানবিক গুণাবলী ধর্মীয় মুল্যবোধ অর্পিত দায়িত্ব পালন, সততা নিষ্ঠা নৈতিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলী, সহমর্মিতা প্রজ্ঞা ঐশী চেতনা ব্যক্তিত্ব, একজন মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায়। নিজে হাসো এবং অপরকে হাসাও। নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচাও এইতো সত্য ও সুন্দরের উপলব্ধি।

মানব সমাজে আমরা সবাই মানুষ পৃথিবী নামক এক ঘরের বাসিন্দা। যে ঘরের ছাউনি উদার উন্মুক্ত আকাশ। প্রত্যেক মানুষ মহান মানবতার অংশ বিশেষ। একটি মানুষ খুন করলে সমস্ড় মানবতাকে খুন করা হয়। একটি মানুষের জীবনকে টিকিয়ে রাখলে সমস্ড় মানবতাই যেনো রক্ষা পায়। মানব জাতি এক অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য। সকল মানুষ গোত্র গোষ্ঠী মিলে মিশে গড়ে উঠুক এক সুবশিাল মানব পরিবার। শান্ড়ি এবং সুখের নতুন বিশ্ব। যেখানে থাকবে না কোন হানাহানি সন্ত্রাস সাম্প্রদায়িকতা, জাতি ভাষা বর্ণ বিভেদের কোন সংঘাত। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কেউ করবে না। যে যার মতো ধম পালন করবে। অপর ধর্মের প্রতিও থাকবে শ্রদ্ধাশীল।

পৃথিবীর সকর কবি সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্মের ওপর গবেষণা, আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। যার মাধ্যমে চিরন্ড়া হয়ে রয়েছে অনেকের কর্ম কীর্তি। গবেষণার অর্থ সত্যের সন্ধান। বর্তমান প্রজন্ম না হোক আমার বিশ্বাস ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমার গানে এবং জীবন দর্শনে সত্য ও সুন্দরের পথ খুঁজে পাবে। আমার জীবনের সত্য দর্শন দিয়ে আন্ড়র্জাতিকতা আবিস্কার করার যে চেষ্টা তা গবেষকদের

কাছে অনুসন্ধানের কারণ হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমার এই প্রত্যাশা। আমার শান্ড়ি প্রেম ও অহিংসার বাণী আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখাবে বলে মনে করি।

স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা ও তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি মমত্বই হোক সবার জীবন ব্রত। অস্ত্র মুক্ত হোক পৃথিবী। জাগ্রত হোক বিশ্ব বিবেক। জয় হোক মানবতার।

(পাক্ষিক কিছুক্ষণ, সোমবার ঃ সোমবার ঃ ১-১৫ ও ১৫-৩১ জানুয়ারি ২০০৫, সংখ্যা ১৯)

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাসন ও সাবিরের গানের স্বরলিপি প্রসঙ্গে

হাসন রাজা ও সাবিরের গানের স্বরলিপি উলেখ কারার আগে স্বরলিপির প্রাথমিক কিছু বিষয় উপস্থাপন করা দরকার। মূলতঃ আমাদের দেশে সংগীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপির ভূমিকা খুবই গুরত্বপূর্ণ। ইংরেজী নোটেশন (Notation) এর বাংলা অর্থ হলো স্বরলিপি।

(দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত-তত্ত্ব, প্রথম খন্ড)*

ভাষার কতকগুলি প্রচলিত শব্দ থাকে যার সঠিক অর্থ খুঁজলে কিছু অসঙ্গতি বোধ হবে, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার অর্থবোধের কোনো অসুবিধা হয় না। "সংগীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপি এরূপ একটি শব্দ। স্বরের যে বিধিবদ্ধ লিপিতে সংগীতের বাণী, সুর ও ছন্দ লিখিত থাকে, তার নাম স্বরলিপি।"

(দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর রাগ-সঙ্গীত চর্চা)*

স্বরলিপি অর্থ হলো সুর সংকেতের মাধ্যমে গীতরূপ সৃজন করা। যার মাধ্যমে শুদ্ধতর সুর কাঠামোর পরিচয় পরিব্যপ্ত হয়। লেখাপড়ার অঙ্কুর বা বর্ণমালার মতোই গান-বাজনায় স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এটি সংগীতকে লিখিতভাবে বিবৃত করার পদ্ধতি। স্বর ও মাত্রা বাচক চিহ্নের সাহায্যে স্বরলিপি প্রণয়ন করা হয়। গীতিকার সুরকার ও শিল্পী এ তিন জনের মিলিত প্রয়াসে একটি গান প্রাণবন্ড় হয়ে ওঠে, শ্রোতার মনে দেয় দোলা। সুর ছাড়া বাণী শুধু কবিতামাত্র। আর বস্তুনিষ্ঠ বাণী ছাড়া সুরও কোনক্রমে মর্মস্পর্শ করতে পারে না। একজন গীতিকারের জীবন-দর্শন, মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারনা তাঁর গীত রচনার মধ্যে ফুটে ওঠে। গান শুধু চিত্তবিনোদনের মাধ্যম নয়। একমাত্র গানই আধ্যাত্মিক সাধনা মানবিক গুণাবলী ও জাগতিক কর্মকান্ডের প্রচারণার অন্যতম মাধ্যম। আর যে গান মানুষ এবং মানবতার কথা সমৃদ্ধ-সে গানই চিরস্থায়ী। উলে- খ্য যে, গানের বাণী যত সমৃদ্ধ এবং সুর যত মধুর হৃদয়গ্রাহী সে গানই সকলকে মোহিত করে। শ্রুতিমধুর সে সব সুরকে ধরে রাখার একমাত্র শ্রেষ্ঠ মাধ্যম গানের সঠিক স্বরলিপি।

হাসন রাজা ও সাবিরের মরমি গানগুলো লোকসংগীতের সুরে রচিত। লোকসংগীতের প্রাথমিক রূপ মৌখিক ধারাকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলে বহতা নদীর মতো। সেসব সুরগুলো (বাণীও) স্মৃতি ও

শ্রুতির মাধ্যমে পুর"ষানুক্রমে মুখে মুখে বিভিন্ন জনের অভিব্যক্তিতে পরিবর্তিত(বিবর্তিত) হতে থাকে। "সে জন্য লোকসংগীতে আদি কোনো একক সৃষ্টির কল্পনা করা যেমন অসম্ভব হয়ে পড়ে তেমনি ইতিহাসের কোন অধ্যায় যে এর সূচনা কালের চিহ্ন বহন করছে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না।"

(ম ন মুস্ড়াফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে)*

সে কারনেই লোকসংগীতকে সামগ্রিক সৃষ্টি বলে সুধীজন আখ্যায়িত করেন। কিন্তু বাংলা লোকসংগীত শুধু সমষ্টির সুষ্টি সৃষ্টি নয় ব্যষ্টিরও। এর দৃষ্টান্ড় আমাদের অজস্র বাউল, মারফতি, দেহতত্ত্বের গানে রচয়িতার নাম ভনিতায় এর সাক্ষ্য মেলে এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ গায়নশৈলীও ব্যক্তি নামে গড়ে উঠেছে। যেমনটি হয়েছে লালনের গানে, কাঙাল হরিনাথের গানে তেমনি ময়মনসিংহের জালালুদ্দিনের গানে। হাসন রাজা ও সাবিরের গানেও সেই বিশেষ গায়কীরূপ বিধৃত আছে বলেই তাঁদের গানকে 'হাসন রাজার গান' ও 'সাবিরের গান' বলে চিহ্নিত করা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে স্বরণীয় যে, লোকসংগীতের সঠিক রূপ স্বরলিপিতে ধরে রাখা অসম্ভব। কেননা বিশেষ ঢঙ, বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ গায়কীতে এমনি একটা আঞ্চলিকতা মিশে থাকে যা কেবলমাত্র 'তৈরী কান' দিয়েই উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া একেকটি অঞ্চলের উচ্চারণ যেমন ভিন্ন থাকে তেমনি আঞ্চলিক সুরও মিশে থাকে যা গান গেয়ে হয়তো দেখানো যায়, লিপিবদ্ধ করে বা স্বরলিপিতে তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এখন যেমন হুবহু রূপে(অবিকল) টেপ বা ভিডিও যন্ত্রে ধারণ করা সম্ভব। স্বরলিপির সাহায্যে গানের মূল কাঠামো ধরে রাখা গেলেও লোকসংগীতের প্রকৃত ঢং ও শ্রুতি মাধুর্য ধরে রাখার উন্নতর কোন স্বরলিপি পদ্ধতি এখনও আবিস্কৃত হয়নি। তবু যে সব অঞ্চলের গানে যে সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে সে সম্বন্ধে সচেতন হলেই উৎসুক চিত্ত সেই গানের রসে ও রূপায়ণে অনেকটা সফল হবে। বলেছি, লোকসংগীত মৌখিক ধারাকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলে এবং নানা জনের মুখে মুখে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। অঞ্চলভেদে উচ্চারণভঙ্গি ও সুরেরও পরিবর্তন ঘটে। হাসন রাজার গানও সিলেট সুনামগঞ্জের গায়ক-গায়িকারা যেমন করে আঞ্চলিক ভাষায় ও সুরে করেন তেমনটি অন্য অঞ্চলবাসী গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠে সেই আঞ্চলিকতার আসল মাধুর্য ধরা পড়ে না। তবু স্বরলিপিগুলি ধরে রাখা হলো আধুনিক যুগের প্রাবল্যে ও যে সুর এখনো অবিকৃত রয়েছে তার আস্বাদ লাভের জন্য এবং সমকালীন সময়ে তার সুর কেমন ছিল তা ধরা থাকবে বলে।

ক. হাসন রাজার গানের স্বরলিপি

১. তাল : কাহারবা

মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়া রে।
কান্দে হাসন রাজার মন মনিয়ায় রে ॥

মায়ে বাপে বন্দি কইলা খুশির মাঝারে।
লালে ধলায় হইলাম বন্দি পিঞ্জিরার ভিতরে রে ॥

উড়িয়া যায়রে ময়না পাখি পিঞ্জিরায় হইল বন্দি।
মায়ে বাপে লাগাইলো মায়া জালের আন্ধি ॥

পিঞ্জিরায় সামাইয়া ময়নায় ছটফট কর।
(এমন) মজবুত পিঞ্জিরা (ময়নায়) ভাঙ্গিতে না পারে ॥

উড়িয়া যাইব শুয়া পাখি পড়িয়া রইব কায়া।
কিসের দেশ কিসের খেশ কিসের মায়া দয়া ॥

ময়নাকে পালিতে আছি দুধ কলা দিয়া।
যাইবার কালে নিষ্ঠুর ময়নায় না চাইব ফিরিয়া ॥

হাসন রাজায় ডাকব যখন ময়না আয়রে আয়।
এমন নিষ্ঠুর ময়না আর কি ফিরিয়া চায় ॥

+ ০ + ০
II সা -া সা -গা | গা -া গা মা I মা -পা পা -া | পা -া ধা -পা I
মা ০ টি ০ র ০ পি ন্ জি ০ রা র্ মা ০ ঝে ০

I -মা -া মা পা | -া ণা ণা ধা I ধা -পা পা -মা | -মা -গা -গা রসা I
০ ০ বন্ দী ০ হই য়া ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

I সা -গা গা -া | -া -া গা -মা I মা পা -পা -ধা | পা -া মা -পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন্ ম নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -র্সা | র্সা -া র্সা -র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা -ণা ণা -ণধা I
মা ০ য়ে ০ বা ০ পে ০ ব ন দী ০ ক ই লা ০০

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
খু ০ শি ০ র ০ মা ০ ঝা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
লা ০ লে ০ ধ০ ০ লা য় হ ই লা ম্ ব ন্ দী ০

I র্সা -া র্সা ণা | ণা -া ধা -পা I পা -মা মা -গা | গা -া -রা -সা I
পি ন্ জি ০ রা র্ ভি ০ ত ০ রে ০ রে ০ ০ ০

I সা -গা গা -া | -া -া গা -মা I মা -পা পা -ধা | পা -া মা -পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র্

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন্ ম নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -র্সা | র্সা -া র্সা র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা -ণা ণা -ণধা I
উ ড়ি য়া ০ যা য় রে ০ ম য় না ০ পা ০ খি ০০

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
পিন্ জি রা য় হ ই ল ০ ব ন্ দী ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
মা ০ য়ে ০ বা ০ ০ পে ০ লা ০ গা ০ ই ০ লা ০

I র্সা -া র্সা -ণা | ণা -া ধা পা I পা -মা মা -গা | গা -া রা সা I
মা ০ য়া ০ জা ০ লে র আ ন্ ধি ০ রে ০ ০ ০

I সা -গা গা -া | -া -া গা -মা I মা -পা -পা -ধা | পা -া মা ধা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন রা ০ জা র্

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন ম নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা র্সা | র্সা -া র্সা র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা ণা ণা ণধা I
পি ন্ জি ০ রা য় সা ০ মা ই য়া ০ ম য় না য়০

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
ছ ০ ট ০ ফ ০ ট ০ ক ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
এ ০ ম ০ ন০ ০ ম জ বু ০ ত ০ পিন্ জি রা ০

I র্সা -া র্সা -ণা | ণা -া ধা -পা I পা -মা মা -গা | গা -া -রা -সা I
ভা ০ ঙ্গি ০ তে ০ না ০ পা ০ রে ০ রে ০ ০ ০

I সা -গা গা -া | -া -া গা -মা I মা -পা -পা -ধা | পা -া মা -পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন রা ০ জা র্

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন ম নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -র্সা | র্সা -া র্সা -র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা -ণা -ণা ণধা I
উ ড়ি য়া ০ যা ই ব ০ শু ০ য়া ০ পা ০ খি ০০

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
প ড়ি য়া ০ র ই ব ০ কা ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
কি ০ সে র দে০ ০ শ ০ কি ০ সে র বে ০ শ ০

I র্সা -া র্সা -ণা | ণা -া ধা -পা I পা -মা -মা -গা | গা -া রা -সা I
কি ০ সে র মা ০ য়া ০ দ ০ য়া ০ রে ০ ০ ০

I সা -গা গা -া | -া -া গা মা I মা -পা -পা -ধা | পা -া মা পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন ম নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -র্সা | র্সা -া র্সা -র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা ণা ণা ণ্ধা I
ম য় না ০ কে ০ পা ০ লি ০ তে ০ আ ০ ছি ০০

I ধা -া ধা -ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
দু ০ ধ ০ ক ০ লা ০ দি ০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
যা ই বা র কা০ ০ লে ০ নি ষ ঠ্ঠু র ম য় না য়

I র্সা -া র্সা -ণা | ণা -া ধা পা I পা -মা মা -গা | গা -া রা -সা I
না ০ চা ই ব ০ ফি ০ রি ০ য়া ০ রে ০ ০ ০

I সা -গা গা -া | -া -া গা -মা I মা পা পা ধা | পা -া মা পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন ম নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -র্সা | র্সা -া র্সা র্রা I র্সা -া ণা -া | ণা ণা ণা ণ্ধা I
হা ০ স ন্ রা ০ জা য় ডা ক্ ব ০ য ০ খ ন০

I ধা -া ধা ণা | ধা -া পা -ধা I পা -া পা -া | -া -া -া -া I
ম য় না ০ আ য় রে ০ আ ০ য় ০ ০ ০ ০ ০

I মা -া মা -া | মগা -া মা -া I পা -পা ধা -া | পা -া ধা -া I
এ ০ ম ০ ন০ ০ নি ষ্ ঠ্ঠু ০ র ০ ম য় না ০

I র্সা -া র্সা -ণা | ণা -া ধা -পা I পা -মা মা -গা | গা -া -রা -সা I
আ র কি ০ ফি রি য়া ০ চা ০ ০ য় রে ০ ০ ০

I সা -গা গা -া | -া -া গা মা I মা -পা -পা -ধা | পা -া মা পা I
কা ন্ দে ০ ০ ০ হা ০ স ০ ০ ন্ রা ০ জা র

I গা -পা -মা -গা | রা -া সা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া II II
ম ০ ০ ন ম নি য়া য় রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

২.

তাল : তেওড়া

আহারে সোনালী বন্ধু! শুনিয়ে যা মোর কথা।
হাসন রাজার হৃদকমলে, তোমার চান্দমুখ গাঁথা ॥

হেরি যবে তব মুখ, এ জনমের যায় দুঃখ।
উপজিয়ে মনের সুখ, এ জনমের যায় ব্যথা ॥

হাসন রাজা হুতাশ হইয়া, আছে তব পানে চাইয়া।
মনপ্রাণ সব নিয়া ছাড়িলে মমতা ॥

হাসন রাজা প্রেমিক বলে, আইস প্রেমনাগরী কোলে।
তোমারি লাগি প্রাণ জ্বলে, প্রেমেরও বিধাতা ॥

\+ ২ ৩ + ২ ৩
II সা -রা -সা | ণ্া -া | ধ্া ণ্া I -সা সা -া | রা -া | রা -া I
আ হা ০ রে ০ সো ০ না লী ০ ব ন্ ধু ০

I পা -পা -পা | ধা ণা | ধা -পা I মা মা -া | গা -গা | -রা -সা I
শু নি য়ে যা ০ মো র্ ক থা ০ রে ০ ০ ০

I সা -রা -সা | ণ্া -া | ধ্া ণ্া I সা সা -া | রা -া | -রা -া I
হ ছ ন্ রা ০ জা র্ হৃ দ্ ক ম ০ লে ০

I পা পা পা | ধা ণা | ধা পা I মা মা -া | গা -া | রা -সা I
তো মা র চা ন্দ্ মু খ্ গাঁ থা ০ রে ০ ০ ০

I সা রা সা | ণ্া -া | ধ্া ণ্া I -সা সা -া | রা -গা | সা -রা I
আ হা ০ রে ০ সো ০ না লী ০ ব ন্ ধু ০

I সা -া -া | সা -া | সা -া II
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {মা -পা -পা | না -া | না -া I র্সা র্সা -া | র্সা -া | র্সা -া I
হে রি ০ য ০ বে ০ ত ব ০ মু ০ ০ খ্

I না র্সা র্সা | র্রা -া | র্রা -া I র্সা ণা -া | পা -া | পা -া} I
এ জ ০ ন ০ মে র্ যা ০ য় দু ০ ০ খ্

I মা পা -া | পা -া | পা -া I পা ধা -া | পা -া | -ধা -া I
উ প ০ জি ০ য়ে ০ ম নে র্ সু ০ ০ খ্

I র্সা র্সা ণ-া | -ণা -া | ধা পা I মা মা -া | গা -া | -রা -সা II
জ ন ০ মে র্ যা য় ব্য থা ০ রে ০ ০ ০

II {মা -পা -পা | না -া | না -া I র্সা র্সা -া | র্সা -া | র্সা -া I
হা স ন, রা ০ জা ০ হু তা শ হ ই য়া ০

I না র্সা -র্সা | র্রা -া | র্রা র্সা I র্সা ণা -া | পা -া | পা ন-া} I
আ ছে ০ ত ০ ব ০ পা নে ০ চা ই য়া ০

I মা পা -া | পা -া | পা -া I পা ধা -া | পা -া | ধা -া I
ম ন ০ প্রা ০ ন ০ -স ব ০ নি ০ য়া ০

I র্সা র্সা ণ-া | -ণা -া | ধা পা I মা মা -া | গা -া | -রা -সা II
ছা ড়ি ০ লে ০ ম ০ ম তা ০ রে ০ ০ ০

II {মা -পা -পা | না -া | না -া I র্সা র্সা -া | র্সা -া | র্সা -া I
হা ছ ন্ রা ০ জা ০ প্রে মি ক্ ব ০ লে ০

I না র্সা র্সা | র্রা -া | র্রা র্ম-া I র্সা ণা -া | পা -া | পা ম-া}I
আ ই স প্রে ম্ না ০ গ রী ০ কো ০ লে ০

I মা পা -া | পা -া | পা -া I পা ধা -া | পা -া | ধা -া I
তো মা র্ লা ০ গি ০ প্রা ণ ০ জ্ব ০ লে ০

I র্সা র্সা ণ-া | ণা -া | ধা পা I মা মা -া | গা -া | রা -সা II II
প্রে মে ০ র ০ বি ০ ধা তা ০ রে ০ ০ ০

৩.

তাল : দাদরা

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনারে।
যেই জনে চিনিয়া কিনে লভ্য হয় তার দুনা রে ॥

সুবুদ্ধি ও সাধু যারা, প্রেম বাজারে যায় রে তারা।
নির্বুদ্ধিরা ভব বাজারে, বেগার খাটিয়া মরে রে ॥

প্রেম বাজারে বিকে রত্ন ভব বাজারে নাই।
সাধু যারা শীঘ্র তাঁরা খরিদ করা চাই রে ॥

সাধু যারা কিনে তারা আনন্দিত হইয়া।
কুবুদ্ধিরা বইয়া রইছে ভবের বাজার চাইয়া রে ॥

মানিক রত্ন না কিনিলাম, প্রেম বাজারে যাইয়া।
ভব বাজারে বোকার মত রইয়েছি বসিয়া রে ॥

হাসন রাজা বলে আমার কি লিখছে ললাটে।
যা লিখেছে নিরঞ্জন সে কি আর মিটে রে ॥

	+				০				+				০			
II	সা	-রা	-সা	|	-ণ্া	ণ্া	-া	I	সা	সা	-া	|	রা	রা	-া	I
	প্রে	০	মে		র	বা	০		জা	রে	০		বি	কে	০	
I	-া	-া	-পা	|	মা	গা	রা	I	রা	-া	-জ্ঞা	|	রা	সা	-া	I
	০	০	মা		নি	ক	০		সো	০	০		না	০	০	
I	সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	{পা	-া	র্সা	|	র্সা	র্সা	র্রা	I
	রে	০	০		০	০	০		যে	ই	জ		নে	চি	০	
I	র্র্সা	-া	ণা	|	ধা	পা	-া}	I	পণা	ণা	-ণা	|	ধা	পা	-া	I
	নি	০	য়া		কি	নে	০		ল	ব্	ভ্য		হয়	তা	র্	

I মা -া -া | মা -গা -া I রা -া -জ্ঞা | -রা -সা -া II
দু ০ ০ না ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

II {মা পা -া | পা -না -া I না র্সা -া | র্রা -র্সা -া I
সু বু দ ধি ০ ও সা ধু ০ যা ০ ০

I র্সা -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -র্রা -র্সা -না I
রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I না না র্সা | র্সা র্সা -া I না -া ধপা | -া মা -া I
প্রে ম বা জা রে ০ যা য় রে০ ০ তা ০

I পা মা -া | -গা -া -া} I {না -া র্সা | র্সা র্সর্রা র্রা I
রা ০ ০ ০ ০ ০ নি র বুদ ধি রা০ ০

I র্সা -া ণা | ধা পা -া} I ণা ণা ণা | ধা পা -া I
ভ ব্ বা জা রে ০ বে গা র খা টি য়া

I মা -া -া | মা গা -া I রা -া -জ্ঞা | রা সা -া II
ম ০ ০ রে ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

II মা পা পা | পা না -া I না র্সা -া | র্সা র্সা -া I
প্রে ম বা জা রে ০ বি কে ০ র ত্ ন

I র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া I র্সা র্সা -া | -া -া -া I
ভ ব বা জা রে ০ না ই ০ ০ ০ ০

I {র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্রা I র্সা -া ণা | ধা পা -া} I
সা ধু ০ যা রা ০ শী গ্ র র তা রা

I ণা ণা ণা | ধা পা -া I মা -া -া | -া গা -া I
খ রি দ ক রা ০ চা ০ ০ ০ ই ০

I রা -া -জ্ঞা | -রা -সা -া II
রে ০ ০ ০ ০ ০

II মা পা -া | পা না -া I না র্সা -া | র্সা র্সা -া I
সা ধু ০ যাঁ রা ০ কি নে ০ তা রা ০

I র্রা -া র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া I র্সা র্সা -া | -া -া -া I
আ ন ন্ দি ত ০ হই য়া ০ ০ ০ ০

I {র্সা র্সা র্সা | র্সা র্রা -া I র্সা -া ণা | ধা পা -া} I
কু বু দ ধি রা ০ ব ই য়া রই ছে ০

I ণা -ণা -ণা | ধা পা -া I মা -া -া | -া মা -গা I
ভ বে র বা জা র্ চাই ০ ০ ০ য়া ০

I রা -া -জ্ঞা | -রা -সা -া II
রে ০ ০ ০ ০ ০

II মা পা পা | পা না -া I না র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
মা নি ক র ত্ন না ০ কি নি লা ম্

I র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া I র্সা র্সা -া | -া -া -া I
প্রে ম্ বা জা রে ০ যাই য়া ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সা | সা র্সর্রা র্রা I র্সা -া -ণা | ধা পা -া I
ভ ব্ বা জা রে০ ০ বো কা র ম ত ০

I ণা ণা ণা | ধা পা -া I মা -া -া | মা গা -া I
রই য়ে ০ ছি ব ০ সি ০ ০ য়া ০ ০

I রা -া -জ্ঞা | রা সা -া II
রে ০ ০ ০ ০ ০

II মা পা পা | পা না -া I না র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
হা স ন রা জা ০ ব লে ০ আ মা র

I র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া I র্সা র্সা -া | -া -া -া I
কি লি খ্ ছে ল ০ লা টে ০ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সা | র্সা র্রা -র্রা I র্সা র্সা -ণা | ধা পা -া I
যা ০ লি খে ছে ০ নি র ন্ জ ন্ ০

I ণা ণা -ণা | ধা পা -া I মা -া -া | মা -গা -া I
সে কি ০ আ র্ ০ মি ০ ০ টে ০ ০

I রা -া -জ্ঞা | -রা -সা -া II II
রে ০ ০ ০ ০ ০

৪.

তাল : কাহারবা

রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া, দেখা দিল আমারে ॥

দেখা দিয়া প্রাণ লইয়া, সামাইল ভিতরে।
আদম ছুরত দেখা দিল, ধরিয়া আমারে ॥

আয়নার মধ্যে যেমন মুখ দেখা যায়।
সেই মতে আমার রূপে, দেখা দিল আমায় ॥

নূরের বদন খানি, জিনে কাঞ্চা সোনা।
আপনর রূপ দেখিয়া, আপনে যে ফানা ॥

আপনার রূপ দেখিয়া, আপনে পাগল।
ত্রিভুবন জুড়িয়া রূপে, করে ঝলমল ॥

চন্দ্র সূর্য নাহি হয় রে, ঐ রূপের সমান।
সেই রূপ দেখিয়া আমার, বাঁচে না পরান ॥

দিলের চক্ষে দেখলাম রূপ নয়ন ভরিয়া।
কুলুবে বসিল আমার, দিলাসাত দিয়া ॥

তুমি আমার আমি তোমার প্রাণবন্ধে বলিয়া।
হৃদয় কমলে বন্ধু বসিল ও গিয়া ॥

ভাবনা চিন্তা দুর হইল, বন্ধু কোলে লইয়া।
নাচে নাচে হাসন-রাজায়, বন্ধুয়ারে পাইয়া ॥

+ ০ + ০
সা সা II রা -া রা গা | রা -া সা -া I রা -া গা -া | -া -া রা -া I
রূপ্ দে খি ০ লা ম্ রে ০ ন ০ য় ০ নে ০ ০ ০ আ ০

I রগা -া রসা -া | ণ্া -া ধ্া ধ্া I -া -া সা -া | -া রা সা সা I
প ০ না র্ রূ ০ ০ প্ ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম্

I সা -া -া -া | -া -া -া -া I ধা -া ধা ণা | ধা -া পা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ০ মা র্ মা ঝ্ ত ০

I পা -া মা পা | মা -া গা -মা I গা -া রা -গা | রা -া সা -া I
বা ০ হি র্ হ ই য়া ০ দে ০ খা ০ দি ০ ল ০

I -া -া সা -া | -া -া রা -া I গা -া -া -া | -া -া রা -া I
০ ০ আ ০ ০ ০ মা ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ আ ০

I রগা -া রসা -া | ণ্া -া -ধ্া ধ্া I -া -া সা -া | -া রা সা -া I
প ০ না র্ রূ ০ ০ প্ ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম্

I সা -া -া -া | সা সা সা -া II
রে ০ ০ ০ রূ প দে ০

II -া -া গা গা | -া গা গরা -া I রগা -া রা -সা | সা -া ণ্া -ধ্া I
০ ০ দে খা ০ দি য়া ০ প্রা ০ ণ ০ ল ই য়া ০

I -া -া সা সা | সা রা সা সা I সা সা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ সা মা ই ল ভি ০ ত রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধ্া ধ্া | ধ্া ধ্া সা -া I সা -া রা মা | মা -া মা -া I
০ ০ আ দ ম্ ছু র ত্ দি ০ ল ০ দে ০ খা ০

I -া -া পা পণা | -ণা -ধা -পা -া I মা -া মধা পা | -া -া মা -গা I
০ ০ ধ রি০ ০ য়া আ ০ মা ০ রে০ ০ ০ ০ আ ০

I রগা -া রসা -া | ণ্া -া ধ্া ধ্া I -া -া সা -া | -া রা সা -া I
প ০ না র রূ ০ ০ প্ ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম

I সা -া -া -া | সা সা সা -া II
রে ০ ০ ০ রূ প দে ০

II -া -া -গা -গা | -া গা গরা -া I রগা -া রা -সা | সা -া ণ্া ধ্া I
০ ০ আ য়্ ০ না রা০ ০ ম ধ্ ধে ০ যে ০ ম ন্

I -া -া সা -া | সা রা সা -সা I সা সা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ মু ০ খ্ দে খা ০ যা য় ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধ্া ধ্া | ধ্া ধ্া স্া -া I সা -া রা মা | মা -া মা -া I
০ ০ সে ০ ই ম তে ০ আ ০ মা র্ রূ ০ পে ০

I -া -া পা পণা | -ণা -ধা -পা -া I মা -া মধা পা | -া -া মা -গা I
০ ০ দে খা০ ০ দি ল ০ আ ০ মা০ য় ০ ০ আ ০

I ^{র}গা -া ^{র}সা -া | ণ্া -া ধ্া ধ্া I -া -া সা -া | -া রা সা -া I
প ০ না র্ রূ ০ ০ প্ ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম্ I

I সা -া -া -া | সা সা সা -া II
রে ০ ০ ০ রূ প দে ০

II -া -া গা গা | -া গা গরা -া I ^{র}গা -া রা -সা | সা -া ণ্া ধ্া I
০ ০ নূ রে ০ র বঁ০ ০ দ ০ ন ০ খা ০ নি ০

I -া -া সা -া | -া রা সা সা I সা সা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ জি নে ০ কা ন্ চা সো না ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধ্া ধ্া | -ধ্া ধ্া সা -া I সা -া রা -মা | মা -া মা -া I
০ ০ আ প ০ না র ০ রূ প্ দে ০ খি ০ য়া ০

I -া -া পা পণা | -ণা ধা পা -া I মা -া মধা -পা | -া -া মা -গা I
০ ০ আ প০ ০ নে যে ০ ফা ০ না০ ০ ০ ০ আ ০

I ^{র}গা -া ^{র}সা -া | ণ্া -া -ধ্া ধ্া I -া -া সা -া | -া রা সা -া I
প ০ না র রূ ০ ০ প্ ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম্

I সা -া -া -া | সা সা সা -া II
রে ০ ০ ০ রূ প দে ০

II -া -া গা গা | -া গা গরা -া I ^{র}গা -া রা -সা | সা -া ণ্া -ধ্া I
০ ০ আ প ০ না র০ ০ রূ প্ দে ০ খি ০ য়া ০

I -া -া সা সা | -া রা সা -সা I সা সা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ আ প ০ নে পা ০ গ ল্ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধ্া ধ্া | ধ্া ধ্া সা -া I সা -া রা মা | মা -া মা -া I
০ ০ ত্রি ভু ব ন্ জু ০ ড়ি ০ য়া ০ রূ ০ পে ০

I -া -া পা পণা | -ণা -ধা -পা -া I মা -া মধা পা | -া -া মা -গা I
০ ০ ক রে০ ০ ঝ ল ০ ম ০ ০০ ল্ ০ ০ আ ০

I (র)গা -া (র)সা -া | ণ্া -া ধ্া ধ্া I -া -া সা -সা | -া রা সা -া I
প ০ না র রূ ০ ০ প্ ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম্

I সা -া -া -া | সা সা সা -া II
রে ০ ০ ০ রূ প্ দে ০

II -া -া গা গা | -া গা গরা -া I (র)গা -া রা সা | সা -া ণ্া ধ্া I
০ ০ চ ন্ দ্র সুর্ য০ ০ না ০ হি ০ হ য় রে ০

I -া -া সা সা | সা রা সা সা I সা -সা া -া | -া -া -া -া I
০ ০ ও ই রূ পে র স মা ০ ন্ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধ্া ধ্া | ধ্া ধ্া সা -া I সা -া রা -মা | মা -া মা -া I
০ ০ সে ই রূ প দে ০ খি ০ য়া ০ আ ০ মা র্

I -া -া পা পণা | -ণা ধা পা -া I মা -া -মধা পা | -া -া মা -গা I
০ ০ বাঁ চে০ ০ না প ০ রা ০ ০০ ন্ ০ ০ আ ০

I (র)গা -া (র)সা -া | ণ্া -া -ধ্া ধ্া I -া -া সা -া | -া রা সা -া I
প ০ না র্ রূ ০ ০ প্ ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম

I সা -া -া -া | সা সা সা -া II
রে ০ ০ ০ রূ প্ দে ০

II -া -া -গা -গা | -া গা গরা -া I (র)গা -া রা সা | সা -া ণ্া -ধ্া I
০ ০ দি লে র্ চ ক্ষে০ ০ দে খ লা ম রূ ০ ০ প

I -া -া সা সা | -া রা সা -সা I সা সা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ ন য় ০ ন ভ ০ রি য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধ্া ধ্া | ধ্া ধ্া সা -া I সা -া রা মা | মা -া মা -া I
০ ০ কু লু ০ বে ব ০ সি ০ ল ০ আ ০ মা র্

I -া -া পা পণা | ণা ধা পা -া I মা -া মধা -পা | -া -া মা -গা I
০ ০ দি লা০ ০ সা ত ০ দি ০ য়া ০ ০ ০ আ ০

I র্গা -া র্সা -া | ণ্া -া -ধ্া -ধ্া I -া -া সা -া | -া রা সা -া I
প ০ না র্ রু ০ ০ প্ ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম্

I সা -া -া -া | সা সা সা -া II
রে ০ ০ ০ রু প্ দে ০

II -া -া -গা -গা | -া গা গরা -া I র্গা -া রা -সা | সা -া ণ্া ধ্া I
০ ০ তু মি ০ আ মা র্ আ ০ মি ০ তো ০ মা র্

I -া -া সা সা | সা রা সা -া I সা সা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ প্রা ণ্ বন্ ধে ব ০ লি য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধ্া ধ্া | ধ্া ধ্া সা -া I সা -া রা -মা | মা -া মা -া I
০ ০ হৃ দ ০ য় ক ০ ম ০ লে ০ ব ন্ ধু ০

I -া -া পা পণা | -ণা ধা পা -া I মা -া মধা পা | -া -া মা -গা I
০ ০ ব সি০ ০ ল ও ০ গি ০ য়া০ ০ ০ ০ আ ০

I র্গা -া র্সা -া | ণ্া -া ধ্া ধ্া I -া -া সা সা | -া রা সা -া I
প ০ না র রু ০ ০ প ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম্

I সা -া -া -া | সা সা সা -া II
রে ০ ০ ০ রু প্ দে ০

I -া -া -গা গা | -া গা গরা -া I র্গা -া রা -সা | সা -া ণ্া -ধ্া I
০ ০ ভা ব্ না চিন তা০ ০ দূ র হ ০ ই ০ ল ০

I -া -া সা সা | সা রা সা -সা I সা সা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ ব ন্ ধু কো লে ০ লই য়া ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া ধ্া ধ্া | -ধ্া ধ্া সা -া I সা -া রা -মা | মা -া -মা -া I
০ ০ না চে ০ না চে ০ হা ০ স ন্ রা ০ জা য়্

I -া -া পা পণা | ণা ধা পা -া I মা -া মধা -পা | -া -া মা -গা I
০ ০ ব ন্০ ধু য়া রে ০ পাই ০ য়া০ ০ ০ ০ আ ০

I [র]গা -া [র]সা -া | ণ্া -া ধ্া ধ্া I -া -া সা -া | -া -রা সা -া I
প ০ না র রূ ০ ০ প্ ০ ০ দে ০ ০ খি লা ম্

I সা -া -া -া | সা সা সা -া II II
রে ০ ০ ০ রূ প্ দে ০

৫. তাল : দাদ্‌রা

গুড়্ডি উড়াইল মোরে, মৌলার হাতে ডুরি।
হাসন রাজারে যেমনে ফিরায়, তেমনে দিয়া ফিরি॥

মৌলার হাতে আছে ডুরি, আমি তাতে বান্ধা।
যেমনে ফিরায়, তেমনে ফিরি, এমনি ডুরির ফান্ধা॥

গুড়্ডি যে বানাইয়া মোরে বাতাসে উড়াইয়া।
খেইড় খেলায় মোরে, কান্না মুন্ডা দিয়া॥

রঙ্গে রঙ্গে মোরে দিয়া, খেইড় খেলাইয়া।
হাউস মিটাইয়া, মুই গুড়্ডিরে, ফেলিব ফাড়িয়া॥

গুড়্ডি হাসন রাজায় কান্দে, না লাগব তার দয়া।
মাটিতে মিশাইব আমার, সোনার বরণ কায়া॥

হাসন রাজায় মিন্তি করে, মৌলার চরণ ধরি।
চরণ ছায়ায় রাখ মৌলা, দাসকে তোমারি॥

+ ০ + ০
সা সা -া II সা -া -া | রা মা -া I মা -া -া | -া -া প্‌ধা I
গু ড়্ডি ০ উ ড়া ই ল মো ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I ^ধপা মা গা | গা রা -সা I সা গা -া | -া -া -মা I
মৌ লা র্‌ হা তে ০ ডু রি ০ ০ ০ ০

I গা রা গা | রা সা -া I সা সা -া | -া -া -া I
মৌ লা র্‌ হা তে ০ ডু রি ০ ০ ০ ০

I সা রা রা | রা গা -া I রা -া -গা | সা রা -া I
হা ন রা জা রে ০ যে ম্‌ নে ফি রা য়্‌

I পা পা পা | পা মা -গা I রা সা -া | রা গা -া I
তে ম্ নে দি য়া ০ ফি রি ০ গুড্ ডি ০

I রা গা গা | রা সা -া I সা -া -া | সা সা -া II
উ ড়া ই লো মো ০ রে ০ ০ গুড্ ডি ০

II পা ধা ধা | ণা র্সা -া I ণর্সা ণা -া | ধা পা -ধা I
মৌ লা র্ হা তে ০ আ ছে ০ ডু রি ০

I ধপা মা -া | গা রা -সা I সা গা া | -া -া -মা I
আ মি ০ তা তে ০ বা ন্ ধা ০ ০ ০

I মগা রা -গা | রা সা -া I সা সা া | -া -া -া I
আ মি ০ তা তে ০ বা ন্ ধা ০ ০ ০

I সা রা রা | রা গা া I রা রা গা | সা রা -া I
যে ম্ নে ফি রা য় তে ম্ নে ফি রি ০

I পা পা পা | পা মা গা I রা সা -া | রা গা -া I
এ ম্ নি ডু রি র্ ফান্ দা ০ গু ড্ডি ০

I রা গা গা | রা সা -া I সা -া -া | সা সা -া II
উ ড়া ই লো মো ০ রে ০ ০ গুড্ ডি ০

II পা পা ধা | ণা র্সা -া I ণর্সা া ণা | ধা পা -ধা I
গু ড্ ডি যে বা ০ না ই য়া মো রে ০

I ধপা মা -া | গা রা -সা I সা গা -া | -া -া -মা I
বা তা ০ সে উ ০ ড়াই য়া ০ ০ ০ ০

I মগা রা গা | রা সা -া I সা সা -া | -া -া -া I
বা তা ০ সে উ ০ ড়াই য়া ০ ০ ০ ০

I সা রা -া | রা গা -া I রা -রা গা | সা রা -া I
খে ই ০ ড় খে ০ লা ০ য় মো রে ০

I পা পা পা | পা মা -গা I রা সা -া | রা গা -া I
কা ন্ না মুন ডা ০ দি য়া ০ গুড্ ডি ০

I রা গা গা | রা সা -া I সা -া -া | সা সা -া II
উ ড়া ই লো মো ০ রে ০ ০ গুড্ ডি ০

II পা -া ধা | ণা র্সা -া I ণর্সা ণা -া | ধা পা -ধা I
র ং গে রং গে ০ মো রে ০ দি য়া ০

I ধপা মা -া | গা রা -সা I সা গা -া | -া -া -মা I
খে ই ০ ড় খে ০ লাই য়া ০ ০ ০ ০

I মগা -রা গা | রা -সা -া I সা সা -া | -া -া -া I
খে ০ ই ড় খে ০ লাই য়া ০ ০ ০ ০

I সা রা রা | রা গা -া I রা রা গা | সা রা -া I
হা উস মি টা ইয়া ০ মুই গু ড্ ডি রে ০

I পা পা -া | পা মা -গা I রা সা -া | রা গা -া I
ফে লি ০ ব ফা ০ ড়ি য়া ০ গুড্ ডি ০

I রা -গা -গা | রা সা -া I সা -া -া | সা সা -া II
উ ড়া ই লো মো ০ রে ০ ০ গুড্ ডি ০

II পা -া -ধা | ণা -র্সা -া I ণর্সা ণা া | ধা পা -ধা I
গু ড্ ডি হা স ন্ রা জা য় কান্ দে ০

I ধপা মা া | গা রা সা I সা গা -া | -া -া -মা I
না লা গ্ ব তা র দ য়া ০ ০ ০ ০

I গা রা গা | রা সা -া I সা সা -া | -া -া -া I
না লা গ্ বা তা র দ য়া ০ ০ ০ ০

I সা রা -া | রা গা -া I রা রা গা | সা রা -া I
মা টি ০ তে মি ০ শা ই ব আ মা র্

I পা পা পা | পা মা গা I রা সা -া | রা গা -া I
সো না র ব র ন্ কা য়া ০ গুড্ ডি ০

I রা গা গা | রা সা -া I সা -া -া | সা সা -া II
উ ড়া ই লো মো ০ রে ০ ০ গুড্ ডি ০

II পা পা ধা | ণা র্সা -া I ণর্সা ণা -া | ধা পা -ধা I
হা স ন্ রা জা য় মিন্ তি ০ ক রে ০

I ধপা মা -া | গা রা সা I সা গা -া | -া -া -মা I
মৌ লা র্ চ র ণ ধ রি ০ ০ ০ ০

I গা রা গা | রা সা -া I সা সা -া | -া -া -া I
মৌ লা র্ চ র ণ্ ধ রি ০ ০ ০ ০

I সা রা রা | রা গা -া I রা রা -গা | সা রা -া I
চ র ণ ছা য়া য় রা খ ০ মৌ লা ০

I পা -া পা | পা মা -গা I রা সা -া | রা গা -া I
দা ০ স্ কে তো ০ মা রি ০ গুড্ ডি ০

I রা গা -া | রা সা -া I সা -া -া | সা সা -া II II
উ ড়া ই লো মো ০ রে ০ ০ গুড ডি ০

খ. সাবির আহমেদের গানের স্বরলিপি

১. **তাল-তেওড়া**

অন্তর দিয়ে অন্তর দেশ
খুঁজে দেখ মনা ভাই
মনের ঘরেই করেন বিরাজ
মহান মালিক সাঁই ॥

পবিত্র কাবা আল্লার ঘর
মানুষের হাতে গড়া সুন্দর
চির সত্য এই মানুষ সত্য
মানুষেরই গান গাই ॥

মানবাত্মার মাঝেই আছে
পরমাত্মা সেই
সকল ধর্ম সকল শাস্ত্রে
তথ্য পেলাম এই।

সেবাই মহান পরম ধর্ম
বোধি তত্ত্বের এইতো মর্ম
আত্মভেদের হিসাব ছাড়া
নাইরে মুক্তি নাই ॥

II{ ধা ধা -ণা | ণা -া | র্রাঃ -র্সঃ I র্সা -ণা ধা | পমা -া | মা -া I
অন্ ত র্ দি ০ য়ে ০ অ ন্ ত র০ ০ দে শ্

I মা মা ধা | পা -মা | জ্ঞা জ্ঞা I মা -া -া | -া -া | -া -া}I
খুঁ জে দে খ ০ ম না ভা ০ ই ০ ০ ০ ০

I{ মা মা -া | জ্ঞা -া | রা -জ্ঞা I মা ধা -া | পপা -া | ধা -া}I
ম নে র্ ঘ ০ রে ই ক রে ন্ বি০ ০ রা জ্

I ৰ্রা ৰ্রা -া । র্সা -া । ণা -র্সা I র্সণা -ধা -া । -া -া । -া -া II
ম হা ন্ মা ০ লি ক্ সাঁ ই ০ ০ ০ ০ ০

II{ র্সা র্সা -া । ণা -া । ধা ণা I ণা -র্সা র্সা । র্সা -া । র্সা -া I
প বি ০ ত্র ০ কা বা আ ল্ লা র ০ ঘ র্

I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞা । ৰ্রা -া । র্সা -া}I
মা নু ষের্ হা ০ তে ০ গ০ ড়া০ ০ সু ন্ দ র্

I{ ধা ধা ধা । ধা -া । ণা -র্সা I ণদা দা -পা । মা -গা । মা -া}I
চি র স ত্য ০ এ ই মা০ নু ষ্ স ০ ত্য ০

I ধা ধা ধা । ধা -া । ধা -ণা I ণা -া -া । -া -া । -া -া II
মা০ নু ষে রি ০ গা ন্ গা ই ০ ০ ০ ০ ০

II রা রা -া । রা -া । রা -জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞা -া । জ্ঞা -া I
মা ন ব্ আ ০ ত্মা র্ মা ঝে ই আ ০ ছে ০

I পা পা -া । পা -মা । গা -া I মা -া -া । -া -া । -া -া I
প র ম্ আ ০ ত্মা ০ সে ০ ই ০ ০ ০ ০

I মদা দা -া । দা -া । দা -পা I পা পা -া । পা -া । পা -মা I
স ক ল্ ধ র্ ম ০ স ক ল্ শা ০ স্ত্রে ০

I গা -া গা । মা -া । দাঃ -মঃ I মা -া -া । -া -া । -া -া I
ত ০ থ্য পে ০ লা ম্ এ ০ ই ০ ০ ০ ০

I ণা র্সা -ণা । ণা -ধা । ধা ণা I ণা র্সা র্সা । র্সা -া । র্সা -া I
সে বা ই ম ০ হা ন্ প র ম ধ র্ ম ০

I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞা । ৰ্রাঃ র্রর্সঃ । র্সা -া I
বো০ ধি ০ ত ০ ত্ত্বে র্ এ০ ০ই তো ম র্ ম ০

I ধা -া ধা । ধা -া । ণা -র্সা I ণদা দা -পা । মা -গা । মা -া I
আ ০ ত্ম ভে ০ দে র্ হি০ সা ব্ ছা ০ ড়া ০

I ধা -া ধা । ধা -া । ধা -ধণা I ণা -া -া । -া -া । -া -া IIII
না০ ই রে মু ক্ তি ০ না ই ০ ০ ০ ০ ০

সুর ঃ পুলক চৌধুরী

২. তাল-দাদরা

আজব সে এক মটর গাড়ি
বানাইয়াছে সাঁই
অষ্ট প্রহর গড় গড়াগড়
তারই আওয়াজ শুনতে পাই ॥

উপর তলায় মেইন সুইচ
দোতলায় সেই কারখানা
নিচের তলায় তেলের টেংকি
মধ্যে সাঁইয়ের আস্তানা
হাওয়ার বলে যন্ত্র চলে
গতির তো বিরাম নাই ॥

স্টিয়ারিং-এর হুইলের সাথে
সাঁই গুরুজী নিজেই ঘুরে
তাঁর বাড়ি ঘর আরশী নগর
বিরাজ করে হৃদয় জুড়ে
সেই অধরার ধরা পেতে
ঘুরছি সদাই সকল ঠাঁই ॥

II{ -া -া র্সা | র্সা র্সা র্সা I না র্সা -না | ধনাঃ ধঃ -পা I
০ ০ আ জব্ সে এক্ ম ট র্ গা ড়ি ০

I -া -া র্সর্রা | র্সা র্সা র্সা I না র্সা -না | ধনাঃ ধঃ -পা I
০ ০ আ০ জব্ সে এক্ ম ট র্ গা ড়ি ০

I -া -া মা | ধা ধা মপা I গমা -গা -া | -া -া -া }I
০ ০ বা নাই য়া ছে০ সাঁ ই ০ ০ ০ ০

I{ -া -া সা | সা গা মা I মা -ধা ধা | পা পা -মপা I
০ ০ অষ্ ট প্র হর্ গ ড়্ গ ড়া গ ০০

I গা -া গমা | গা রসা সা I সা -া -া | গা গধা -পধা I
ড়্ ০ আও য়াজ্ শুন্ তে পা ০ ই তা রি০ ০০

I -মপা -[গ]মা -[ম]গা | -া -া -া I -া -া গমা | গা রসা সা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আও য়াজ্ শুন্ তে

I সা -া -া | -া -া -া} II
পা ই ০ ০ ০ ০

II{-া -া মা | পা না না I না -র্সা র্সা | র্সা -া -া I
০ ০ উ পর্ তা লায় মে ইন্ সু ই ০ চ্

I -া -া র্সা | র্গা র্রর্গা র্সর্রা I র্সনা না র্রা | র্সা -া -া }I
০ ০ দো ত লায় সে০ ০ই কার্ খা না ০ ০
[র্সর্রা]

I{ -া -া ধা | র্সা র্সা র্সা I -না নর্সা না | ধনা র্সনা -ধপা }I
০ ০ নি চের্ ত লা য় তে০ লের্ ট্যাং কি০ ০০

I -া -া পধা | পা মা গা I রগা -রপা মা | গা -া -া I
০ ০ ম০ ধ্যে সাঁ ইর্ আ০ ০স্ তা না ০ ০

I -া -া সা | সা গা মা I পা -া পা | না না -[ধ]া I
০ ০ হাও য়ার্ ব লে য ন্ ত্র চ লে ০
[সর্রা]

I{ -া -া নর্সা | র্সা র্সা র্সা I -না নর্সা নাঃ | নঃ -ধা -পা }I
০ ০ গ০ তির্ তো আ র্ বি০ রাম্ না ০ ই

I -া -া সা | সা গা মা I মা -ধা ধা | ধা পা -মপা I
০ ০ অষ্ ট প্র হর্ গ ড়ু গ ড়া গ ০০

I -গা -া গমা | গা রসা সা I সা -া -া | গা গধা -পধা I
ড়ু ০ আও য়াজ্ শুন্ তে পা ই ০ তা রি০ ০০

I -মপা -[প]মা -[গ]গা | -া -া -া I -া -া গমা | গা রসা -সা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আও য়াজ্ শুন্ তে

I সা -া -া | -া -া -া}II
পা ই ০ ০ ০ ০

II{-া -া মা | পা না না I না -র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
০ ০ ষ্টি য়া রিং এর্ হু ই লের্ সা থে ০

I -া -া র্সা | র্গা র্রা সর্রা I -র্সনা ননা র্রা | র্সা -া -া }I
০ ০ সাই গু রু জী০ ০০ নিজেই ঘু রে ০ ০

[র্রা] [র্সা র্সা না নধা পা]
I -া -া র্সা | র্সা র্সা র্সা I -া নর্সা -র্সনা | ধনা নধা -পা I
০ ০ তাঁর্ বা ড়ি ঘ র্ আর্ শী০ ন০ গ০ র্

I -া -া পা | পা মা গা I -া ররা -পা | মা গা -া I
০ ০ বি রাজ্ ক রে ০ হৃদ য় জু ড়ে ০

I -া -া সা | সা গা -মা I -া পা পা | -া না না I
০ ০ সেই অ ধ রার্ ০ ধ রা ০ পে তে

[সর্রা]
I -া -া র্সা | র্সা র্সা র্সা I -না র্সা র্সা | র্সনা -ধা -পা I
০ ০ ঘুর্ ছি স দা ই স কল্ ঠাঁ ০ ই

I -া -া সা | সা গা মা I মা -ধা ধা | পা পা -মপা I
০ ০ অষ্ ট প্র হর্ গ ড়্ গ ড়া গ ০০

I -গা -া গমা | গা রসা সা I সা -া -া | গা গধা -পধা I
ড়্ ০ আও য়াজ্ শুন্ তে পা ০ ই তা রি০

I -মপা -পমা -মগা | -া -া -া I -া -া গমা | গা রসা সা I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আও য়াজ্ শুন্ তে

I সা -া -া | -া -া -া IIII
পা ই ০ ০ ০ ০

সুর ঃ পুলক চৌধুরী

৩. **তাল-দাদ্‌রা**

আমি যে এক ক্ষ্যাপা বাউল
এক তারাতে গান শোনাই
ভবের হাটের কথা ভেবে
ভাবের দেশে খেই হারাই ॥

যে চালায় এই কলের হাঁপর
রাখি নাই তাঁর কোন খবর
মহব্বতের ফুল বাগিচায়
কভু না সেই ফুল কুড়াই ॥

বাণীর সুরে কি সুর বাজে
যায় মিলিয়ে তাল ও লয়
পঞ্চ ভুতে ষড় রিপু
আগম নিগম কি করে হয়।

পথের আশায় সে পথ ধরে
পথ থেকে হায় গেলাম সরে
অরূপ রতন পাওয়ার আশায়
স্বপ্ন দেখে মন জুড়াই ॥

II{	-া	-া	সা	সা	সা	রা	I গা	পা	-া	ধা	-ণা	ধা I
	০	০	আ	মি	যে	এক্	ক্ষ্যা	পা	০	বা	উ	ল্
I	পা	-া	মা	গা	র্সা	-া	I গা	-া	পমা	গা	-া	-া }I
	এ	ক্	তা	রা	তে	০	গা	ন্	শো	না	০	ই
I{	পা	ধা	-র্সা	র্সা	র্সা	-া	I না	র্সা	-না	ধা	পা	-া }I
	ভ	বে	র্	হা	টে	র্	ক	থা	০	ভে	বে	০

I ধা ধা -ণা । ধা পা -া I মা -ধপা মা । গা -া -া II
ভা বে র্ দে শে ০ খে০ ০ই হা রা ০ ই

II{-া -া পা । গা পা ধা I ধা র্সা -া । র্সা র্সা -া I
০ ০ যে চা লায় এই ক লে র্ হাঁ প র্

I -া -া র্সা । র্রা র্গা -র্রা I র্সা র্সা -না । ধা পা -া }I
০ ০ রা খি নাই তার্ কো ন ও খ ব র্

I{ পা ধা -র্সা । র্সা র্সা -র্রা I র্রনা -র্সা না । ধা পা -া }I
মো হ ০ ব্ব তে র্ ফু০ ল্ বা০ গি চা য়্

I ধা ধা -ণা । ধা পা -া I মা -ধপা মা । ম্গা -া -া II
ক ভু ০ না সে ই ফু ০ল্ কু ড়া ০ ই

II{ ম্গা গা -া । মা ধপা -া I মা গা -া । রা সা -া I
বী না র্ সু রে০ ০ কি সু র্ বা জে ০

I ণ্া -া সা । জ্ঞা রা -জ্ঞা I সরা -া সা । সা -া -া I
যা য়্ মি লি য়ে ০ তা০ ল্ ও ল য়্ ০

I সা -া গা । গা গা -ম্া I পা ধা না । র্সা -া -া I
প ন্ চ ভু তে ০ ষ ড়্ রি পু ০ ০

I না ধা -া । পা মা -া I ম্গা গা -া । মা পা -া }I
আ গ ম্ নি গ ম্ কি ক ০ রে হ য়্

I{ ণ্পা গা -া । পা পা -া I ধা ধ্র্সা -া । র্সা র্সা -া I
প থে র্ আ শা য়্ সে প থ্ ধ রে ০

I র্সা -া র্রা । র্রা র্সর্রা -র্গা I র্রা র্সা -া । না ধা -া }I
প থ্ থে কে হা০ য়্ গে লা ম্ স রে ০

I{ পা ধা -র্সা । র্সা র্সা -া I না র্সা -না । ধা পা -া }I
অ রূ প্ র ত ন্ পাও য়া র্ আ শা য়্

I ধা -া ণা । ধা পা -া I মা -ধপা মা । গা -া -াIII
স্ব প্ ন দে খে ০ ম ০ন্ জু ড়া ০ ই

সুর ঃ অমর পাল
পশ্চিম বাংলা-ভারত

৪.

তাল- কাহারবা

আদম যে বানাইলো তার
সুরত পাইলো কই
ভাবের দেশের কথা ভেবে
নীরব হইয়া রই আমি
নীরব হইয়া রই।

জাহেরে রূপের ছবি
বাতেনে কাঁহার ঠাঁই
আল-কোরআনের বানী লয়ে
কে এলো ধরায় ভাই
জাল্লে জালাহু আল্লার শানে মুগ্ধ হই।

আলিফ্ আর মীমের মাঝে
লামের সে মোকাম
লা-মোকামের বাস করিযে
দয়াল তাহার নাম
সে দয়ালের লীলাখেলার
সাগর যে অথৈ।।

II{গা গা গমা রা | গা মা ধা -া I ধপা পা মা ধা | পধা-মপা -গা -া I
আ দম্ যে০ বা নাই লো তা র্ সু রত্ পাই লো ক০ ০০ ০ ই

I -া গমা -মমা মা | গা গমা গরা রগা I সা রা গা পমা | গা -া মগা রসা I
০ ভাবে র্‌দে শের্ ক থা০ ভ০ বে০ নী রব্ হই য়া০ র ই আ০ মি০

I সা রা গপা মা | গা -া -া -া}II
নী রব্ হই য়া র ০ ০ ই

II{-া পা পা পা | পা ধণা ণধা পা I -া পা ধা পা | মা মধা পা -া I
০ জা হি রে রূ পের্ ছ০ বি ০ বা তে নে কা হার্ ঠাঁ ই

I পধাঃ ধঃ ধা ধা | ধা ণা ধা ণা I পাঃ-র্সঃ ণর্সা ধণা | পধা মপা পা -া }I
আল্ কো রা নের্ বা ণী ল য়ে কে ০ এ০ ল০ ধ০ রায়্ ভা ই

I -া মা মা মা | মা পা পা -মগা I গা মা রা মা | গমা -রগা -গা -সা II
০ জাল্ লে জা লা হু আল্ লার্ শা নে মুগ্ ধ হ০ ০০ ০ ই

II{-া পা পা পা | পা ধণা ণধা পা I -া পা ধা পা | মা -ধা পা -া I
০ আ লেফ্ আর্ মি মের্ মা ঝে ০ লা মের্ সে মো ০ কা ম্

I পধাঃ ধঃ ধা ধা | ধা ণা ধা ণা I পাঃ-র্সঃ ণর্সা -ধণা | পধা মা পা -া }I
লা০ মো কা মে বাস্ ক রে যে দ ০ য়া০ ০ল্ তা০ হার্ না ম্

I -া সমা মা মা | মা মা মা পা I গা মা রা মা | গমা -রগা -সা -াIII
০ সেদ য়া লের্ লী লা খে লার্ সা গর্ যে অ থৈ০ ০০ ০ ই

সুরঃ শেখ সাদী খান

৫. তাল-দাদ্‌রা

উথাল পাথাল ঢেউয়ে নৌকা
কখন যে তলায়
দয়া করে দয়াল তুমি
ভিড়াও কিনারায় ॥

ছয় দাঁড়ীতে বৈঠা টানে
কেউ না কারো কথা মানে
বিষম দায়ে পড়ছি দয়াল
নাই যে রে উপায় ॥

জানি না যে বেলা শেষে
কোন মোকামে যাবো
প্রাণ সজনীর দেখা আমি
কোথায় গিয়ে পাবো ॥

পিছন যেমন শূন্য ফাঁকা
সামনে তেমন আঁধার ঢাকা
কে জানে হায় কখন আমার
নাও ডুবিয়া যায় ॥

II{ -া -া সা সা | -া গা গা -মা I মা -া মাঃ -পঃ | পা -া পা -া I
০ ০ উ থা ল্ পা থা ল্ ঢে উ য়ে ০ নৌ ০ কা ০

I -া -া পা ᵖধা | -া পা মা -পা I মপা -মগা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ ক খ ন্ যে ত ০ লা০ ০০ ০ য়্ ০ ০ ০ ০

I -া -া গা গা | -মা ধা ধণা-ধপা I পা -ধা ধা -ণা | ᵑধাঃ -পঃ -পা -া I
০ ০ দ য়া ০ ক রে০ ০০ দ ০ য়া ল্ তু ০ মি ০

I -া -া -া -া | -ᵖণা -ᵑধা -ধপা-ᵖমা I -ᵐগা -া পা ধা | পা -মা গা -মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভি ড়া ও কি না ০

I রগা -া -া -া | -া -া -া -া}II
রা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

II{-া মা -া -পা | না -া না -া I না -র্সা র্সা -া | -া র্সা র্সর্সা -না I
০ ছ য়্ দাঁ ড়ি ০ তে ০ বৈ ০ ঠা ০ ০ টা নে০ ০

I -া না -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া I না -র্সা না -ধা | ধা -পা পা -া I
০ কে উ না কা ০ রো ০ ক ০ থা ০ মা ০ নে ০

I না -া -া -র্সনা | -ধা -া -া -নধা I -পা -া -া -া -া -া -া -া}I
রে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া মা মা | -পা পা পা -া I পা -না না -র্সা | না -র্সনা ধাঃ -পঃ I
০ ০ বি ষ ম্ দা য়ে ০ প ড়্ ছি ০ দ০ ০০ য়া ল্

I পাঃ -মঃ মা -পা | পা -া পা -া I পা -না না -র্সনা | নর্সা -না ধাঃ -পঃ I
বি ০ ষ ম্ দা ০ য়ে ০ প ড়্ ছি ০০ দ০ ০ য়া ল্

I পা -ধা ধণা -ধা | পধা -পা মা -পা I মপা -মগা -া -া | -া -া -া -া I
না ই যে০ ০ রে০ ০ উ ০ পা০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I -া -া গা গা | -মা ধা ধণা -ধপা I পা -ধা ধা -ণা | ণধাঃ -পঃ পা -া I
০ ০ দ য়া ০ ক রে০ ০০ দ ০ য়া ল্ তু ০ মি ০

I -া -া -া -া | -পণা -ণধা -ধপা -পমা I -মগা -া পা ধা | -পা মা গা -মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভি ড়া ও কি না ০

I রগা -া -া -া | -া -া -া -া}II
রা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

II{-া -া গা গা | -রা গরা রা -সা I সা -া সা -া | সা -রা সা -ণা I
০ ০ জা নি ০ না০ যে ০ বে ০ লা ০ শে ০ ষে ০

I -া -া ণা -া | সা রা ণা -া I সা -া -সা -া | -া -া -া -া I
০ ০ কো ন্ মো কা মে ০ যা ০ ব ০ ০ ০ ০ ০

I রগা -া -া -া | -া -া -া -া}II
রা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

II{-া মা -া -পা | না -া না -া I না -র্সা র্সা -া | -া র্সা র্সর্রর্সা -না I
০ ছ য়্ দাঁ ড়ি ০ তে ০ বৈ ০ ঠা ০ ০ টা নে০ ০

I -া না -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া I না -র্সা না -ধা | ধা -পা পা -া I
০ কে উ না কা ০ রো ০ ক ০ থা ০ মা ০ নে ০

I না -া -া -র্সনা | -ধা -া -া -নধা I -পা -া -া -া -া -া -া -া}I
রে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া মা মা | -পা পা পা -া I পা -না না -র্সা | না -র্সনা ধাঃ -পঃ I
০ ০ বি ষ ম্ দা য়ে ০ প ড়ু ছি ০ দ০ ০০ য়া ল্

I পাঃ -মঃ মা -পা | পা -া পা -া I পা -না না -র্সনা | নর্সা -না ধাঃ -পঃ I
বি ০ ষ ম্ দা ০ য়ে ০ প ড়্ ছি ০০ দ০ ০ য়া ল্

I পা -ধা ধণা -ধা | পধা -পা মা -পা I মপা -মগা -া -া | -া -া -া -া I
না ই যে০ ০ রে০ ০ উ ০ পা০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I -া -া গা গা | -মা ধা ধণা -ধপা I পা -ধা ধা -ণা | ণধাঃ -পঃ পা -া I
০ ০ দ য়া ০ ক রে০ ০০ দ ০ য়া ল্ তু ০ মি ০

I -া -া -া -া | -পণা -ণধা -ধপা -পমা I -মগা -া পা ধা | -পা মা গা -মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভি ড়া ও কি না ০

I রগা -া -া -া | -া -া -া -া}II
রা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

II{-া -া গা গা | -রা গরা রা -সা I সা -া সা -া | সা -রা সা -ণ্া I
০ ০ জা নি ০ না০ যে ০ বে ০ লা ০ শে ০ ষে ০

I -া -া ণ্া -া | সা রা ণ্া -া I সা -া -সা -া | -া -া -া -া I
০ ০ কো ন্ মো কা মে ০ যা ০ ব ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া গা -া | রা গা রাঃ -সঃ I সা -া সা -া | ণসা -রা রসাঃ -ণঃ I
০ ০ প্রা ণ্ স জ নী র্ দে ০ খা ০ আ ০ মি ০

I -া -া ণা সা | -া রা ণা -া I ণসা -া সা -া | -া -া -া -া }I
০ ০ কো থা য়্ গি য়ে ০ পা ০ ব ০ ০ ০ ০ ০

I{ -া -া মা পা | -া না না -া I না র্সা র্সা -া | -া র্সা র্রর্সা -না I
০ ০ পি ছ ন্ যে ম ন্ শূ ন্ ন্য ০ ০ ফাঁ কা০ ০

I -া -া না -র্সা | র্সা র্সা র্সা -া I না -র্সা না -ধা | ধা -পা পা -া I
০ ০ সা ম্ নে তে ম ন্ আ ০ ধা র্ ঢা ০ কা ০

I না -া -া -র্সনা | -ধা -া -া -নধা I -পা -া -া -া | -া -া -া -া }I
রে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া মা মা | -পা পা পা -া I পা -না না -র্সা | নর্সা -না ধাঃ পঃ I
০ ০ কে জা ০ নে হা য়্ ক ০ খ ন্ আ০ ০ মা র্

I পাঃ -মঃ মাঃ -পঃ | পা -া পা -া I পা -না না -র্সা | নর্সা -না ধা -পা I
কে ০ জা ০ নে ০ হা য়্ ক ০ খ ন্ আ০ ০ মা র্

I পা -ধা ধণা -ধা | পধা -পা মপা -মা I মপা -মগা -া -া | -া -া -া -া I
না ও ডু০ ০ বি০ ০ য়া০ ০ য়া০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I -া -া গা গা | -মা ধা ধণা -ধপা I পা -ধা ধা -ণা | ণধাঃ -পঃ পা -া I
০ ০ দ য়া ০ ক রে০ ০০ দ ০ য়া ল তু ০ মি ০

I -া -া -া -া | প-ণা ণ-ধা ধ-পা প-মা I ম-গা -া পা ধা | -পা মা গা -মা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভি ড়া ও কি না ০

I রগা -া -া -া | -া -া -া -া }III
রা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

সুর ঃ অমর পাল
পশ্চিম বাংলা-ভারত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদেশী ভাষায় অনুদিত গান

ক. হাসন রাজার ইংরেজী অনুদিত গান

1. Premer mauusk noy jara
Those of you who are not lovers
Don't listen to Hason Raja's songs
Apremiks[15] are not humans, they are the living dead.
If you have no love, then don't come near, get out of my house!
Don't just stand there kike a wooden statue or ghost!

In love, Hason Raja dances
When he sees a premik he seats them close
And greets them with kisses
This is Hason Raja's way

2. Premer agun lagalo re, hason rajar onge
The fire of love has burned Hason Raja's body
This fire will not go out even after diving into the Surma river
The fire crackles and burns, what will he do?
Bring my Lover to me so I can put my arms around His neck

Hason Raja wants nothing else except for his Friend
He dances on waves of love in anticipation of meeting Him
Hason Raja says, I will go way my Friend
By giving up my ego, I will become one with Him

3. Piriter manush jara aula jhaula hoy re tara
Those who are lovers
They're all crazy
Hason Raja has loved
and lost his head
Love is such that is consumes the soul
It imprisons those who've been caught in its shackles
Hason Raja has lost all sense
And calls out the name Maula!
He dances and jumps around
Then dies from his thirstr for love.

4. Hason raja premer manush
Hason Raja is a man of love, he dances the dance of pure love
Oh mind, sings the name of Hari
Do your business in Hari's marketplace of love
We'll all go from house to house and sing barikirtan
Oh Brohter, Hsan Raja inites you to come to love's bazaar
You and I, all of us will distribute love to every home toghether
Hason Raja will scheme with all the premiks and go to the town

When we find those ignorant of love
We'll take them to the love bazaar
Hsan Raja dances and holds on to the feet of Hari
Oh mind, sing Hari's name! I'll never let Him go.

5. Ami mul nagar re

I'm the original lover
I've come to play in this ocean of impermancence
I'm Radha, I'm Krishna, I'm Shiva and Shankari
I'm the moon that can't be captured, I'm haur bari
I've come to play games in this world's bazaar
Without recognizing who I am, who can catch me?
I,m the root of everything, I,m all that exists, I'm everywhre
Besides me nothing exists in this world
Dance, dance Hason Raja, of whom are you afraid?
Give up your ego to the One with whom you're merging.

খ. সাবির আহমেদের ইংরেজী অনুদিত গান

1. MY APARTMENT

The sky is the roof of my apartment
The earth my home dear one
Each man of the immense universe
Is nothing but my relation.

I do never discriminate cast or creed
Nor I make difference in tongue or colour
As I believe full in heart
All humans are equal at par.

I take me a part of human race
I take a part of humanity thus
Hence within me and in my nature
Lord's love and grace exist for all of us.

Pains and suffering of the hungry and pauper
Always awake in me anxiety and fear
For which I feel happiness in one's joy
And have hurt in other's tear.

2. ALL THE CHILDREN BORN SUBLIME

All the children in mother's womb
Are by nature sane and sublime
And each does inherit father's blood in vein
By rule and rhyme set by antic- time.

A baby born in Hindu class Grows up
Hindu by creed and call
So does a Christian child
A Muslim babe to in faith in all.

Does a child by its wish or will
Come off in low cast or blood mean
And who does not cherish
The dream of becoming a prince?

It's of no use to judge blood or clan
It seems no worth or essence either
The more I ponder, enbriation on eyes
The more the image of
Him, the Divine Painter.

3. MY BOATMAN

I am now soaring on reflection
Facing the high tide of the ocean
And the Boatman knows it well
That the boat is broken one.

The oar is in wretched condition
The rudder lacking the touch of water
And the tattered sail of boat
Fails to check wind around her.

Knowing it well He has yet
Boarded the passengers one to all
So He has no way now
But to ferry them to the place of call.

O my soul! my Boatman is He
The Lord of mine, the Divinity
And so I am fearless now
To voyage for reaching the infinity.

4. THE CELESTIAL LIGHT

Whether you call him Allah or God
By any name you please to call
Whatever name one likes to address Him
It's He, the Benign Lord of all.

Of the stream of world and its stair
We're the passers-by of same path,
Like the root of the same river
Flowing ahead unbecoming non-sloth.

Adam, Moses, Buddha and Jesus,
And also Muhammad, the great Prophet,
All the messages of theirs
Are for Man, the divine asset.

The revelation like the holy Quran
Also the Bible and all the sacred Book
Emanate the same celestial light
Casting the unequivocal outlook.

5. THE CYCLE

Today's child, the youth of tomorrow
An aged man he after a couple of days
And one day he has a house to build
Just beneath this ground.

Appeared to this earth empty hand
Being emptied he is return again
The game of such ebb and flow
Has been occurring incessant.

We are here from where
And where should we be returning?
O say me, how many of us are
Such a thought taking in.

Riding on the clock's hand Time goes ahead
And thus the moment gone never comes back
Hence O the soul, for ferrying thee, earn thy coin
Before the day is seen already gone.

গ. সাবির আহমেদের হিন্দি অনুদিত গান

১. অল্লা বোলো যা হরী বোলো

अल्ला बोलो या हरी बोलो
जो कोई बोलो भाई
जो कोई नामसे पुकारे वही हैं सबका मालीक
भव नदी भिन्न घाट का
हम सब यात्री सभी एक नदी के
पुष्प धारा को धारा के आराम लेता है।
आदम मुसा बृद्ध ईसा
रसूल मोहमद
सब की बानी मानव जातीर
परम सम्पद
वेद पुराण और बाईबोल
ग्रन्थ सहिव त्रीपी टोकर
सबके बीचमें एक ही प्रकाश है।
मिल यही ढूढ सकते है॥

२.

एक ही स्कूल के छात्र है हम सब

एक ही स्कूल के छात्र है हम सब
शिक्षा गुरू एक ही है
एक ही धारामें लिखाई पाड़ाई
सिलेवस में मील नहीं है ॥
चिस्ती जलाल कृष्ण कबीर
राम कृष्ण लालन फखीर
निताई नानक सबका नीत्य
एक ही सुर का मिल पाते है ॥
यही स्कूल के छात्रा सभी
अन्धकार में जो लिखाई पड़ाई
सपनो के ससार में खो गये
मरने से पहले ही मर जाते है ॥
परीक्षा में पास करने
मजनू कहता है मुझे खेताब मिले
गुरू शिष्य के माहान मिलन
एक ही आसान में मिल होता है ॥

७. सिन्धू समय एक नदी

सिन्धू समय एक नदी
भिन्न-भिन्न घाट सबका
सब घाट का एक ही पानी
नहीं है कोई भेद विचार ।।
कोई घाट जाता है गमला लेकर
कोई भी चमड़ा का वेग हाथ में
जो कोई अपना ही मरजी से काम करता है
तभी उसी का नदी का किनारा मिलता है ।।
कोई दूसरे एक नाम से
अलग नाम से
जौ कोई नाम से पूकारे
देता है आवाज बुलाता है सभी ।।
मन्दिर और गिरजा में भाई
कौनसी जगहमें भाई कौनसी जगहमें वह नही है
परम तेज परम आशा
भक्त के मनमें सभी सार ।।

8. दया के सागर दयाल सेतू

दया के सागर दयाल सेतू
सभी-तरह उदार प्राण
वही कैसे दे सकता है
भुल के कारण सजा देता है ॥
पुत्र अगर मुर्ख होता है
तो माता पिता ही दोशी ठहरति है
पागल पुत्र बात मानकर
रोता है माँ का दिल और जान ॥
शरीर का जो मैला है
दुर करते है सब
लालन-पालन करते जो
सभी देखभाल करते है वही ॥
जो खेल खेलता है वही हमें खिलाता है
खेला खेलने को बाद वासूरी
बजाता है भाई लोभ दिखाकर
किसी का क्या हानी और नुकसान ॥

५. आदर्श मोटर गाड़ी

आदर्श मोटर गाड़ी
बनाया जो साई
अष्ट गड़ागड़
आवज सुन सकते है ।।
ऊपर तल्ला में मैन स्वीच
दो तल्ला वही कारखाना
नीचे तेल की टकी
मध्यम में साई एक स्थान
हवा का बल जन्त्र चले
गती बीराम लेता है ।।
स्ट्रीयागि के साथ
साई गुरूजी खुद ही घूमता है
उसके घर आरसी नगर है
यही हृदय जोड़कर
वही जोर पकड़ा नही जा सकता है
घूमते है सभी के समान ।।
इयेली पवित्रता
उजाले के रास्ते में
प्रेम सागर में डूबकी लगाने पर
मिलेगा शान्ती धारा ।।
जिसकी कृपा से कौशलमें
टीक-टीक घड़ी चले
अच्छे मन से सभी उसकी है
झूठ ही होता है हूँस ।।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংগীত সংকলন

ক. হাসন রাজার মরমি গান

০১

লোকে বলে, বলেরে
ঘর বাড়ী ভালা না আমার।
কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার ॥

ভালা করি ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকমু আর।
আয়না দিয়া চাইয়া পাকনা চুল আমার ॥

এই ভাবিয়া হাসন রাজা ঘর দুয়ার না বান্দে।
কোথায় নিয়া রাখবা আলায় তার লাগিয়া কান্দে ॥

আগে যদি জানতো হাসন বাঁচব কতদিন।
বানাইতো দালান কোঠা করিয়া রঙ্গিন ॥

০২

প্রেমের বাজারে বিকে মানিক ও সোনারে।
যেই জনে চিনিয়া কিনে
লভ্য হয় তার দুনারে ॥

সুবুদ্ধি ও সাধু যারা প্রেম বাজারে যায় রে তারা
নিবুদ্ধিরা ভব বাজারে, বেগার খাইটা মরে রে ॥

সাধু যারা কিনে তারা আনন্দিত হইয়া।
কুবুদ্ধিরা বইয়া রইছে ভবের বাজার চাইয়া রে ॥

মানিক রত্ন না কিনিলাম প্রেম বাজারে যাইয়া।
ভব বাজারে বোকার মত রইয়াছি বসিয়া রে ॥

হাসন রাজা বলে আমার কি লিখছে ললাটে।
যা লেইখাছে নিরঞ্জন সে কি আর মিটে রে ॥

০৩

প্রেমের আগুন লাগলরে হাসন রাজার অঙ্গে।
নিবে না হৃদয়ের আগুন ডুবলে সুরমা গাঙ্গে ॥

ধা ধা করি উঠছে আগুন কি যে কি করেঙ্গে।
আনিয়া দেগো প্রাণের বন্ধুরে গলেতে ধরেঙ্গে ॥

হাসন রাজা বন্ধু বিনে কিছু নাহি মাঙ্গে।
বন্ধুর আশায় নাচে হাসন, প্রেমেরই তরঙ্গে ॥

হাসন রাজায় বলে আমি যাইমু বন্ধের সঙ্গে।
আমিত্ব ছাড়িয়া দিয়া মিশিব তার রঙ্গে ॥

০৪

পিরীত মোরে করিয়াছে দেওয়ানা।
হাসন রাজা পিরীত করিয়ে হইয়াছে ফানা ॥

আরি-পরি সকলেরই হইয়াছে জানা।
হাসন রাজার লাগিয়াছে শ্যাম পিরীতের টানা ॥

হাসন রাজা শুনেনা তোর কট মুলার মানা
বাজায় ঢোলক, বাজায় তবল আর গায় গানা ॥

০৫

হাসন রাজা প্রেমের মানুষ, প্রেমের নাচন নাচন করে।
হরি বল মন, হরি বল মন, বিকিয়ে হরির প্রেমবাজারে ॥

হাসন রাজা বিকিয়ে আছে হরির নামে প্রেম বাজারে।
হরির নামে কীর্তন করিয়ে, সব বেড়াব ঘুরে ঘুরে ॥

হাসন রাজা নিমন্ত্রণ করে আইসরে ভাই প্রেমবাজারে।
তুমি আমি সব মিলিয়ে, প্রেম বিলাব ঘরে ঘরে ॥

হাসন রাজা যুক্তি করে, প্রেমিক চল যাই নগরে।
অপ্রেমিকে পাইলে পরে ধরিয়ে আনব প্রেমবাজারে ॥

হাসন রাজা নাচন করে, ধরিয়ে হরির শ্রীচরণে।
হরি বল মন, হরি বল মন, হরির চরণ ছাড়বো না রে ॥

০৬

প্রেমের আগুন, প্রেমের আগুন রে বড়ই কঠিন।
ধড়পড়াইয়া মরে লোক জানিবায় একিন ॥

যার অন্ড়রে লাগিয়াছে প্রেমের অনল।
নিবে না দার"ণ আগুন দিলে সুরমার জল ॥

সেই আগুন ধরিয়াছে হাসন রাজার গায়।
ফাল দিয়া ফাল দিয়া উঠে হাসন করে হায় হায় ॥

০৭

প্রেমানলে হাসন রাজা জ্বলিল।
জ্বলিয়া যাইতে হাসন রাজা এই বলিল ॥

আমি যে জ্বলিয়া মরি এর নাই মোর দুখ।
জ্বলিয়া পুড়িয়ানি দেখিমু বন্ধের মুখ ॥

হাসন রাজা জ্বলিয়া মরতে নাচা কুদা করে।
প্রেমের আগুন ধরিয়াছে সকল শরীরে ॥

নিবাইলে না নিবে আগুন ধাক করিয়া উঠে।
লুটব কবুতরের মত, হাসন রাজা লুটে ॥

ছটফট করে হাসন, চতর্দিকে চায়
মম দুখ দেখিয়ানি মোর প্রাণ রন্ধু আয় ॥

০৮

হাসন রাজায় কয়, আমি কিছু নয়রে
আমি কিছু নয়।
অন্ড়রে বাহিরে দেখি কেবল দয়াময় ॥

প্রেমেরি বাজারে হাসন, হইয়াছে লয়।
তুমি বিনে হাসন রাজায়, কিছু না দেখয় ॥

প্রেম জ্বালায় জ্বলি মইলাম, আর নাহি সয়।
যে দিকে ফিরিয়ে চাই, বন্ধু দেখিময় ॥

তুমি আমি, আমি তুমি ছাড়িয়াছি ভয়।
উন্মাদ হইয়া হাসন নাচন করয় ॥

০৯

বন্দে নাচেরে নাচে, বন্দে আমারে পাগল করিয়াছে।
বন্ধু বিনে হাসন রাজা কেউরে না গছে ॥

বন্ধের পানে চাইয়া কেবল হাসন রাজা আছে।
বন্ধু ছাড়া হইলে হাসন রাজা নাই বাঁচে ॥

প্রেমের মাতাল হইয়া হাসন রাজা বসিয়া আছে।
আলাহতে লাগাইয়া দিল তার জাতে মিশিয়াছে ॥

১০

প্রেমের মানুষ নয় যারা
হাসন রাজার গান শুনিশ না তারা
অপ্রেমিক তো মানুষ নয়রে
জীবিত থাকতে সে মরা ॥

প্রেম নাই যার আইছ না ধার
ঘরত মোর শীঘ্র বাহির হ
কাষ্টের মূর্তি ভূতের মত
করিস না কারা কারা ॥

হাসন রাজা প্রেমে নাচে
প্রেমিক পাইলে বসায় কাছে।
আঞ্জা করিয়া দেহ বুছে
হাসন রাজার এই ধারা ॥

১১

আমি করিরে মানা অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না।
কিরা দেই কছম দেই, আমার বই হাতে নিবে না ॥

বারে বারে করি মানা বই আমার পড়বে না।
প্রেমের প্রেমিক যেই জনা এ সংসারে হবে না ॥

অপ্রেমিকে গান শুনলে কিছুমাত্র বুঝবে না।
কানার হাতে সোনা দিলে লাল ধলা চিনবে না ॥

হাসন রাজা কসম দেয় আর দেয় মানা।
আমার গান শুনবে না যার প্রেম নাই জানা ॥

১২

কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে
রঙ্গের রঙ্গিলা কানাই।
কানাই তুমি খেইড় খেলাও কেনে।
এই কথাটা হাসন রাজার উঠে মনে মনে ॥

স্বর্গপুরী ছাইড়া কানাই আইলায় এই ভূবনে।
হাসন রাজায় জিজ্ঞাস করে
আইলায় কি কারণে ॥

কানাইয়ে যে কর রঙ্গ রাধিকা হইছে ঢঙ্গ।
উড়িয়া যাইব গুংরার পতঙ্গ
খেলা হইব ভঙ্গ ॥

হাসন রাজায় জিজ্ঞাস করে কানাই কোন জন।
ভাবনা চিন্ড়া কইরা দেখি
কানাই যে হাসন ॥

১৩

ছাড়িলাম হাসনের নাও রে
হাসন রাজার নাও রে
চলো পবন ঘোড়া
আরে বৈঠা না ফালাইতে নাওে
শূন্যে করে উড়ারে ॥

সুখের মায়ায় করছিল পিরীত
নদীর কূলে বইয়া।
এখন কেন ছাইড়া গেল
সাঁয়রে ভাসাইয়া রে ॥

পীরিত রতন পীরিত যতন
পীরিত হইল জ্বালা।
পীরিত করা প্রাণে মরা
মন না জানিয়া রে।

নায়ে থাইকা হাসন রাজা
বলে যে ডাকিয়া।
পীরিত না করিও রে ভাই
মন না দেখিয়া রে ॥

১৪

আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে, আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ।
দিলের চোখে চাইয়া দেখ বন্ধুয়ার স্বরূপ রে ॥

কাজল কোঠা ঘরের মাঝে, বসিয়াছে কালিয়া।
দেখিয়া প্রেমের আগুন উঠিল জ্বলিয়া রে ॥

কিবা শোভা ধরে রূপে দেখতে চমৎকার।
বলা নাহি যায় বন্ধের রূপের কি বাহার রে ॥

ঝলমল করে রূপে বিজলির আকার।
মানুষের কি শক্তি আছে চক্ষু ধরিবার রে ॥

হাসন রাজায় রূপ দেখিয়া হইয়া ফানা ফিলা।
হু হু হু হু ইয়াহু ইয়াহু বলে আলা আলা রে ॥

১৫

সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল
দেওয়ানা বানাইল মোরে পাগল করিল।
আরে না জানি কি মন্ত্র পড়ি যাদু করিল ॥

কিবা ক্ষণে হইল আমার তার সঙ্গে দেখা।
অংশীদার নাইরে তার সে ত হয় একা ॥

রূপের ঝলক দেখিয়ে তার আমি হইলাম ফানা।
সে অবধি লাগল আমার শ্যাম পীরিতে টানা ॥

হাসন রাজা হইল পাগল লোকের হইল জানা।
নাচে নাচে ফানায় ফানায় আর গায় গানা ॥

মুখ চাইয়া হাসে আমার যত আরি পারি।
দেখিয়াছি বন্ধের রূপ ভুলিতে না পারি ॥

মন্দ সন্দ যাই বল তার লাগিয়া না ডরি।
লাজ লজ্জা ছাড়িয়া বন্ধের থাকব চরণ ধরি ॥

দেওয়ানা হইয়া হাসন কিসেতে কি বলে।
মার কাট যাই কর থাকব চরণ তলে ॥

খ. সাবির আহমেদ চৌধুরীর গান

০১

আলা বলো হরি বলো
যেই যা বলো ভাই
যে নামে যে ডাকুক তারে
সে যে মালিক সাঁই ॥

ভব নদীর ভিন্ন ঘাটের
আমরা সবাই পথিক পথের
একই নদীর উৎস ধারায়
স্রোতের বিরাম নাই ॥

আদম মুসা বুদ্ধ যিশু
রসূল মোহাম্মদ
সবার বাণীই মানব জাতির
পরম সম্পদ।

বেদ কোরান আর বাইবেলের
গ্রন্থ সাহেব ত্রিপিটকের

সবার মাঝেই একই আলোর
মিল যে খুঁজে পাই ॥

০২

আজব সে এক মটরগাড়ি
বানাইয়াছেন সাঁই
অষ্টপ্রহর গড় গড়াগড়
আওয়াজ শুনতে পাই ॥

উপর তলায় মেইন সুইচ
দোতলায় সেই কারখানা
নিচের তলায় তৈলের টেংকি
মধ্যে সাঁইয়ের আস্ড়া
হাওয়ার বলে যন্ত্র চলে
গতির বিরাম নাই ॥

ষ্টিয়ারিং-এর হুইলের সাথে
সাঁই গুর"জি নিজেই ঘুরে
তাঁর বাড়ি ঘর আরশী নগর
আছেরে এই হৃদয় জুড়ে
সেই অধরার ধরা পেতে
ঘুরছি সকল ঠাঁই ॥

০৩

আমি যে এক ক্ষ্যাপা বাউল
একতারাতে গান শোনাই
ভবেব হাটের কথা ভেবে
ভাবের দেশে খেই হারাই ॥

যে চালায় এই কলের হাঁপর
রাখি নাই তাঁর কোন খবর
মহব্বতের ফুল বাগিচার
কভু না সেই ফুল কুড়াই ॥

বীণার সুরে কি সুর বাজে
যায় মিলিয়ে তাল ও লয়
পঞ্চভূতে ষড়রিপু
আগম নিগম কি করে হয়।

পথের আশায় সে পথ ধ'রে
পথ থেকে হায় গেলাম স'রে
অরূপ রতন পাওয়ার আশায়
স্বপ্ন দেখে মন জুড়াই ॥

০৪

মরলে পরে আপন স্বজন
কাঁদবেরে ভাই দিন দুই চারি
পরে সবাই যায় রে ভুলে
এই তো রে এই দুনিয়াদারী ॥

যাদের জন্য সারা জীবন
করলে কতো খাটনী খাটন
কেউ হবে না তারা সেদিন
সঙ্গী সাথী পথ দিশারী ॥

নিত্য দিনের কর্মকান্ড
চলবে সকল নিয়ম মত

অনেক ভীড়ে হারিয়ে যাবে
জীবন স্মৃতির চিহ্ন যত।

তবু যে হায় আমরা মানুষ
রং তামাশায় রই যে বেহুঁস
ভাবি নাই যে কে আমাদের
পরপারের সে কান্ডারী ॥

০৫
অন্ড়র দিয়ে অন্ড়র দেশ
খুঁজে দেখো মনা ভাই
মনের ঘরেই করেন বিরাজ
মহান মালিক সাঁই ॥

পবিত্র কাবা আলার ঘর
মানুষের হাতে গড়া সুন্দর
চির সত্য এ মানুষ সত্য
মানুষের গান গাই ॥

মানবাত্মার মাঝেই রয়েছে
পরমাত্মা যে সেই
সকল ধর্মে সকল শাস্ত্রে
তথ্য পেলাম এই।

সেবাই মহান পরম ধর্ম
বোধি তত্ত্বের এই তো মর্ম
আত্মভেদের হিসাব ছাড়া
নাইরে মুক্তি নাই ॥

০৬
কোন কারিগর বানাইলো ঘর
মধ্যে আজব কারখানা তাঁর
কেমনে চালায় সে ঠিকানা ॥

দুইটি নলে বাতাস চলে
যন্ত্র চলে সে কৌশলে
দশ মোকামে আছে পাঁচটি
রূপের নিশানা ॥

দম ছাড়া এক কলের ঘড়ি
বসাইছে সেথায়
হরদমেতে সেই ঘড়িটির
আওয়াজ শোনা যায়।
তারের জালে গোটা ঘেরা
কি সুন্দর সেই আঁটা বেড়া
কখন এ ঘর ভেঙে যাবে
খবর নাই জানা ॥

০৭

মরার আগে যে জন মরে
সেই তো ধন্য হয়
জীবন শেষে থাকবে না তার
আর সে মরার ভয় ॥

নদী যদি কোন ক্ষণে
মিশে যায় সে সাগর সনে

দুইটি ধারার তখন কি আর
একটু চিহ্ন রয় ॥

প্রেমের খেলা চলছেরে ভাই
প্রেম বিনে তো নয় জীবন
প্রেমের তরেই হেথায় আসা
প্রেমের তরেই হয়রে মরণ।

তলিয়ে গিয়ে অতল তলে
প্রেমিক প্রিয়া মিলন হলে
ধ্যানের চোখে দেখবে তখন
অরূপ রূপময় ॥

০৮

সবই আমার সঁপে দিলাম
তোমার চরণ তলে
রইল না আর কিছুই বাকি
আমার নিজের বলে ॥

কখন এসে তুমি আমায়
তুলে নিবে তোমার খেয়ায়
সাজিয়ে দেবে ফুলের বাসব
আতর গোলাপ জলে ॥

মায়ার বাঁধন যাবে ছিঁড়ে
রইবে সকল পিছন পড়ে
চারদেয়ালের অন্ধকারে
থাকবো একা মাটির ঘরে।

পেলে তোমায় এই লগনে
থাকবে না আর দুঃখ মনে
তোমায় নিয়ে কাল কাটাবো
হাসি খুশীর ছলে ॥

০৯

একদিন আমার বিয়ে হবে
যাবো আমি শ্বশুর বাড়ি
কাঁচা বাঁশের পালকি চড়ে,
সাদা রঙের পরে শাড়ি ॥

পেয়ে আমার বিয়ের খবর
সাজিয়ে দিতে মিলন বাসর
বৈরাতীরা আসবে ছুটে
বিয়ের গান গাইতে জারি ॥

আতর গোলাপ অঙ্গে মেখে
বরই পাতায় গোসল দিয়ে
সবাই আমায় বিদায় দিবে
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে।

রেখে আমায় বরের ঘরে
যে যার মতন আসবে সরে
কেউ রবে না সেই ঘরে ভাই
সই সাথী কি পথ দিশারী ॥

১০

আসার যখন সময় হবে
ঠিক সময়েই আসতে হবে
আবার যখন ডাক পড়বে
ঘড়ির কাটায় ফিরতে হবে ॥

এই তো নিয়ম এই দুনিয়ার
আশা যাওয়ার একই দুয়ার
যেমন খেলায় তেমন খেলি
ধরার মানুষ আমরা সবি ॥
যা হবার তা হবেই যখন
মিছে কেনো ভাবো মন
তোমায় নিয়ে ভাবনা যে তাঁর
চলছে সাবির সারাক্ষণ।

সাঙ্গ হলে ভবের মেলা
ফুরিয়ে এলে জীবন বেলা
তোমার আমার নাম নিশানা
ধরায় না আর তখন রবে ॥

১১

এমন করে আমায় নিয়ে
খেলছ কেনো হরি
আর করো না লুকোচুরি
এই মিনতি করি ॥

তুমি যদি বৈঠা না বাও
নিছক শুধু পালিয়ে বেড়াও
অকূলেতে ডুববে তবে
আমার ভাঙা তরী ॥

আমার মাঝে লুকিয়ে আমায়
করছো অবহেলা
তোমার এ ভেদ ভাবতে গিয়ে
যায় ফুরিয়ে বেলা।

ঘরে যখন ফিরবো একা
পাই যেন সে তোমার দেখা
দুঃখের দিনের বন্ধু তুমি
তোমায় স্বরণ করি ॥

১২

মনের মাঝে মনের মানুষ
কোথায় বসত করে
রাখলি না তাঁর কোনো খবর
দেখ ভেবে অন্ড়রে ॥

চোখের আলোয় খুঁজিস যাঁরে
হৃদয় মাঝে খুঁজরে তাঁরে
দিব্য চোখে দেখনা চেয়ে
মনের মানুষ ঘরে ॥

ফুলের মাঝে গন্ধ যেমন
চোখে দেখা যায় না
তোর মাঝে সে আছে তেমন
দূরে সে তো রয়না।

প্রেম-প্রীতি আর ভালবাসা
নয়রে মিছে ভবে আসা
নিজকে চেনো চিনবি তবেই
পরম প্রাণেশ্বরে ॥

১৩

ভবের নায়ে চড়ছি আমি
বিষম দইরার বানে
ভাঙাচোরা নৌকা যে তাঁর
মাঝি সে তা জানে ॥

বৈঠাখানা নড়াবড়া
লগ্নী না পায় পানির তরা
ছেঁড়াফাড়া বাদাম নায়ের
বাতাস নাযে মানে ॥

জাইনা শুইনা মাঝি যখন
নিলো নায়ে তাঁর
এখন কি আর উপায় মাঝির
না করিয়া পার।

কান্ডারী মোর যে জন ভাই
সেইতো আমার মালিক সাঁই
ভয় করি না যাইতে রে তাই
অকূল দইরার পানে ॥

১৪

আমায় নিয়ে আমার আমি
খেলছে সর্বদাই
আজব তাঁর এ খেলার রীতি
একটু বিরাম নাই ॥

লুকোচুরির এই সে খেলায়
যে খেলোয়াড় সেইতো খেলায়
আমি শুধু তাঁর ইশারায়
খেলা করে যাই ॥

এ খেলার সে আদি অন্ড়
তাতেই খেলার লয়
ভালো মন্দের সবটুকু তাঁর
আমার কিছু নয়।

সাঙ্গ হলে ভবের মেলা
ফুরিয়ে এলে জীবন বেলা
সেই অধরার দেখা সাবির
তখন যেনো পাই ॥

১৫

আজব সে এক খাঁচার ভিতর
বাস করে এক কোন সে পাখি
একুশ হাজার ছয়শত বার
সেই পাখিটি উঠছে ডাকি ॥

নড়বড়ে এ পাখির বাসা
দিন কাটে তার এতেই খাসা
পায়রবী তার করতে আমার
কোনো কিছুই নেই যে বাকী ॥

কোথা থেকে এলো পাখি
কোথায় তাঁর সে ঘর
পাখির পায়ের বেড়ী খুঁজি
গিরি বনান্ড়র।

খাওয়াইলাম দুগ্ধ-কলা
করলো পাখি ছলা-কলা
একদিন সে পালিয়ে যাবে
সাবির তোমায় দিয়ে ফাঁকি ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাসন রাজা ও সাবিরের বিভিন্ন আলোকচিত্র

ক. হাসন রাজার বিভিন্ন আলোকচিত্র

হাসন রাজার জীবদ্দশায় কলকাতায় তোলা তাঁর এই ছবিটি।
এটি তাঁর একমাত্র মূল ছবি।

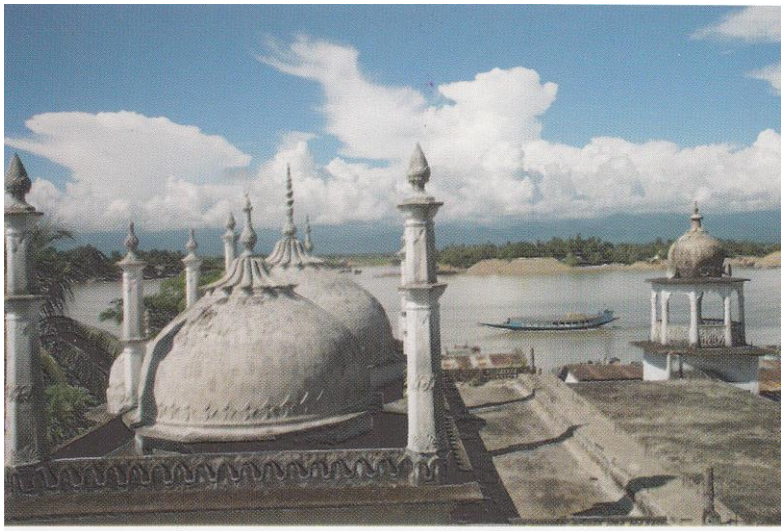

হাসন রাজার বাড়ী প্রাঙ্গণে নিজস্ব দানকৃত এই জায়গাটিতে তাঁরই উৎসাহ উদ্দীপনায় গড়ে উঠা ঐতিহাসিক তেঘরিয়া জামে মসজিদ।

দুধ ছিলো হাসন রাজার প্রিয়, গাভীর দুধ দোহনের পর এই পাত্রে দুধ রাখা হতো।

হাসন রাজার শেষ বয়সের নিত্য সঙ্গী এই লাঠি।

হাসন রাজার হাতের স্পর্শ পাওয়া এই ঢোলটি।

হাসন রাজার এই তলোয়ারটি যুদ্ধের জন্য নয়, প্রকৃতির মাঝেই এর শোভা।

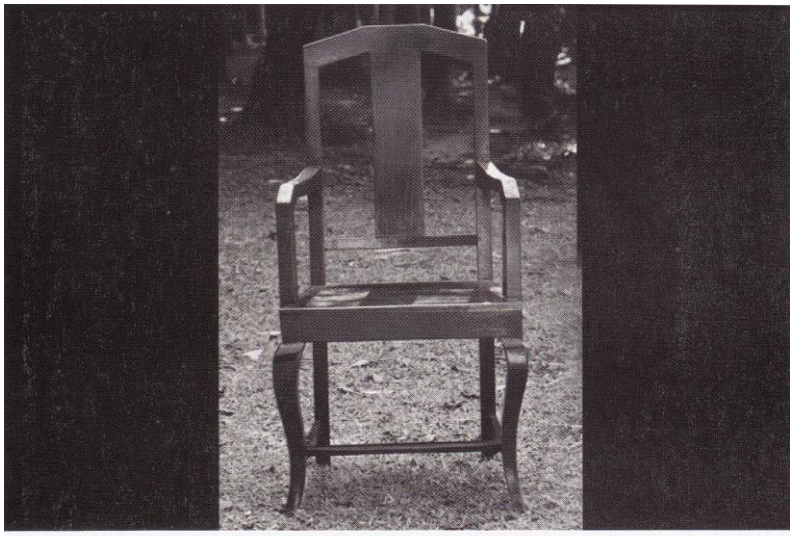

চেয়ারটি চার পুরুষ ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। এই চেয়ারটি হাসন রাজাকে কত বসিয়েছে।

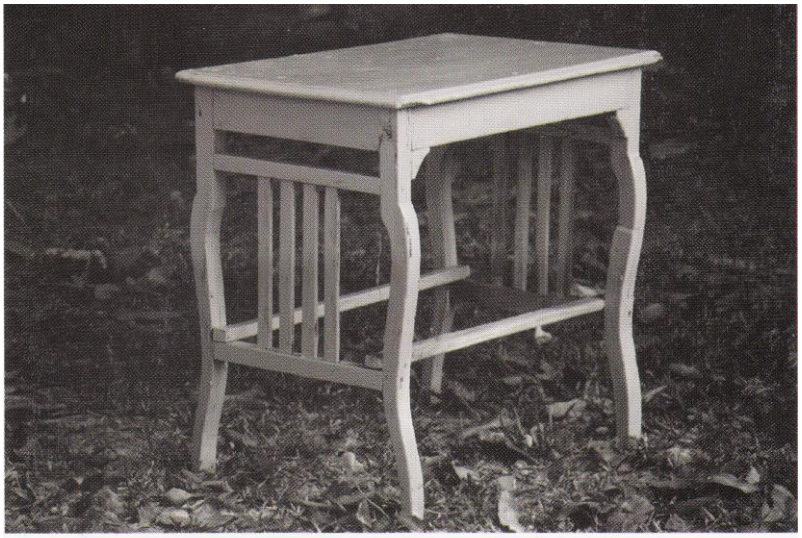

টেবিলটি চেয়ারের নিত্য সঙ্গী ছিল। হাসন রাজা এই টেবিলটিতে
ভাব জগতের কথা মিলাতে ও লিখতে বসতেন।

হাসন রাজার ব্যবহৃত পানদান
হাসন রাজা "ডিবে ডিবে পান খেতেন অবিশ্রান্ত" – প্রভাত চন্দ্র গুপ্ত।

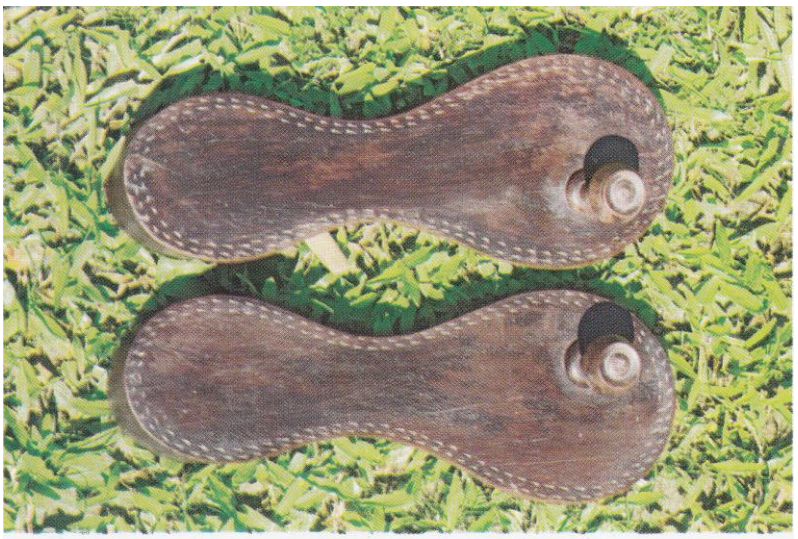

হাসন রাজার ব্যবহৃত এই খড়ম জোড়া।

Dhaka University Institutional Repository

হাসনের মরমী সঙ্গীত আসরে তবলা ছিল এইটি অন্যতম উপাদান।

জন্ম : ২৪ জানুয়ারী ১৮৫৪ ইং, ৭ পৌষ ১২৬১ বাংলা।
মৃত্যু : ১৯ নভেম্বর ১৯২২ ইং, ২২ অগ্রহায়ণ ১৩২৯ বাংলা

ছায়া সুনিবীড় লক্ষণশ্রীর মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত হাসন রাজা।

Dhaka University Institutional Repository

খ. সাবির আহমেদের বিভিন্ন আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

কবি-মাতা আছিয়া খাতুন

কবি সাবিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবি মফিজউদ্দীন আহমেদ

সাবির-পরিবারের সদস্যবৃন্দের মাঝে কবি সাবির

Dhaka University Institutional Repository

কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী মেহেরুন্নেসা চৌধুরী

কবির কনিষ্ঠ পুত্র তানভির আহমেদকে কোলে নিয়ে কবি দণ্ডায়মান, পাশে কবি-পত্নী নার্গিস চৌধুরী এবং কন্যা ঐশী।

কবির পাঁচ কন্যা শিল্পী, জয়া, সুপ্তি, স্নিগ্ধা ও ঐশী মাঝে কবি সাবির।

Dhaka University Institutional Repository

কবির জন্ম দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন কবি-পুত্র ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী [কবির সম্মুখে নতভাবে অবস্থান]

একুশে টেলিভিশনের জি. এম জনাব নওয়াজেশ আলী খানের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কবি

কলকাতা প্রেসক্লাবে সাবির সঙ্গীতের ক্যাসেট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত কবি সাবির। পাশে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব শেখ আহমেদ জালাল ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সনৎ কুমার মিত্র।

একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে প্রখ্যাত গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত) ও কবি সাবির।

Dhaka University Institutional Repository

কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও কবি সাবির।

কবি সাবির আহমেদের সঙ্গে ভারতের সঙ্গীত শিল্পী গীত শ্রী, মিনা চৌধুরী, শিল্পী হাফিজুর রহমান ও সাংবাদিক বদরুল আমীন খান।

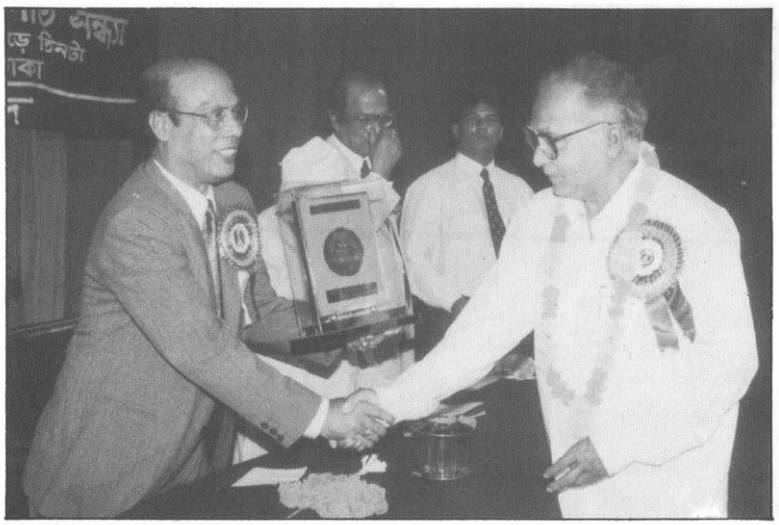

১৯৯৭ কবিকে পুরস্কার প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

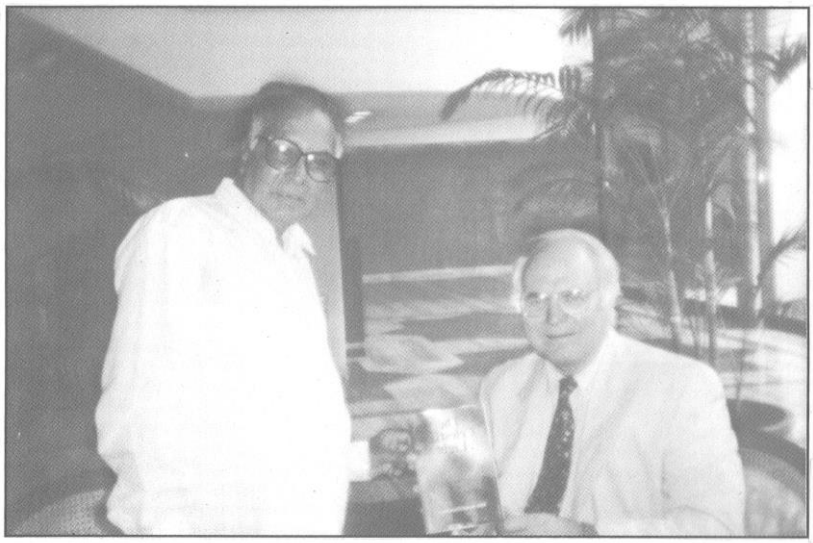

আমেরিকার দার্শনিক মাইকেল নোভাক-এর সঙ্গে কবি সাবির।

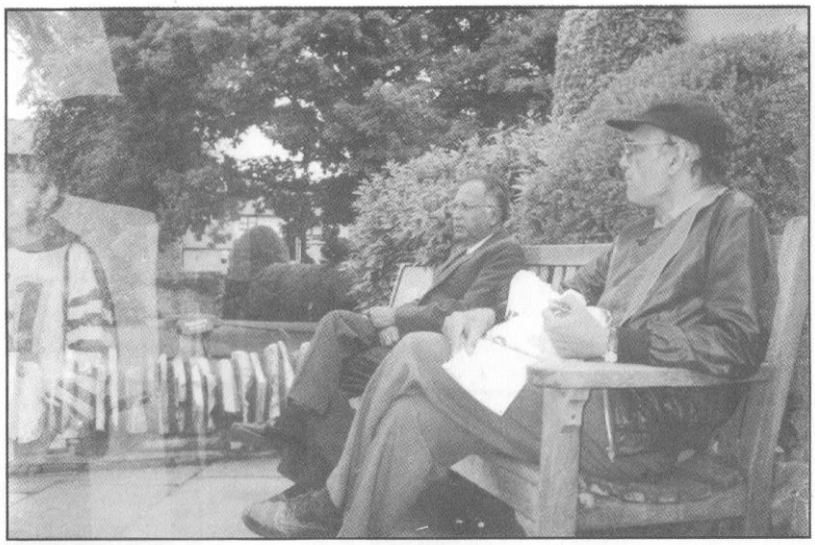

ইংল্যান্ডের স্টাফোর্ডে কবি শেক্সপিয়ারের বাড়িতে কবি সাবির

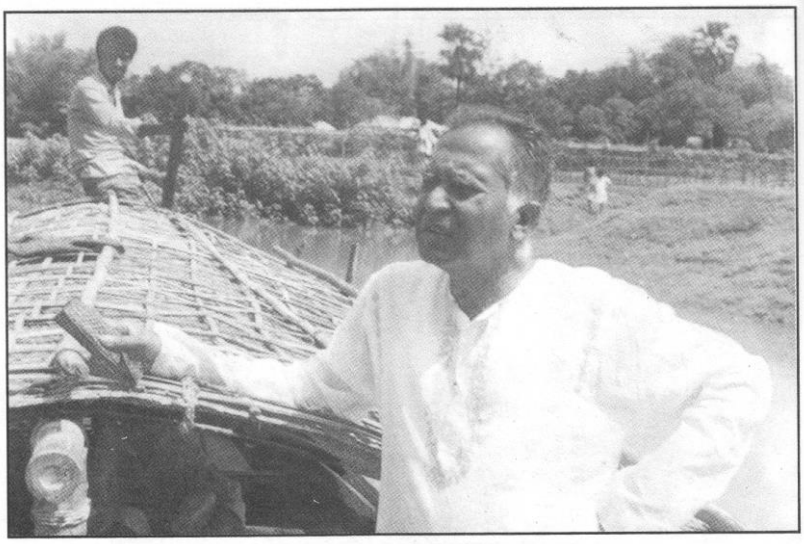

কবির নিজগ্রাম হাড়িসাংগানে গংগাঞ্জলী নদীবক্ষে কবি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর রাগ-সঙ্গীত চর্চা*, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

২. ড. মৃদুলকান্ড়ি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা (হাজার বছরের বাংলা গান)* আগষ্ট ২০০৫, প্যাপিরাস, ঢাকা ।

৩. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত-তত্ত্ব, (প্রথম খন্ড)*, ব্রতী প্রকাশনী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৪।

৪. ম ন মুস্ড়াফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮১, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

৫. আবুল হেনা সাদউদ্দীন, *সংগীতবিদ্যা*, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬. মোবারক হোসেন খান, *সঙ্গীত দর্পণ*, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭. ইলা মজুমদার, *সংগীতের তত্ত্বকথা*, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

৮. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন।

৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, (৩য় খন্ড)।

১০. মযহারুল ইসলাম, কবি পাগলা কানাই, ২য় বর্ধিত সংস্করণ; ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

১১. রামশঙ্কর চৌধুরী, লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী কোলকাতা, ১৯৯১।

১২. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়,*জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ভলুম-১৪, ১৯৪৮।

১৩. আবু সাঈদ জুবেরী, *ছোটদের হাসন রাজা*, আরো প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০।

১৪. ড. মৃদুলকান্ড়ি চক্রবর্তী, *হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মাসিক প্রবাসী* (ভারতবর্ষী'য় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ-১৯২৫-২৬), মাঘ ১৩৩২ (২৫ ভাগ, ২য় খন্ড)।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *হাসন রাজা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৮৯।

১৭. ড. আবদুল ওয়াহাব, *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন* (দ্বিতীয় খন্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ২০০৮।

১৮. দেওয়ান শমসের রাজা সম্পাদিত,*হাছন রাজার তিন পুরুষ*(ভূমিকা: প্রভাত কুমার শর্মা) ১৯৭৮।

১৯. শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৩৪৫ ।

২০. পাক্ষিক কিছুক্ষণ, সোমবার ঃ সোমবার ঃ ১-১৫ ও ১৫-৩১ জানুয়ারি ২০০৫, সংখ্যা ১৯,ঢাকা।

২১. ড. মৃদুলকান্ড়ি চক্রবর্তী, কবি সাবির ও তাঁর গান ।

২২. সুধীন দাশ, সাবির সংগীত স্বরলিপি।

২৩. ড. আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পাদিত), সাবির মানস সন্ধান।

২৪. ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, মরমি কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী, ঢাকা, ১৯৯৩।

২৫. সাবির আহমেদ চৌধুরী , পৃথিবী আমার ঘর, ঢাকা, ১৯৯৯।

২৬. সাবির আহমেদ চৌধুরী, ঐশী জ্যোতি।

২৭. জাহান-আরা বেগম, বাংলাদেশের মরমি সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৭৬।

২৭. ড. সালাহউদ্দীন আহমদ, *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২।